Air Passenger Aid

আকাশপথের যাত্রীর প্রশ্ন ও উত্তর, সমস্যা ও পরামর্শ

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

Air Passenger Aid

আকাশপথের যাত্রীর প্রশ্ন ও উত্তর, সমস্যা ও পরামর্শ

১.০ বিদেশ গমনের প্রস্তুতি

২.০ বিমানবন্দরে যা করণীয়

৩.০ উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে এবং ট্রানজিট সময়ে করণীয় ও বর্জনীয়

৪.০ বিদেশ ফেরত যাত্রীদের করণীয়

৫.০ বিবিধ বিষয়

৬.০ যাত্রীদের সমস্যা ও জিজ্ঞাসা

গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ

১.০	বিদেশ গমনের প্রস্তুতি	10
১.১	উদ্দেশ্য:	10
১.১.১	কেন যাচ্ছি বিদেশে?	10
১.২	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট:	10
১.২.১	পাসপোর্ট ও ভিসার ক্ষেত্রে কী কী বিষয়ে নজর রাখতে হবে?	10
১.২.২	পাসপোর্টের মেয়াদ কতদিন থাকা উচিত?	11
১.২.৩	বিএমইটি কার্ড কাদের দরকার হয়? কীভাবে সংগ্রহ করতে হয়?	11
১.২.৪	Ok to Board কী? কেন দরকার হয়?	11
১.৩	টিকেট:	12
১.৩.১	এয়ারলাইন্স টিকেটের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়?	12
১.৩.২	টিকেটে কী কী শর্ত থাকে?	13
১.৩.৩	টিকেটের শর্ত জানা কেন জরুরি?	13
১.৩.৪	যাত্রাপথ ও এয়ারলাইন্স নির্বাচনে কীরূপ সতর্কতা প্রয়োজন?	14
১.৩.৫	টিকেট ক্রয়ের সময় কেন ই-মেইল এড্রেস দেওয়া উচিত?	15
১.৪	মুদ্রা:	15
১.৪.১	দেশি মুদ্রা (টাকা) বহনে কী নিয়ম মানতে হবে?	15
১.৪.২	বিদেশি মুদ্রা বহনে কী নিয়ম মানতে হবে?	15
১.৫	স্বাস্থ্যবিধি ও বিশেষ চাহিদা:	16
১.৫.১	ফিট টু ফ্লাই সার্টিফিকেট কী? কাদের দরকার হয়?	16
১.৫.২	কোভিড ১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধিগুলি কী কী?	16
১.৫.৩	গর্ভবতী নারীদের যাত্রী হিসাবে ভ্রমণ করতে হলে কী করতে হবে?	16
১.৫.৪	নবজাতক শিশুর ভ্রমণের জন্য কী নিয়ম অনুসরণীয়?	17
১.৫.৫	অপ্রাপ্ত বয়স্ক যাত্রীদের ক্ষেত্রে কী নিয়ম অনুসরণ করা হয়?	17
১.৫.৬	যাত্রীর জন্য হুইলচেয়ার প্রয়োজন হলে কী করতে হবে?	17
১.৬	হ্যান্ড লাগেজ:	18
১.৬.১	হ্যান্ড লাগেজ কী?	18
১.৬.২	হ্যান্ড লাগেজের সংখ্যা, ওজন এবং আকার কত হতে হবে?	18
১.৬.৩	হ্যান্ড লাগেজে কী কী নেওয়া উচিত?	19
১.৬.৪	হ্যান্ড লাগেজে কী কী নেওয়া নিষিদ্ধ?	19

১.৬.৫	হ্যান্ড লাগেজের জন্য নির্ধারিত নিয়মকানুন লংঘন করলে কী সমস্যা হতে পারে?	19
১.৭	বুকিং লাগেজ:	20
১.৭.১	বুকিং লাগেজ কী?	20
১.৭.২	বুকিং লাগেজের সংখ্যা, ওজন ও আকার কেমন হবে?	20
১.৭.৩	বুকিং লাগেজে কী কী রাখা নিষিদ্ধ?	21
১.৭.৪	কার্টন বা পোটলায় মালামাল বহন করলে কী সমস্যা হতে পারে?	22
১.৭.৫	বুকিং লাগেজে কী ধরনের তালা ব্যবহার করা উচিত?	24
১.৮	লাগেজ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়:	27
১.৮.১	ট্যাক্স দিয়ে অতিরিক্ত ওজনের লাগেজ বহনে কী ধরনের ঝুঁকি থাকে?	27
১.৮.২	জরুরি কাগজপত্র ও লাগেজ হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?	27
১.৮.৩	অন্যের লাগেজ বহন করলে কী সমস্যা হতে পারে?	28
১.৮.৪	ঔষধ বহনে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?	28
১.৮.৫	পোষা প্রাণী বহনের নিয়ম কী?	28
১.৮.৬	যাত্রী তার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য অলঙ্কার বহন করতে পারবেন কি?	29
১.৮.৭	ড্রোন পরিবহনের ক্ষেত্রে কী নিয়ম অনুসরণ করতে হবে?	29
১.৮.৮	আগ্নেয়াস্ত্র পরিবহনের নিয়ম কী?	29
১.৯	প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়:	29
১.৯.১	নতুন যাত্রীরা বিমানবন্দরে কোন সহায়তা পাবেন কি?	29
১.৯.২	বিদেশ গমনের জন্য ইংরেজি জ্ঞান কতটা গুরুত্বপূর্ণ?	31
১.৯.৩	বিদেশগামী যাত্রীর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক কেন?	31
২.০	বিমানবন্দরে যা করণীয়	32
২.১	আগমন:	32
২.১.১	বিমানবন্দরে কখন আসবো?	32
২.১.২	যথাসময়ে বিমানবন্দরে না পৌঁছালে কী ক্ষতি হবে?	33
২.১.৩	সাথে আসা আত্মীয় স্বজন কখন, কোথায় বিদায় নিবেন?	33
২.২	চেক-ইন:	33
২.২.১	চেক-ইন কাউন্টার পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছাব?	33
২.২.২	চেক-ইন কাউন্টারে কী কী করা হবে?	36

২.৩	চেক ইন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়:	39
২.৩.১	লাগেজ র‍্যাপিং করতে হবে কি?	39
২.৩.২	বুকিং দেওয়া লাগেজ কি খুলে দেখা হয়? কী প্রক্রিয়ায় তা করা হয়?	40
২.৩.৩	অনলাইন চেক-ইন কীভাবে করা হয়?	40
২.৩.৪	কোড শেয়ার ফ্লাইট কী? কোড শেয়ার ফ্লাইটের যাত্রীরা কী করবেন?	41
২.৩.৫	বোর্ডিং পাসে কী তথ্য থাকে?	41
২.৩.৬	এয়ারলাইন্স যাত্রীকে বোর্ডিং পাস প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করতে পারে কি?	43
২.৩.৭	কী কী কারণে বোর্ডিং পাস প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা হয়?	43
২.৩.৮	ফ্লাইট ছাড়তে বিলম্ব হলে অথবা বাতিল হলে যাত্রীর প্রাপ্য অধিকার কী হবে?	43
২.৩.৯	ওভারবুকিং কী? এক্ষেত্রে যাত্রীদের অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা হবে?	44
২.৪	বহির্গমন কার্ড:	44
২.৪.১	বহির্গমন কার্ড কী?	44
২.৪.২	বহির্গমন কার্ড পূরণে স্বল্পশিক্ষিত যাত্রী কোন সহায়তা পাবেন কি?	45
২.৫	ইমিগ্রেশন:	45
২.৫.১	ইমিগ্রেশনে কখন যাবো?	45
২.৫.২	ইমিগ্রেশনে কী কী দেখা হয়?	46
২.৫.৩	ইমিগ্রেশনের পর কী কী করা যাবে?	47
২.৬	বোর্ডিং গেইটে উপস্থিতি ও নিরাপত্তা চেকিং:	48
২.৬.১	বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার জন্য যাত্রীকে ডাকা হবে কি?	48
২.৬.২	বোর্ডিং গেইট থেকে কীভাবে উড়োজাহাজে প্রবেশ করতে হবে?	48
২.৬.৩	বোর্ডিং গেইটের নিরাপত্তা তল্লাশি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে কী ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন?	52
৩.০	উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে এবং ট্রানজিট সময়ে করণীয় ও বর্জনীয়	53
৩.১	উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে:	53
৩.১.১	উড়োজাহাজের ভিতরে কীভাবে আসন গ্রহণ করবো?	53
৩.১.২	হ্যান্ড লাগেজ কীভাবে রাখতে হবে?	55
৩.১.৩	খাবার গ্রহণের সময় কী নিয়ম মানতে হবে?	56
৩.১.৪	যাত্রীদের কাছে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশিত?	57
৩.১.৫	উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করলে কী হবে?	57

৩.১.৬	টার্বুলেন্স কী? এক্ষেত্রে যাত্রীদের করণীয় কী?	57
৩.১.৭	উড়োজাহাজের টয়লেট ব্যবহার করবো কীভাবে?	58
৩.১.৮	ফ্লাইটের অভ্যন্তরে যাত্রীদের বিনোদনের জন্য কী ব্যবস্থা থাকে?	64
৩.১.৯	উড়োজাহাজ অবতরণকালে যাত্রীদের কী করণীয়?	65
৩.২	ট্রানজিট বিমানবন্দরে:	66
৩.২.১	ট্রানজিট বিমানবন্দর থেকে পরবর্তী ফ্লাইটে কীভাবে ওঠা যাবে?	66
৪.০	বিদেশ ফেরত যাত্রীদের করণীয়	71
৪.১	ইমিগ্রেশন	71
৪.১.১	ইমিগ্রেশনে কী কী করা হবে?	71
৪.২	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়:	73
৪.২.১	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের জন্য কী নিয়ম অনুসরণ করতে হবে?	73
৪.৩	লাগেজ:	76
৪.৩.১	লাগেজ কীভাবে সংগ্রহ করবো?	76
৪.৩.২	লাগেজ না আসার কারণ কী কী?	79
৪.৩.৩	লাগেজ না পাওয়া গেলে যাত্রী কী করবেন?	79
৪.৩.৪	লাগেজ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে কী করতে হবে?	81
৪.৩.৫	লাগেজ হোম ডেলিভারি প্রদানের নিয়ম কী?	83
৪.৩.৬	হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত লাগেজের জন্য কীভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়?	83
৪.৪	কাস্টমস:	83
৪.৪.১	বিদেশ থেকে জিনিসপত্র আনার সময়ে ব্যাগেজ রুলস বিষয়ে কী কী জানা জরুরি?	83
৪.৪.২	বৈদেশিক মুদ্রা আনার ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ আছে কি?	85
৪.৪.৩	ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম কী? ফরম কীভাবে পূরণ করতে হবে? কোথায় দাখিল করতে হবে?	85
৪.৪.৪	যাত্রীর সাথে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল না থাকলে কী করতে হবে?	87
৪.৪.৫	যাত্রীর সাথে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল থাকলে কী করতে হবে?	88
৪.৪.৬	শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল থাকা সত্ত্বেও গ্রীন চ্যানেল ব্যবহার করলে কী ক্ষতি হবে?	89
৪.৪.৭	ডিউটি ফ্রি শপ থেকে ক্রয়কৃত মালামালের ক্ষেত্রে কী নিয়ম অনুসৃত হবে?	90
৪.৪.৮	বিদেশ থেকে পোষা প্রাণী আনার জন্য কী করতে হবে?	91

৪.৪.৯	গাছের চারা বা বীজ আনার জন্য কী করতে হবে?	91
৫.০	বিবিধ বিষয়	92
৫.১	বিদেশ ফেরত যাত্রী আত্মীয় স্বজনের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবেন?	92
৫.২	ডমেস্টিক ফ্লাইটে বাড়ি যেতে হলে কী করতে হবে?	92
৫.৩	ভারী ও মূল্যবান মালামালসহ বাড়ি যেতে যাত্রী কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন?	93
৫.৪	বিদেশে মৃত্যুবরণকারী প্রবাসীর মৃতদেহ গ্রহণ করার জন্য কী করতে হবে?	94
৬.০	যাত্রীদের সমস্যা ও জিজ্ঞাসা	95
৬.১	যাত্রী বিমানবন্দরে এসে দেখলেন ঐ দিনের শিডিউলে তার ফ্লাইট নেই। তখন তিনি কী করবেন?	95
৬.২	এয়ারলাইন্স যখন কোন যাত্রীকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তিনি কী করবেন?	95
৬.৩	এয়ারলাইন্স যদি বিদেশগামী যাত্রীর লাগেজ বুকিং নিতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা হ্যান্ড লাগেজ থেকে কোন জিনিস ফেলে দিতে বলে তখন যাত্রী কী করবেন?	95
৬.৪	ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যাত্রীকে অফলোড করলে তিনি কী করবেন?	96
৬.৫	বোর্ডিং পাস ও ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স থাকা সত্ত্বেও এয়ারলাইন্স যাত্রীকে বোর্ডিং গেইট থেকে অফলোড করলে তিনি কী করবেন?	96
৬.৬	ট্রাভেল এজেন্সি যাত্রীর সাথে প্রতারণা করলে বা তাকে হয়রানি করলে তিনি কী করবেন?	96
৬.৭	চাকরির জন্য বিদেশ গমনে ইচ্ছুক যাত্রী রিক্রুটিং এজেন্সির দ্বারা প্রতারণার শিকার হলে কী করবেন?	97
৬.৮	যাত্রী হজ ও ওমরাহ এজেন্সির দ্বারা প্রতারিত হলে কী করবেন?	97
৬.৯	বিদেশফেরত যাত্রী লাগেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার জন্য কী করবেন?	97
৬.১০	কাস্টমস এর বিষয়ে অভিযোগ থাকলে যাত্রী কী করবেন?	98
৬.১১	বিমানবন্দরে পণ্য ও সেবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে যাত্রী কী করবেন?	99
৬.১২	মালামাল হারালে কী করণীয়?	99
	গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ	100
	যাত্রীসেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে যোগাযোগ	100
	যাত্রীবাহী ফ্লাইট পরিচালনাকারী দেশি ও বিদেশি এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে যোগাযোগ	101

১.০ বিদেশ গমনের প্রস্তুতি

১.১ উদ্দেশ্য:

১.১.১ কেন যাচ্ছি বিদেশে?

- একজন ব্যক্তি বেতনভুক্ত কর্মী হিসাবে কাজ করা, পড়াশোনা, চিকিৎসা, পর্যটন, ধর্মীয় বা পেশাগত কারণে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন। তার সংগৃহীত ভিসায় তার ভ্রমণের উদ্দেশ্য লেখা থাকবে।
- ভিসায় বেতনভুক্ত কর্মী হিসাবে কাজ করার কথা উল্লেখ থাকলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ অনুযায়ী বিএমইটি কার্ড সংগ্রহ করার প্রয়োজন হতে পারে।
- চিকিৎসার জন্য বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র এবং গন্তব্য দেশের চিকিৎসক ও হাসপাতালের সাথে যোগাযোগের প্রমাণপত্র প্রয়োজন হতে পারে।
- পর্যটক হিসাবে যাওয়ার জন্য রিটার্ন টিকেট, হোটেল বুকিং ও পাসপোর্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার এনডোর্সমেন্ট সাথে থাকার প্রয়োজন হয়।
- পড়াশোনার জন্য যারা বিদেশ যেতে চান তাদের এদেশে পড়াশোনার ধারাবাহিকতা এবং গন্তব্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও টিউশন ফি পরিশোধের প্রমাণপত্র প্রয়োজন হতে পারে।
- বাংলাদেশে এয়ারলাইন্স এবং ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে এবং ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য যাত্রীর থাকতে হবে। এজন্য কাজ চালানোর মত ইংরেজিও জানতে হবে।
- যাত্রী বিদেশে গিয়ে কোথায় থাকবেন, কী কী কাজ করবেন, সম্ভাব্য কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবেন, কবে, কীভাবে নিজ দেশে ফিরে আসবেন তা ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য থাকতে হবে। তার প্রদত্ত ব্যাখ্যা ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যৌক্তিক মর্মে বিশ্বাস করার কারণ থাকতে হবে।
- অনেকে কর্মের উদ্দেশ্য গোপন করে পর্যটক, শিক্ষার্থী বা তীর্থ যাত্রী হিসাবে ভিসা সংগ্রহ করে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করেন। এভাবে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ৩১(ক) ধারা মোতাবেক দন্ডনীয় অপরাধ। পর্যটক ভিসাপ্রাপ্ত যাত্রী রিটার্ন টিকেটে নির্ধারিত দিনে দেশে ফেরত আসবেন না অথবা স্টুডেন্ট ভিসাপ্রাপ্ত যাত্রী নিয়মিতভাবে লেখাপড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নন; কোথায়, কী বিষয়ে, কী শর্তে পড়তে যাচ্ছেন তাও বর্ণনা করতে অক্ষম মর্মে এয়ারলাইন্স বা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকটে প্রতীয়মান হলে তারা যাত্রীকে প্রত্যাখান করার এখতিয়ার রাখেন।
- যাত্রীর ভ্রমণের উদ্দেশ্য সৎ বলে মনে না হলে ট্রানজিট বিমানবন্দর অথবা গন্তব্য দেশের বিমানবন্দর থেকেও যাত্রীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে।

১.২ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট:

১.২.১ পাসপোর্ট ও ভিসার ক্ষেত্রে কী কী বিষয়ে নজর রাখতে হবে?

- পাসপোর্টে নিজের নাম, পিতা, মাতা ও স্পাউসের নাম, জন্ম তারিখ, পেশা, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ করার সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এসব তথ্য ব্যক্তির বিদেশ যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ডকুমেন্টে উল্লিখিত তথ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

- ❖ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বা ই-পাসপোর্টের যে অংশ যন্ত্রের মাধ্যমে পড়া হয় সে অংশ কোনভাবেই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- ❖ পাসপোর্টের অন্তত দুটি খালি পাতা অবশিষ্ট থাকতেই নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা উচিত। পাসপোর্টে অন্তত দুটি খালি পাতা থাকতে হবে বলে কোন কোন দেশ শর্ত আরোপ করে থাকে।
- ❖ ই-ভিসাপ্রাপ্ত যাত্রী তার ভিসার একটি প্রিন্ট কপি সাথে নিয়ে যাবেন।
- ❖ যাত্রীর বিদেশ ভ্রমণের জন্য ভিসা সংগ্রহে কী পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে সে বিষয়ে যাত্রীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। ভিসা সংগ্রহের জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকলে তিনি আইনানুগ পন্থায় তা সংগ্রহ করেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- ❖ ভিসায় ভ্রমণের উদ্দেশ্য হিসাবে যা লেখা হয়েছে, বাস্তবে যাত্রীর প্রোফাইল তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রত্যাশিত।
- ❖ ভিসার মেয়াদ শুরুর আগে যাত্রী বিদেশ যাওয়ার জন্য চেক-ইন করতে পারবেন না।

১.২.২ পাসপোর্টের মেয়াদ কতদিন থাকা উচিত?

অনেক দেশেই তাদের দেশে আগত বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে 6-Month Passport Validity Rule অনুসরণ করে। এ নিয়ম অনুযায়ী দেশে আগত বিদেশি নাগরিকদের পাসপোর্টের মেয়াদ অন্তত ০৬ (ছয়) মাস বা ১৮০ (এক শত আশি) দিন থাকতে হয়। গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী পাসপোর্টের মেয়াদ পর্যাপ্ত না থাকলে এয়ারলাইন্স যাত্রীকে পরিবহন করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। তবে যারা দীর্ঘমেয়াদে একটি বিদেশি রাষ্ট্রে বসবাস বা কাজের অনুমতি পেয়েছেন তাদের প্রথমবার পরবর্তী গমনের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

১.২.৩ বিএমইটি কার্ড কাদের দরকার হয়? কীভাবে সংগ্রহ করতে হয়?

- ❖ Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা। কাজ করার উদ্দেশ্যে যারা বিদেশ যাবেন তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে বিএমইটি থেকে একটি স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করতে হয়, যা ম্যানপাওয়ার কার্ড নামেও পরিচিত।
- ❖ এ কার্ড সংগ্রহ করে প্রবাসী কর্মী সরকারের তালিকাভুক্ত হন এবং কর্মী হিসাবে তার অধিকার নিশ্চিত হয়। বিদেশে গিয়ে তিনি অসুস্থ হলে বা বিপদে পড়লে বাংলাদেশ দূতাবাস তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে। প্রবাসী কর্মী প্রবাসে মৃত্যুবরণ করলে তার বকেয়া পাওনা ও ক্ষতিপূরণ আদায় এবং মৃতদেহ সরকারি অথবা চাকরিদাতার খরচে দেশে আনা সম্ভব হয়। তাছাড়া ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক মৃত প্রবাসী কর্মীর দাফন ও সৎকারের জন্য ৩৫,০০০ টাকার চেক প্রদান করা সম্ভব হয়।
- ❖ বিএমইটি কার্ড সংগ্রহ করার জন্য বিদেশে কাজ করতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে তিন দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হয়। ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ভবনে অথবা জেলায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে এ প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হয়। পাসপোর্ট, ভিসা ও কাজের চুক্তির কপি, প্রশিক্ষণ সনদ, আঙ্গুলের ছাপসহ ডাটাবেজে রেজিস্ট্রেশন এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে বিদেশগামী কর্মী বিএমইটি স্মার্ট কার্ড প্রাপ্ত হবেন।

১.২.৪ Ok to Board কী? কেন দরকার হয়?

কোন কোন দেশে কাজ বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে যাত্রীর ভিসা এয়ারলাইন্স কর্তৃক যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়। যাত্রা সময়ের অন্তত: ৪৮ ঘন্টা আগে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সকে ইমেইলে পাসপোর্টের কপি, ভিসার

কপি এবং টিকেট বুকিংয়ের তথ্য পাঠিয়ে ভিসার সত্যতা যাচাই করে টিকেট আপডেট করে নেওয়ার এ প্রক্রিয়া Ok to Board (OKTB) নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য জাল ভিসা নিয়ে ঐ দেশটিতে যাওয়ার প্রবণতা প্রতিহত করা এবং ঐদেশে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার পর যাতে এয়ারলাইন্সকে যাত্রী ফেরত নিয়ে আসতে না হয় তা নিশ্চিত করা। যারা নতুনভাবে ভিসা নিয়ে কাজ বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে Ok to Board চাওয়া হতে পারে। তবে যারা ইতোমধ্যে বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন তাদের জন্য Ok to Board প্রয়োজন হবে না।

১.৩ টিকেট:

১.৩.১ এয়ারলাইন্স টিকেটের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়?

- এয়ারলাইন্স টিকেটের মূল্য বাস, ট্রেন বা লঞ্চের টিকেটের মূল্যের মত স্থির থাকে না। বরং টিকেটের চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে তা ওঠানামা করে। পুরো প্রক্রিয়াটি একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- যখন বিপুল সংখ্যক যাত্রী প্রায় একই সময়ে একটি নির্দিষ্ট রুটে যাওয়ার জন্য টিকেট ক্রয়ের চেষ্টা করেন তখন ঐ রুটে টিকেটের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। বিদেশে ক্রিসমাসের ছুটি, গ্রীষ্মকালীন ছুটি, ইস্টারের ছুটি, স্কুলের ছুটির মত সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভ্রমণ করার চেষ্টা করেন বলে ঐ সময়ে সেখানে টিকেটের মূল্য বাড়ে। বাংলাদেশ থেকে যখন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কর্মী ছুটি শেষে প্রায় একই সময়ে চাকরিতে যোগদানের জন্য প্রবাসে ফিরে যেতে টিকেট ক্রয়ের চেষ্টা করেন তখন টিকেটের মূল্য বৃদ্ধি পায়।
- ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত সময়ের দুই-তিনমাস আগে যখন প্রায় সব টিকেটই অবিক্রিত অবস্থায় থাকে তখন টিকেটের মূল্য কম হবে। আবার একই ফ্লাইটের মাত্র দুই-তিন দিন অবশিষ্ট থাকতে যে অল্প কয়েকটি টিকেট অবিক্রিত থাকবে তার মূল্য হবে সর্বোচ্চ।
- যে দেশে যাত্রীদের চাহিত রুটসমূহে পর্যাপ্ত বা অধিক সংখ্যক ফ্লাইট আছে সে দেশে টিকেটের মূল্য আশপাশের দেশের তুলনায় কম হতে পারে।
- কোন রুটে ফ্লাইট পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্সগুলির ফ্লাইট সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অথবা ঐ রুটে নতুন কোন এয়ারলাইন্স ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করলে টিকেটের মূল্য কমে আসবে।
- লেগাসি ক্যারিয়ার (Legacy Carrier) হিসাবে পরিচিত এয়ারলাইন্সসমূহ অতিরিক্ত খরচ ছাড়া টিকেটের মূল্যের মধ্যেই লাগেজ বুকিং দেওয়া ও ফ্লাইটে খাওয়ার সুযোগ দেয়। অন্যদিকে বাজেট ক্যারিয়ার (Budget Carrier) হিসাবে পরিচিত এয়ারলাইন্সে লাগেজ বুকিং দেওয়া ও ফ্লাইটে খাওয়ার সুযোগ টিকেটের মূল্যের অতিরিক্ত হিসাবে পরিশোধযোগ্য। এর ফলে বাজেট ক্যারিয়ারের টিকেটের মূল্য লেগাসি ক্যারিয়ারের টিকেটের মূল্য অপেক্ষা ৪০% পর্যন্ত কম হতে পারে।
- যাত্রী তার গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সরাসরি ফ্লাইট বেছে নিলে টিকেটের মূল্য বেশি হবে। পক্ষান্তরে, একই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য এক বা একাধিক ট্রানজিটসহ ফ্লাইট বেছে নিলে টিকেটের মূল্য কম হবে।

১.৩.২ টিকেটে কী কী শর্ত থাকে?

প্রত্যেক এয়ারলাইন্স কিছু শর্ত সাপেক্ষে যাত্রীদেরকে তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যেতে সম্মত হয়। এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটে General Conditions of Carriage অংশে এ শর্তগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত থাকে। যাত্রী তার হাতে যে টিকেট পাবেন সেখানে সব শর্ত লেখা থাকে না। টিকেটের শর্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে:

- ❖ যাত্রী কী ক্লাসে (বিজনেস/ইকোনমি) ভ্রমণ করবেন;
- ❖ যাত্রী নির্ধারিত সময়ে ফ্লাইটে ওঠার জন্য উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে টিকেটটি রি ইস্যু করা যাবে কিনা অথবা টিকেটের মূল্য এয়ারলাইন্সের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে কিনা;
- ❖ যাত্রী তার হ্যান্ড ব্যাগেজে সর্বাধিক কত কেজি মালামাল সাথে নিতে পারবেন, হ্যান্ড লাগেজের সংখ্যা কত হতে পারবে, এর আকৃতি সর্বাধিক কত মাপের হবে;
- ❖ হ্যান্ড লাগেজে কী কী নেওয়া যাবে না;
- ❖ যাত্রী অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ না করে সর্বাধিক কত পিস, কী আকৃতির এবং কত ওজনের লাগেজ বুকিং দিতে পারবেন;
- ❖ যাত্রী এয়ারলাইন্সের নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত লাগেজ বুকিং দিতে চাইলে কী হারে ট্যাক্স দিতে হবে;
- ❖ এয়ারলাইন্সের দোষে ফ্লাইট বিলম্বিত হলে যাত্রী কী সুবিধা প্রাপ্য হবেন;
- ❖ ভ্রমণকালে যাত্রীকে কোন খাবার দেওয়া হবে কিনা এবং খাবার দেওয়া হলে তা কী ধরনের হবে;
- ❖ অপ্রাপ্ত বয়স্ক যাত্রী, অসুস্থ যাত্রী, গর্ভবতী নারীদের ভ্রমণের জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে;
- ❖ যাত্রী তার সাথে পোষা প্রাণী বহন করতে পারবেন কিনা, পারলে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে;

এছাড়া যাত্রী যে দেশ থেকে যাত্রা শুরু করবেন, যে দেশ বা দেশসমূহে ট্রানজিট করবেন এবং সর্বশেষে যে দেশে গিয়ে পৌঁছাবেন সে সব দেশের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক কাগজপত্র নিয়ে আসার দায়িত্ব যাত্রীর উপরেই বর্তাবে, সঠিক কাগজপত্র না থাকলে এয়ারলাইন্স যাত্রী ও তার মালামাল পরিবহন করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে, এরূপ শর্তও টিকেটের General Conditions of Carriage এ উল্লেখ করা থাকে।

১.৩.৩ টিকেটের শর্ত জানা কেন জরুরি?

- ❖ টিকেটের শর্ত অনুযায়ী যাত্রীর হ্যান্ড লাগেজ ও বুকিং লাগেজের সংখ্যা, আকৃতি ও ওজন নির্দিষ্ট করা থাকে। ঐ নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত সংখ্যার, অধিক আকৃতির বা ওজনের লাগেজ সাথে আনলে যাত্রীর ভ্রমণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- ❖ হ্যান্ড লাগেজে যাত্রী কী কী জিনিস নিতে পারবেন না তা টিকেটের শর্তে উল্লেখ করা থাকে। এরকম কোন জিনিস হ্যান্ডলাগেজে থাকলে উড়োজাহাজে প্রবেশের আগে যাত্রীকে তা অপসারণ করতে বলা হতে পারে। ঐ জিনিস অপসারণ না করা পর্যন্ত যাত্রীকে উড়োজাহাজে উঠতে দেওয়া যাবে না।
- ❖ বুকিং লাগেজে কী কী জিনিস নেওয়া যাবে না তা টিকেটের শর্তে লেখা থাকে। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোন জিনিস বুকিং লাগেজে রাখা হলে চেক-ইনের পর লাগেজ খুলে তা অপসারণ করা হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে ঐ লাগেজ উড়োজাহাজে নাও তোলা হতে পারে।

❖ টিকেটের শর্ত অনুযায়ী যাত্রীর টিকেট রিফান্ডেবল অথবা নন রিফান্ডেবল হতে পারে। বাজেট এয়ারলাইন্সের টিকেট নন রিফান্ডেবল হয়। এছাড়া কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এয়ারলাইন্সের দেওয়া প্রমোশনাল অফারের টিকেটও নন রিফান্ডেবল হয়। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হতে না পারলে টিকেটের সম্পূর্ণ মূল্য বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এ রকম টিকেটের যাত্রী ফ্লাইট মিস করলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

১.৩.৪ যাত্রাপথ ও এয়ারলাইন্স নির্বাচনে কীরূপ সতর্কতা প্রয়োজন?

❖ একজন যাত্রী ফ্লাইট থাকা সাপেক্ষে কোন ট্রানজিট বা যাত্রা বিরতি ছাড়া সরাসরি ফ্লাইটে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। তবে সব গন্তব্যে সরাসরি ফ্লাইট থাকে না। তাছাড়া সরাসরি ফ্লাইট ছাড়া এক বা একাধিক যাত্রা বিরতিসহ যাত্রাপথ নির্বাচন করলে টিকেটের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হয়। এ কারণে অনেক সময় ট্রানজিট গ্রহণের বিকল্প থাকে না। ট্রানজিটসহ যাত্রাপথ নির্বাচন করা হলে

১. যাত্রী যে এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করবেন তারা তাকে বাংলাদেশের বিমানবন্দর থেকে তাদের হাব (Hub) এ নিয়ে যেতে পারে এবং সেখান থেকে তাদেরই অন্য ফ্লাইটে যাত্রীকে তার গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে। অথবা

২. এয়ারলাইন্স যাত্রীকে তাদের হাবে নিয়ে যাওয়ার পর অথবা হাব থেকে তাদেরই অন্য ফ্লাইটে অন্য দেশের আরেকটি বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়ার পর অন্য একটি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে তুলে দিতে পারে, যা যাত্রীকে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিবে। এক্ষেত্রে এয়ারলাইন্স দুটির মধ্যে কোড শেয়ারিং চুক্তি বা ইন্টারলাইন চুক্তি থাকতে হবে। এ ধরনের চুক্তি না থাকলে একাধিক এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না এবং যাত্রীকে তার যাত্রার শুরুতেই বোর্ডিং পাস দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হবে। দুটি এয়ারলাইন্সের মধ্যে কোড শেয়ারিং বা ইন্টারলাইন চুক্তি আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলে টিকেট বুকিংয়ের জন্য ভালো ট্রাভেল এজেন্সির উপর নির্ভর করা উচিত।

❖ টিকেট রিজারভেশন সিস্টেমে প্রত্যেক যাত্রীকে Passenger Name Record (PNR) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। PNR এ যাত্রীর পরিচয়সহ পুরো যাত্রাপথ চিহ্নিত থাকে। যেমন: কোন যাত্রী যদি ঢাকা থেকে যাত্রা করে দুবাইতে ট্রানজিট নিয়ে লন্ডন যেতে ইচ্ছুক হন তাহলে তাকে একটি PNR এর আওতায় একটি টিকেটে ঢাকা থেকে লন্ডন পর্যন্ত যাত্রাপথের যাত্রী হিসাবে চিহ্নিত করা থাকতে হবে। কিন্তু যাত্রী যদি ঢাকা থেকে দুবাইয়ে জন্য একটি এবং দুবাই থেকে লন্ডন যাওয়ার জন্য আরেকটি টিকেট বুকিং দেন তাহলে তিনি দুটি পৃথক PNR প্রাপ্ত হবেন। এ ক্ষেত্রে ট্রানজিট বিমানবন্দর অর্থাৎ দুবাইয়ের ভিসা না থাকলে যাত্রীকে ঢাকা থেকেই প্রত্যাখ্যান করা হবে।

❖ যাত্রী তার যাত্রাপথ নির্বাচনের সময় কোন দেশের অভ্যন্তরীণ রুট বেছে নিতে পারবেন না। যেমন: কোন যাত্রী যদি ভারতের কোন এয়ারলাইন্সে ঢাকা থেকে কোলকাতা, কোলকাতা থেকে দিল্লী এবং দিল্লী থেকে জেদ্দা যাওয়ার জন্য টিকেট বুকিং করেন তাহলে তার ভারতের ভিসার প্রয়োজন হবে। কারণ তার নির্বাচিত যাত্রাপথের কোলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত রুটটি অভ্যন্তরীণ রুট।

❖ টিকেট বুকিং করার সময় যাত্রীকে লক্ষ রাখতে হবে যেন কোন বিমানবন্দরে তার ট্রানজিট সময় খুব বেশি বা খুব কম না হয়। কোন কোন বিমানবন্দরে ট্রানজিট সময় ১২ ঘন্টার বেশি হলে অথবা ট্রানজিটকালে দিনান্তর ঘটলে ট্রানজিট ভিসা প্রয়োজন হতে পারে। আবার ট্রানজিট সময় দুই ঘন্টার কম হলেও ঝুঁকি থাকে । কারণ হাতে ট্রানজিট সময় কম থাকলে যাত্রীকে ট্রানজিট বিমানবন্দরে পৌঁছার পর পরবর্তী ফ্লাইট ছাড়ার জন্য নির্ধারিত টার্মিনালে অনতিবিলম্বে পৌঁছাতে হবে এবং সেখান থেকে ফ্লাইট ছাড়ার নির্ধারিত

সময়ের অন্তত: ৩০ (ত্রিশ) মিনিট আগে নির্ধারিত বোর্ডিং গেইট চিনে সেখানে উপস্থিত হতে হবে। যাত্রী অনভিজ্ঞ হলে অথবা কোন কারণে সামান্য বিলম্ব হলেও পরবর্তী ফ্লাইট মিস করার আশঙ্কা থাকবে।

১.৩.৫ টিকেট ক্রয়ের সময় কেন ই-মেইল এড্রেস দেওয়া উচিত?

টিকেট ক্রয়ের সময় যাত্রীকে তার মোবাইল নাম্বার দিতে হয়। তবে যাত্রী নিজে টিকেট ক্রয় না করে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ক্রয় করালে তারা যাত্রীর মোবাইল নাম্বার না দিয়ে তাদের বা তাদের প্রতিষ্ঠানের মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে ফ্লাইটের সময় পরিবর্তিত হলে বা ফ্লাইট বাতিল হলে যাত্রী তা জানতে পারেন না। তাছাড়া টিকেট ক্রয়ের সময় যাত্রী যে মোবাইল নাম্বার দিয়েছেন, যাত্রার পূর্বে সে নাম্বারের সিম যাত্রীর কাছে চালু অবস্থায় না থাকলেও যাত্রী ফ্লাইট পরিবর্তনের তথ্য পাবেন না। এ সমস্যা এড়াতে প্রত্যেক যাত্রীর উচিত টিকেট ক্রয়ের সময় ই-মেইল এড্রেস দেওয়া। যাত্রী নিজে ই-মেইল একাউন্ট অপারেট করতে না জানলে নিকটজনের ই-মেইল এড্রেস দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে যাত্রী পৃথিবীর যে প্রান্তেই অবস্থান করুন না কেন, ফ্লাইটের সময় পরিবর্তনের তথ্য পেতে সমস্যা হবে না।

১.৪ মুদ্রা:

১.৪.১ দেশি মুদ্রা (টাকা) বহনে কী নিয়ম মানতে হবে?

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়ার সময় একজন যাত্রী সর্বাধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা তার সাথে রাখতে পারবেন। এর বেশি টাকা সাথে থাকলে বিমানবন্দরে অবস্থিত ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ থেকে টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরিত করে নেওয়া উচিত।

১.৪.২ বিদেশি মুদ্রা বহনে কী নিয়ম মানতে হবে?

- এনডোর্সমেন্ট ছাড়া কোন বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের বাইরে নেওয়া যাবে না।
- একজন ব্যক্তি এক বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) সর্বাধিক ১২,০০০ (বারো হাজার) ইউএস ডলার বা এর সমপরিমাণ অন্য কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা এনডোর্স করিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। (FE Circular No. 30, Date July 25, 2019. Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank)
- চিকিৎসাজনিত কারণে কাগজপত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে ১০,০০০ (দশ হাজার) ইউএস ডলার বা এর সমপরিমাণ অন্য কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা এনডোর্স করিয়ে নেওয়া যাবে।
- এর অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হলে কোন অনুমোদিত ব্যাংকে যেতে হবে। তারা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমতি সংগ্রহ করে দিতে পারবেন।
- ক্রেডিট কার্ড/ ডেবিট কার্ডে বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা সীমার পুরোটাই নেওয়া যাবে।
- প্রাপ্যতা সীমার আংশিক কার্ডে এবং আংশিক ক্যাশ হিসাবে নেওয়া যাবে। তবে কার্ড ও ক্যাশ মিলিয়ে প্রাপ্যতা সীমার অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা নেওয়া যাবে না।
- বৈদেশিক মুদ্রা বহনের এ নিয়ম ১২ (বারো) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী সকল যাত্রীর জন্য প্রযোজ্য। ১২ (বারো) বছরের কম বয়সী যাত্রীর ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা সীমা এর অর্ধেক।
- অনিবাসী বাংলাদেশি বা বিদেশি নাগরিকগণ যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে বাংলাদেশে আসবেন তার অনধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে পারবেন। বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় যাত্রীর সাথে ১০,০০০ (দশ হাজার) ইউএস ডলারের বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা থাকলে FMJ ফরম পূরণ করে তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। (FE Circular No. 06, Date February 03, 2020. Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank)

- ❖ কোন বাংলাদেশি নাগরিক অব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে থাকলে অনুমোদিত ডিলার বা ব্যাংক থেকে তা ক্যাশ করে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবেন। একই বছরে পুনরায় বিদেশ ভ্রমণের সময় ঐ সার্টিফিকেটটি প্রয়োজন হবে।
- ❖ বৈদেশিক মুদ্রা অবশ্যই অনুমোদিত ব্যাংক বা লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলারের কাছ থেকে কিনতে হবে এবং পাসপোর্টে এনডোর্সমেন্ট করিয়ে নিতে হবে।

১.৫ স্বাস্থ্যবিধি ও বিশেষ চাহিদা:

১.৫.১ ফিট টু ফ্লাই সার্টিফিকেট কী? কাদের দরকার হয়?

একজন যাত্রী অসুস্থ, আহত বা গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও নিরাপদে উড়োজাহাজ ভ্রমণ করতে পারবেন মর্মে এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত চিকিৎসক যাত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা ও তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি সনদপত্র প্রদান করে থাকেন। যা ফিট টু ফ্লাইট (Fit to fly) সার্টিফিকেট নামে পরিচিত। বিমানবন্দর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এয়ারলাইন্সের অনুরোধক্রমে কোন অসুস্থ, আহত, গর্ভবতী বা স্বাভাবিক চলাচলে অসমর্থ যাত্রীকে পরীক্ষা করে থাকেন। এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ ঐ যাত্রীর বিষয়ে এই মর্মে নিশ্চিত হতে চায় যে ফ্লাইটে থাকাকালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়বেন না, তার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যতীত কোন বিশেষায়িত চিকিৎসার প্রয়োজন হবে না অথবা তার জীবন বাঁচাতে জরুরি অবতরণের মত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না।

১.৫.২ কোভিড ১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধিগুলি কী কী?

কোভিড ১৯ মহামারি চলাকালে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ভ্রমণের পূর্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নমুনা দিয়ে RT-PCR টেস্ট করিয়ে নেগেটিভ রিপোর্ট প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতা ছিল। কোন কোন দেশে ভ্রমণের পূর্বে স্বাস্থ্য বীমা করানো এবং ঐ দেশে পৌঁছার পর যাত্রীর নিজ খরচে হোটেলে বা অন্য কোন নির্ধারিত স্থানে এক বা দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে থাকার বিধান ছিল। এছাড়া গন্তব্য দেশে পৌঁছে বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যাত্রীকে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে মর্মে বাধ্যবাধকতা ছিল। বর্তমানে এসব নিয়ম কার্যকর নেই।

তবে এখনও বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন সার্টিফিকেট প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উচিত কোভিড ভ্যাক্সিনের ডোজ সম্পূর্ণ করে ভ্যাক্সিন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে রাখা। বাংলাদেশে অথবা গন্তব্য দেশের বিমানবন্দরে তা প্রদর্শন করার প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া ফ্লাইটের অভ্যন্তরে মাস্ক পড়ে থাকার জন্য যাত্রীকে বলা হতে পারে।

১.৫.৩ গর্ভবতী নারীদের যাত্রী হিসাবে ভ্রমণ করতে হলে কী করতে হবে?

- ❖ কোন প্রকার জটিলতা না থাকলে এয়ারলাইন্সগুলি সাধারণত গর্ভধারণের ৩৬ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভবতী নারীকে যাত্রী হিসাবে ভ্রমণের অনুমতি দিয়ে থাকে। তবে কোন কোন এয়ারলাইন্সের পলিসি এক্ষেত্রে আরও কঠোর হতে পারে।
- ❖ গর্ভবতী নারীরা যাত্রী হিসাবে ভ্রমণের সময় রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের কাছে গর্ভাবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র সাথে রাখবেন। চেক-ইনের সময় এয়ারলাইন্স ফিট টু ফ্লাই সনদ প্রদান করার জন্য গর্ভবতী নারী যাত্রীকে বিমানবন্দর স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করতে পারবে।
- ❖ গর্ভাবস্থায় ভ্রমণ করার প্রয়োজন হলে আগেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। কত সময় উড়োজাহাজে বসে থাকতে হবে, কত সময় ট্রানজিটে কাটাতে হবে, বিদেশের সুপরিসর বিমানবন্দরে ট্রানজিটের সময় দীর্ঘ পথ হাটতে হতে পারে-এসব উল্লেখ করে চিকিৎসকের পরামর্শ চাওয়া উচিত।

- কোন কোন দেশে অন্য দেশের গর্ভবতী নাগরিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে। গন্তব্য দেশে যাত্রীর জন্য এরকম কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা তা জেনে নিতে হবে।

১.৫.৪ নবজাতক শিশুর ভ্রমণের জন্য কী নিয়ম অনুসরণীয়?

- নবজাতক শিশু সন্তানের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বে আকাশপথে ভ্রমণ করালে তার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। চিকিৎসকরা সাধারণত ৩ থেকে ৬ মাস বয়স হওয়ার পূর্বে নবজাতক শিশুকে আকাশপথে ভ্রমণ করাতে নিরুৎসাহিত করেন।
- যেসব শিশু হৃদযন্ত্র বা ফুসফুসের সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের ক্ষেত্রে আকাশপথে ভ্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
- নবজাতক শিশুকে ভ্রমণ করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে সব এয়ারলাইন্সের পলিসি অভিন্ন নয়। তার জন্য আলাদা টিকেট প্রয়োজন হতে পারে। এ বিষয়ে এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিতে হবে।
- নবজাতক শিশুর ভ্রমণের জন্য পাসপোর্ট ও জন্মসনদ প্রয়োজন হবে।
- হ্যান্ডলাগেজে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়া এবং বেবি স্ট্রলার বহন করার বিষয়ে সব এয়ারলাইন্স অভিন্ন পলিসি অনুসরণ করে না। এ বিষয়ে এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিতে হবে।

১.৫.৫ অপ্রাপ্ত বয়স্ক যাত্রীদের ক্ষেত্রে কী নিয়ম অনুসরণ করা হয়?

- ০২ (দুই) বছরের বেশি বয়সী সব শিশুর জন্য আলাদা টিকেটের প্রয়োজন হবে। এর চেয়ে কম বয়সী শিশুদের জন্য সব এয়ারলাইন্সের পলিসি অভিন্ন নয়।
- কত বছর বয়সী শিশুকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলা হবে সে বিষয়ে সব এয়ারলাইন্স একই পলিসি অনুসরণ করে না। দেশে ভেদে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী ব্যক্তিকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক (minor) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হতে পারে।
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু তার পিতা মাতা উভয়ে অথবা আইনগত অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সাথে অথবা একা অথবা পিতা মাতার মধ্যে যে কোন একজনের সাথে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ভ্রমণ করতে আসলে এয়ারলাইন্স তার পিতা মাতা উভয়ের লিখিত (নোটারাইজড) অনুমতি দাবি করতে পারে।
- সর্বাধিক কত বছর বয়সী শিশুকে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া একা ভ্রমণ করতে দেওয়া হবে সে বিষয়েও বিভিন্ন এয়ারলাইন্স বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করে। এ বয়সসীমা ১২ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

১.৫.৬ যাত্রীর জন্য হুইলচেয়ার প্রয়োজন হলে কী করতে হবে?

আকাশপথে যাত্রা শুরুর আগে, ট্রানজিট বিমানবন্দরে এবং গন্তব্য বিমানবন্দরে পৌঁছে যাত্রীকে অনেকটা পথ হাঁটতে হতে পারে। যাত্রীর জন্য হাঁটা কষ্টকর হবে বলে মনে করলে টিকেট ক্রয়ের সময় হুইলচেয়ার বুকিং দিতে হবে। সাধারণত হুইলচেয়ার বুকিংয়ের জন্য টিকেটের মূল্যের অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয়। তবে অনেক বিমানবন্দরে বিনামূল্যে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে যাত্রীদের হুইলচেয়ার সহায়তা দেওয়া হয়। হুইলচেয়ার সহায়তা পাওয়ার জন্য টিকেট ক্রয়ের সময় অথবা যাত্রা শুরুর দুই দিন আগেই এয়ারলাইন্সকে অনুরোধ করতে

হয়। সে অনুরোধের প্রেক্ষিতে এয়ারলাইন্স যাত্রীর ডিপারচার, ট্রানজিট ও এরাইভাল পর্যায়ে হুইলচেয়ার সহায়তা নিশ্চিত করে।

১.৬ হ্যান্ড লাগেজ:

১.৬.১ হ্যান্ড লাগেজ কী?

যে মালামাল হাতে নিয়ে যাত্রী উড়োজাহাজের কেবিনে প্রবেশের অনুমতি পাবেন তা হ্যান্ড লাগেজ বা হ্যান্ডক্যারি বা ক্যারি অন লাগেজ বা আনচেকড্ লাগেজ নামে পরিচিত। হ্যান্ড লাগেজ যাত্রীর নিজের হেফাজতে থাকে।

১.৬.২ হ্যান্ড লাগেজের সংখ্যা, ওজন এবং আকার কত হতে হবে?

- সাধারণভাবে এয়ারলাইন্সগুলি একজন যাত্রীকে এক পিস হ্যান্ড লাগেজ বহন করতে অনুমতি দেয়। ব্যাগসহ ল্যাপটপ কম্পিউটার এই এক পিসের অন্তর্ভূক্ত। তবে নারীদের ব্যবহৃত ছোট পার্স, ফ্লাইটে থাকাকালে ছোট শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বেবি ফুড, গায়ে দেওয়ার গরম কাপড়, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তিদের ব্যবহার্য ক্রাচ বা লাঠি, সীমিত পরিমাণ রিডিং ম্যাটারিয়াল এবং ডিউটি ফ্রি শপিং ব্যাগ উক্ত এক পিস হ্যান্ড লাগেজের অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও বহনের অনুমতি প্রদান করা হয়।
- সাধারণত আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের একজন যাত্রী সর্বাধিক ০৭ (সাত) কেজি ওজনের হ্যান্ড লাগেজ নিয়ে উড়োজাহাজের কেবিনে প্রবেশ করতে পারেন। যাত্রীর সাথে ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কেনাকাটার ব্যাগ থাকলেও তার হাতে বহনকৃত লাগেজের ওজন ০৭ (সাত) কেজির বেশি হতে পারবে না। তবে কোন কোন এয়ারলাইন্স বিজনেস ক্লাসের যাত্রীকে ০৭ (সাত) কেজির অতিরিক্ত হ্যান্ড লাগেজ বহনের সুযোগ দেয়।
- একজন যাত্রী সর্বাধিক ২০″ × ১৫″ × ১০″ আকারের হ্যান্ড লাগেজ বহন করার অনুমতি পেতে পারেন। হ্যান্ড লাগেজের আকৃতি অবশ্যই এমন হতে হবে যেন তা উড়োজাহাজের ওভারহেড কম্পার্টমেন্টের ভিতর অথবা যাত্রীর সামনের সিটের নীচে রাখা সম্ভব হয়।

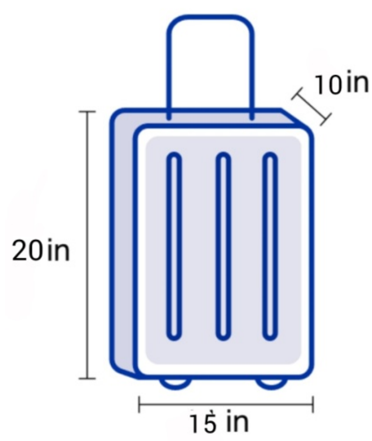

চিত্র: হ্যান্ড লাগেজ হিসাবে যাত্রী সর্বাধিক ২০″ × ১৫″ × ১০″ আকারের ট্রলিব্যাগ ব্যবহার করতে পারবেন।

১.৬.৩ হ্যান্ড লাগেজে কী কী নেওয়া উচিত?

- ❖ লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় এমন ইলেকট্রনিক ডিভাইস যাত্রী হ্যান্ড লাগেজে বহন করবেন। যেমন: পাওয়ার ব্যাংক, মোবাইল সেট, ল্যাপটপ, ট্যাব ইত্যাদি। এছাড়া অতিরিক্ত বা খুচরা লিথিয়াম ব্যাটারিও হ্যান্ড লাগেজে রাখতে হবে।
- ❖ মূল্যবান জিনিসপত্র যেমন: নগদ অর্থ, অলঙ্কার, স্বর্ণের বারসহ যে কোন মূল্যবান ধাতু ও পাথর, ক্যামেরা, হাত ঘড়ি ইত্যাদি হ্যান্ড লাগেজে রাখতে হবে।
- ❖ যেসব জিনিস হারালে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয় সেগুলিও হ্যান্ড লাগেজে রাখতে হবে। যেমন: দরজার চাবি ও গাড়ির চাবি, জরুরি কাগজপত্র, ব্যবসায়িক কাগজপত্র, পাসপোর্টসহ পরিচয়জ্ঞাপক অন্যান্য ডকুমেন্ট, জরুরি ঔষধপত্র।
- ❖ গন্তব্যে পৌঁছে তাৎক্ষণিকভাবে বুকিং লাগেজ না পেলে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, এ বিবেচনায় যাত্রী ন্যূনতম পরিমাণ ব্যবহার্য কাপড় চোপড়ও হ্যান্ড লাগেজে রাখতে পারেন।

১.৬.৪ হ্যান্ড লাগেজে কী কী নেওয়া নিষিদ্ধ?

- ❖ যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন সকল বস্তু, যেমন: ধারালো ও সূঁচালো যে কোন বস্তু, যে কোন প্রকারের ছুরি, কাঁচি, এন্টিকাটার, ধাতব কাটলারি আইটেম, সেফটি রেজার ব্যতীত অন্যান্য প্রকার রেজারের ব্লেড, সুঁই, লাইটার, ম্যাচ, করাত স্ক্রু ড্রাইভার, বেসবল বা ক্রিকেট ব্যাট, গল্ফ ক্লাব, ক্রিকেট বা হকি খেলার জন্য ব্যবহৃত শক্ত বল, খেলনা পিস্তল বা এর রেপ্লিকা, গুলতি, আতশবাজি, পটকা, শক্ত দড়ি, শক্তিশালী চুম্বক, যে কোন প্রকার এরোসল ইত্যাদি হ্যান্ড লাগেজে বহন করা নিষিদ্ধ।
- ❖ হ্যান্ড লাগেজে যে কোন তরল ১০০ মিলিলিটারের বেশি পরিমাণে বহন করা নিষিদ্ধ। টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, মাউথওয়াশ, লোশন, ক্রিম, ভ্যাসেলিন, হেয়ারজেল ইত্যাদি সর্বাধিক ১০০ মিলিলিটার পরিমাণে হ্যান্ডলাগেজে বহন করা যাবে। এসব অতিরিক্ত পরিমাণে বহন করার দরকার হলে বুকিং লাগেজে রাখতে হবে।
- ❖ যাত্রী হ্যান্ড লাগেজে ১০০ মিলিলিটারের বেশি পরিমাণ খাওয়ার পানিও বহন করতে পারবেন না। পান করার জন্য উড়োজাহাজে পানি সরবরাহ করা হবে। তবে ১০০ মিলিলিটারের এ নিষেধাজ্ঞা বেবিফুডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।
- ❖ এলকোহলিক বা নন এলকোহলিক বেভারেজ, সস, জ্যাম, জেলি, সিরাপ ইত্যাদি তরল (Liquid) এর আওতাভূক্ত বিধায় ১০০ মিলিলিটারের অধিক পরিমাণে হ্যান্ড লাগেজে বহন করা নিষিদ্ধ।
- ❖ প্রধানত তরল ও নরম প্রকৃতির, পেস্ট, ক্রিম বা জেল আকৃতির রান্না করা খাবার ১০০ মিলিলিটারের অধিক পরিমাণে হ্যান্ড লাগেজে বহন করা যাবে না।
- ❖ এয়ারলাইন্স যদি মনে করে যে, যাত্রীর বহনকৃত কোন মালামাল স্বাস্থ্যগত কারণে অথবা নিরাপত্তাজনিত কারণে অথবা ফ্লাইটের অন্যান্য যাত্রীদের সাচ্ছন্দের স্বার্থে বহন করতে দেওয়া সমীচীন হবে না, তবে তা বহনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে।

১.৬.৫ হ্যান্ড লাগেজের জন্য নির্ধারিত নিয়মকানুন লংঘন করলে কী সমস্যা হতে পারে?

- ❖ উড়োজাহাজের ওভারহেড কম্পার্টমেন্টে হ্যান্ড লাগেজ রাখার স্থান সীমিত। ফলে নির্ধারিত আকারের চেয়ে সামান্য বড় আকারের হ্যান্ড লাগেজও ফ্লাইটে নিতে বাধা দেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে ফ্লাইটের

প্রায় সব সিট যখন যাত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন সব যাত্রীর বহনকৃত হ্যান্ড লাগেজ ওভারহেড কম্পার্টমেন্টে রাখা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় যেসব যাত্রীর কাছে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের হ্যান্ড লাগেজ আছে তাদেরকে অনুরোধ করা হয় সামনের সিটের নীচে তা রাখার জন্য। অন্যদিকে যাদের হ্যান্ড লাগেজ নির্ধারিত সীমার চেয়ে বড় আকারের তাদের তা বুকিংয়ে দিয়ে দিতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। হ্যান্ড লাগেজে কোন মূল্যবান জিনিস থাকলে তা সরিয়ে ফেলার জন্য অনুরোধ করা হবে। এ পর্যায়ে অনেকে মূল্যবান জিনিস অপসারণ না করেই হ্যান্ড লাগেজ বুকিংয়ে দিয়ে দেন এবং গন্তব্যে পৌঁছে মূল্যবান জিনিস খোয়া গেছে দেখতে পান।

- ❖ নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত আকারের হ্যান্ড লাগেজ বহন করলে এয়ারলাইন্স তা বুকিংয়ে দিতে বাধ্য করার পাশাপাশি যাত্রীকে জরিমানাও করতে পারে।
- ❖ নির্দেশনা অমান্য করে হ্যান্ড লাগেজে ১০০ মিলিলিটারের অধিক পরিমাণ তরল বা আংশিক তরল প্রকৃতির খাবার বহন করলে সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় তা ফেলে দেওয়া হবে।
- ❖ ফ্লাইটের যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে এমন কিছু হ্যান্ড লাগেজে পাওয়া গেলে সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় তা ফেলে দেওয়া হবে।

১.৭ বুকিং লাগেজ:

১.৭.১ বুকিং লাগেজ কী?

চেক-ইনের সময় যাত্রীর সাথে থাকা যে মালামালে ব্যাগেজ আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ সংযুক্ত করে এয়ারলাইন্স তাদের নিজেদের হেফাজতে নেয়, তা বুকিং লাগেজ বা চেকড্ লাগেজ নামে পরিচিত। বুকিং লাগেজ স্ক্যানিং ও প্রয়োজনে নিরাপত্তা তল্লাশির পর উড়োজাহাজের কার্গো হোল্ডে প্রেরিত হয় এবং যাত্রী তার গন্তব্যে পৌঁছার পর ব্যাগেজ রিক্লেইম এরিয়ায় বেল্ট থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়। একজন যাত্রী ফ্রি ব্যাগেজ এলাওয়েন্স এর আওতায় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, ওজন ও আকারের লাগেজ বুকিং দিতে পারেন। নির্ধারিত হারে ট্যাক্স পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এর অতিরিক্ত লাগেজও বুকিং দিতে পারেন। তবে সাধারণভাবে বাজেট এয়ারলাইন্সের যাত্রীরা ট্যাক্স পরিশোধ না করে কোন লাগেজ বুকিংয়ে দিতে পারেন না।

১.৭.২ বুকিং লাগেজের সংখ্যা, ওজন ও আকার কেমন হবে?

- ❖ একজন যাত্রী সর্বাধিক কত পিস লাগেজ বুকিংয়ে দিতে পারবেন তা এয়ারলাইন্স, ফ্লাইটের রুট ও মৌসুমভেদে বিভিন্ন হতে পারে। যাত্রীদের আকর্ষণ করার জন্য এয়ারলাইন্স সাময়িকভাবে ট্যাক্স ছাড়া অতিরিক্ত লাগেজ বহনের সুযোগ দিতে পারে। টিকেট ক্রয়ের আগেই যাত্রীর উচিত কী পরিমাণ লাগেজ তার বহন করার প্রয়োজন হবে তা নির্ণয় করা। অত:পর তিনি এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিবেন কত ওজনের, কী আকারের, কত পিস লাগেজ ট্যাক্স ছাড়া বহন করা যাবে। যা Free Baggage Allowance নামে পরিচিত। এয়ারলাইন্সের Free Baggage Allowance সীমার অতিরিক্ত সংখ্যা ও ওজনের লাগেজ নিতে হলে কী হারে, কত পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হবে তা তাদের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।
- ❖ অধিকাংশ এয়ারলাইন্স এক বা দুই পিস লাগেজ কোন অতিরিক্ত চার্জ ছাড়া বহন করতে দেয়। তবে বাজেট এয়ারলাইন্সের যাত্রীরা শুধুমাত্র এক পিস হ্যান্ড লাগেজ নিতে পারেন। কোন লাগেজ বুকিংয়ে দিতে হলে তাদেরকে ট্যাক্স দিতে হয়।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতি পিস বুকিং লাগেজের ওজন ২০ (বিশ) কেজি অথবা ২৩ (তেইশ) কেজি হতে পারবে মর্মে উল্লেখ থাকে। ট্যাক্স দিয়ে এর অতিরিক্ত ওজনের লাগেজ বুকিং দেওয়ার অনুমতি পাওয়া যেতে পারে। তবে যারা লাগেজ ওঠানামার কাজ করেন তাদেরকে যাতে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে পড়তে না হয় সেজন্য কোন লাগেজের ওজন ৩১ (একত্রিশ) কেজির অধিক হতে পারবে না মর্মে বিধান থাকতে পারে।

- প্রতি পিস বুকিং লাগেজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সমষ্টি ৬২ ইঞ্চির অধিক হতে পারবে না। ২৭″ × ২১″ × ১৪″ মাপের ট্রলিব্যাগ ব্যবহার করে এ শর্ত পূরণ করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, ট্রলিব্যাগের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার সময় এর চাকাসহ দৈর্ঘ্য মাপতে হয়।

চিত্র: বুকিং লাগেজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সমষ্টি ৬২ ইঞ্চির অধিক হতে পারবে না। ট্রলিব্যাগের দৈর্ঘ্য মাপার সময় এর চাকাসহ মাপতে হবে।

১.৭.৩ বুকিং লাগেজে কী কী রাখা নিষিদ্ধ?

- লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় এমন কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস বুকিং লাগেজে রাখা নিষিদ্ধ। মোবাইল ফোন, ট্যাব, পাওয়ার ব্যাংক, বিদ্যুৎ চালিত শেভিং মেশিন, ইলেকট্রনিক সিগারেট, খেলনা, টর্চলাইট, ক্যামেরা, রিচার্জেবল ব্লুটুথ স্পিকার ইত্যাদির সাথে লিথিয়াম ব্যাটারি রয়েছে বিধায় বুকিং লাগেজে রাখা যাবে না। যাত্রী লাগেজ বুকিং দেওয়ার পর স্ক্যানিংয়ে এরকম জিনিস দেখা গেলে লাগেজ খুলে তা অপসারণ করে লাগেজ উড়োজাহাজে তোলা হবে। উল্লেখ্য যে, যাত্রীর বুকিং লাগেজ উড়োজাহাজের কার্গো হোল্ডে রাখা হয়। সেখানে লিথিয়াম ব্যাটারি থেকে আগুন ধরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ আশঙ্কা প্রতিরোধে লিথিয়াম ব্যাটারিযুক্ত জিনিস হ্যান্ড লাগেজে রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উড়োজাহাজের কেবিনে যাত্রীর সাথে থাকা হ্যান্ড লাগেজে আগুন ধরে গেলেও তা নেভানোর সক্ষমতা কেবিন ক্রুদের রয়েছে।
- এয়ারলাইন্সের Conditions of Carriage অনুযায়ী বুকিং লাগেজে মূল্যবান জিনিস, নগদ অর্থ, অলঙ্কার, মূল্যবান ধাতু ও পাথর, ইলেকট্রনিক ডিভাইস রাখা যাবে না। এরকম জিনিস বুকিং লাগেজে রাখতে হলে অবশ্যই চেক-ইনের সময় এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

- পারফিউম, ডিওডরেন্ট, বডি স্প্রে, লোশন, নেইল পলিশ, নেইল পলিশ রিমুভার, হেয়ার স্প্রে ইত্যাদি প্রসাধনী Flammable liquid বা দাহ্য তরল হিসাবে চিহ্নিত। এ ধরনের জিনিসের সর্বাধিক ৫০০ মিলিলিটার আয়তনের বোতল বুকিং লাগেজে বহন করা যাবে। একজন যাত্রী সর্বাধিক ২০০০ মিলিলিটার

অর্থাৎ দুই লিটার পরিমাণ এরকম প্রসাধনী বুকিং লাগেজে বহন করতে পারবেন। লাগেজ স্ক্যানিংয়ের সময় অধিক পরিমাণ Flammable liquid চিহ্নিত হলে লাগেজ খুলে তা অপসারণ করা যাবে।

- বিষাক্ত (Poisonous) বস্তু, যেমন: কীটনাশক; ক্ষয়কারক (Corrosive) বস্তু, যেমন: ড্রেন ক্লিনার ও ব্লিচ; দাহ্য (Flammable) তরল, যেমন: পেইন্ট ও এডহেসিভ; এরোসল, যেমন: এয়ার ফ্রেশনার ও স্প্রে পেইন্ট হ্যান্ড লাগেজ বা বুকিং লাগেজ উভয় স্থানেই বহন করা নিষিদ্ধ। স্ক্যানিংয়ে সনাক্ত হলে এ ধরনের জিনিস লাগেজ থেকে অপসারণ করার পূর্বে লাগেজ উড়োজাহাজে উঠানো হবে না।

আলোকচিত্র: কোন প্রসাধনীর বোতলেন গায়ে দাহ্য (Flammable) চিহ্ন অঙ্কিত আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। কোন বোতলে ৫০০ মিলিলিটারের অধিক পরিমাণ দাহ্য তরল থাকলে তা লাগেজে বহন করা যাবে না।

- বুকিং লাগেজে পঁচনশীল দ্রব্য বহনের বিষয়ে কোন কোন দেশ ও এয়ারলাইন্স কঠোর নীতি অনুসরণ করে। লাগেজে কাঁচা মাছ-মাংস, রান্না করা বা প্রসেসকৃত খাবার, শাক সবজী ও ফলমূল বহনে নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে। কোন কারণে লাগেজ ডেলিভারিতে বিলম্ব হলে এসব দ্রব্য পঁচে গিয়ে বিমানবন্দরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়।

- কোন কোন দেশে লাগেজে পান, সুপারি, জর্দা, গুল, তামাক আনয়নে নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে। অনেক দেশে গাছের চারা, বীজ ও শিকড় আনয়নে নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে। গন্তব্য দেশে এরকম কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা তা যাত্রী তার নিজ দায়িত্বে জেনে নিবেন।

১.৭.৪ কার্টন বা পোটলায় মালামাল বহন করলে কী সমস্যা হতে পারে?

অনেক যাত্রী মোটা কাগজের কার্টন বা পোটলায় মালামাল ভরে তা র‍্যাপিং করিয়ে নেন। এভাবে লাগেজ বহনের কারণে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়:

- চেক-ইনের পর উড়োজাহাজে তোলার আগে যাত্রীর বুকিং দেওয়া লাগেজ স্ক্যান করা হয়। র‍্যাপিং করা কার্টন বা পোটলা একবার খোলা হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে তা আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না।

- বিমানবন্দরে পৌঁছানোর আগে এবং বিমানবন্দর ত্যাগ করার পর কার্টন বা পোটলা বহন করা কষ্টসাধ্য।

- কার্টন বা পোটলা আকারের লাগেজ চেক-ইনের সময় এয়ারলাইন্সের কর্মীরা তাতে Limited release ট্যাগ লাগিয়ে দিতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে লাগেজটি কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এয়ারলাইন্স তার দায় নিবে না।

❖ অনিয়মিত আকারের লাগেজ চেক-ইনের পর বেল্টে দেওয়া হলে তা চলার পথে বেল্ট থেকে পড়ে যেতে পারে। বিদেশের সুপরিসর বিমানবন্দরে এভাবে পড়ে যাওয়া লাগেজ যাত্রীর সাথে উড়োজাহাজে তোলার সুযোগ থাকে না।

আলোকচিত্র: মোটা কাগজের কার্টন বা অনিয়মিত আকারের পোটলায় মালামাল বহন করলে যাত্রী বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

১.৭.৫ বুকিং লাগেজে কী ধরনের তালা ব্যবহার করা উচিত?

- লাগেজে তালা ব্যবহারের পূর্বে যাত্রীর জানা প্রয়োজন যে বিমানবন্দরে উড়োজাহাজের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা যাত্রীর অনুপস্থিতিতেও যে কোন বুকিং লাগেজ খুলে তল্লাশি করতে পারেন। তাদের বিবেচনায় লাগেজে থাকা কোন বস্তু উড়োজাহাজ ও যাত্রীর নিরাপত্তার জন্য সামান্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করলেও তা অপসারণ করতে পারেন। যাত্রী চেক-ইন করার সময় যে লাগেজ বুকিংয়ে দিবেন তা উড়োজাহাজে তোলার পূর্বে স্ক্যান করা হবে। স্ক্যানিংয়ে লাগেজে সন্দেহজনক কিছু আছে বলে মনে হলে অথবা সেরকম কিছু নেই বলে মনে হলেও দৈবচয়ন ভিত্তিতে কিছু লাগেজ খুলে তল্লাশি করা হবে। ছোট পরিসরের বিমানবন্দরে (যেমন: বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহে) যাত্রীকে ডেকে এনে তার উপস্থিতিতে লাগেজ খোলার রেওয়াজ থাকতে পারে। তবে পৃথিবীর বড় বড় বিমানবন্দরে চেক-ইনের পর লাগেজ খোলার সময় যাত্রীকে ডেকে এনে অবহিত করার সুযোগ থাকে না। এয়ারলাইন্সের Conditions of Carriage এ যাত্রীর অনুপস্থিতিতে লাগেজ খোলার বিষয়টি উল্লেখ থাকতে পারে। লাগেজ খুলে তল্লাশি করার বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করা যাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক।

- চেক-ইনের পর যাত্রীর অনুপস্থিতিতে লাগেজ খুলে তল্লাশি করা হতে পারে, এটা ধরে নিয়েই যাত্রীকে লাগেজের জন্য তালা বাছাই করতে হবে। তল্লাশির দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীরা যাত্রীর

অনুপস্থিতিতে তালা খুলে লাগেজ চেক করবেন এবং তল্লাশি শেষে লাগেজ তালাবদ্ধ করতে পারবেন এরকম সুযোগ করে দেওয়া সমীচীন। এজন্য লাগেজে টিপ তালা ব্যবহার পরিহার করতে হবে। এরকম তালা ব্যবহার করা হলে অনেক দেশের বিমানবন্দরে তালা কেটে লাগেজ তল্লাশি করা হয়। ফলে যাত্রী গন্তব্যে পৌঁছে তার লাগেজের তালা ভাঙ্গা দেখতে পান।

❖ লাগেজের তল্লাশি কাজে সহযোগিতা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের Transport Security Administration (TSA) অনুমোদিত তালা ব্যবহার করলে যে কোন বিমানবন্দরেই লাগেজের তালা কাটা বা ভাঙ্গা এড়ানো সম্ভব হতে পারে। মানসম্মত ট্রলিব্যাগে কম্বিনেশন লক থাকে। এ ধরনের লকের সাথে একটি ছিদ্র থাকে, যেখানে Master Key প্রবেশ করিয়ে বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এজেন্সি তালা খুলে ফেলতে পারে। ট্রলিব্যাগ ছাড়াও অন্য প্রকারের লাগেজে যাত্রী টিপ তালার পরিবর্তে TSA অনুমোদিত প্যাড লক ব্যবহার করতে পারেন। এরকম তালাতেও কম্বিনেশন লক থাকে এবং Master Key দিয়ে তা খুলে ফেলার সুযোগ থাকে। ফলে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এজেন্সি তালা না ভেঙ্গেই তল্লাশির কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

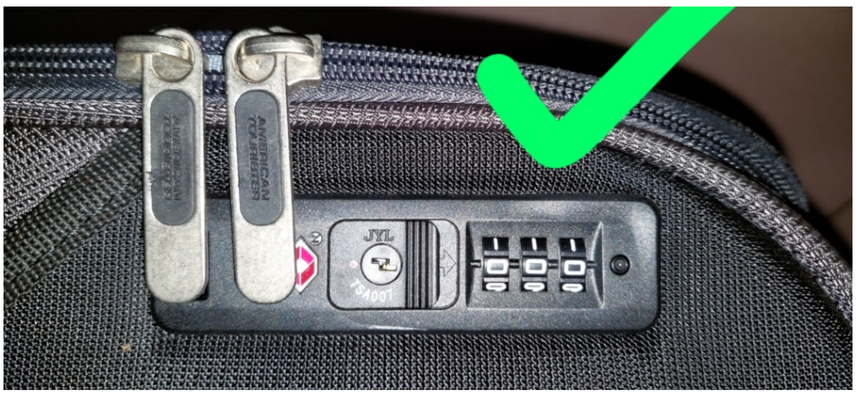

চিত্র : মানসম্মত ট্রলিব্যাগে কম্বিনেশন লক থাকে, যা TSA অনুমোদিত এবং কম্বিনেশন না জানা থাকলেও Master Key দিয়ে খুলে ফেলা যায়।

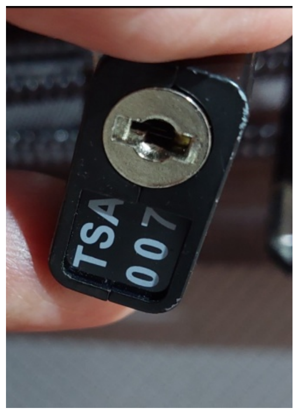

চিত্র : TSA অনুমোদিত প্যাড লকে কম্বিনেশন ব্যবহার করা যায় এবং Master Key দিয়ে তা খোলা যায়।

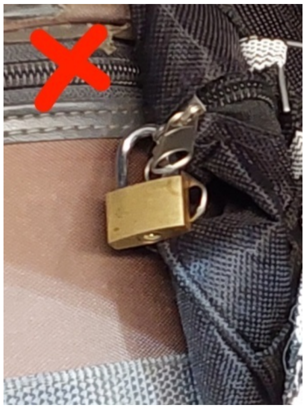

চিত্র : লাগেজে টিপ তালা ব্যবহার করা হলে বিমানবন্দরে উড়োজাহাজের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এজেন্সি তা ভেঙ্গে ফেলতে পারেন।

১.৮ লাগেজ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়:

১.৮.১ ট্যাক্স দিয়ে অতিরিক্ত ওজনের লাগেজ বহনে কী ধরনের ঝুঁকি থাকে?

এয়ারলাইন্স Free Baggage Allowance এর মধ্যে মালামাল বহনে যাত্রীদেরকে উৎসাহিত করে। এর অতিরিক্ত মালামাল নিলে যাত্রীকে Extra Baggage Tax (EBT) পরিশোধ করতে হবে। তবে অতিরিক্ত যে লাগেজের জন্য EBT পরিশোধ করা হয়েছে সে লাগেজ যাত্রীর সাথে একই উড়োজাহাজে পরিবহন করা হবে, এমন নিশ্চয়তা এয়ারলাইন্স নাও দিতে পারে। যখন কোন ফ্লাইটের অনেক যাত্রী ট্যাক্স দিয়ে অতিরিক্ত মালামাল নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হন তখন উড়োজাহাজের নিরাপদ উড্ডয়ন নিশ্চিত করতে এর অতিরিক্ত হিসাবে বুকিং দেওয়া লাগেজ ফেলে রেখে আসা হতে পারে। পরবর্তীকালে কোন সুবিধাজনক সময়ে এয়ারলাইন্স ঐ লাগেজ যাত্রীর গন্তব্যে পৌঁছে দিবে। অনেক এয়ারলাইন্সের Conditions of Carriage অংশে এ বিষয়টি লেখা থাকতে পারে।

১.৮.২ জরুরি কাগজপত্র ও লাগেজ হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?

- ❖ যাত্রী তার বিদেশ যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট, বসবাস, কাজ বা পড়াশোনা করার অনুমতি সংক্রান্ত প্রমাণপত্রের ফটোকপি ও সফটকপি তার বাড়িতে সংরক্ষণ করতে পারেন।
- ❖ লাগেজের উপর যাত্রী সুস্পষ্ট ইংরেজিতে তার নাম ঠিকানা লিখে রাখতে পারেন, যাতে একই রকমের দেখতে অন্য একটি লাগেজের মালিক ভুল করে তা নিয়ে না যান।

- ❖ পাসপোর্ট, টিকেট, বৈদেশিক মুদ্রা, মোবাইল ফোন ইত্যাদি হারানোর আশঙ্কা থাকলে যাত্রী বেল্টের মত কোমরে বেধে রাখা যায় এমন ছোট ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন।
- ❖ বুকিং দেওয়া লাগেজ হারিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যাত্রী তার বুকিং লাগেজ এবং এর ভিতরে রাখা জিনিসপত্রের ছবি তুলে রাখতে পারেন। তাতে করে লাগেজ হারানোর গেলে ক্ষতিপূরণ দাবি করা সহজতর হবে।

১.৮.৩ অন্যের লাগেজ বহন করলে কী সমস্যা হতে পারে?

- ❖ চেক-ইনের সময় যাত্রী যে মালামাল তার নিজের লাগেজ হিসাবে বুকিং দিবেন তার আইনগত দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তার উপরেই বর্তাবে। যাত্রী যদি অন্য কোন ব্যক্তির অনুরোধে তার কোন মালামাল নিজের লাগেজ হিসাবে বুকিং দেন এবং উৎস, ট্রানজিট বা গন্তব্য বিমানবন্দরে সে মালামালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন মোতাবেক বেআইনি কিছু সনাক্ত হয় তবে তার দায় যাত্রীকেই নিতে হবে।
- ❖ অন্যের দেওয়া লাগেজ গন্তব্য বিমানবন্দরে পৌঁছার পর তা বেল্ট থেকে গ্রহণ করার অধিকার শুধুমাত্র সে ব্যক্তিরই থাকবে, যার নামে তা বুকিং দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট যাত্রী সে লাগেজ বেল্ট থেকে গ্রহণ না করলে অন্য কোন ব্যক্তি বা যাত্রীর তা নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

১.৮.৪ ঔষধ বহনে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

যাত্রী তার নিজের ব্যবহার্য ঔষধ প্রেসক্রিপশনসহ বহন করতে পারেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বহন করা সমীচীন। কোন কোন ঔষধ সেবনে বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও যাত্রীর গন্তব্য দেশে নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে। তাছাড়া সেবনে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে।

১.৮.৫ পোষা প্রাণী বহনের নিয়ম কী?

- ❖ সব এয়ারলাইন্স পোষা কুকুর, বিড়াল বা পাখি পরিবহনের অনুমতি দেয় না। উড়োজাহাজের কার্গো হোল্ডে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সুবিধা থাকলে পোষা প্রাণী বহনের সুযোগ দেওয়া হতে পারে। তবে আকাশপথে যাত্রা সময় দীর্ঘ হলে এভাবে বহন করা পোষা প্রাণীর জন্য উপযোগী নাও হতে পারে।
- ❖ পোষা প্রাণী বহনের অনুমতি থাকলে যাত্রার পূর্বেই প্রাণীর টিকা ও স্বাস্থ্য সনদসহ উৎস ও গন্তব্য দেশের এনিমেল কোয়ারেন্টিন বিভাগের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
- ❖ কোন কোন এয়ারলাইন্স নির্ধারিত চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে উড়োজাহাজের কেবিনে নির্দিষ্ট আকারের খাঁচায় পোষা কুকুর বা বিড়াল বহনের অনুমতি দেয়। এক্ষেত্রে খাঁচাটি সিটের নীচে রাখতে হয়। ছোট আকারের কুকুর ও বিড়াল এভাবে পরিবহন করা সম্ভব।
- ❖ কিছু এয়ারলাইন্স সার্ভিস ডগ অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পেশাগত কাজে ব্যবহৃত কুকুর খাঁচা ছাড়াই কেবিনে যাত্রীর সিটের সামনে লেগ স্পেসে বহনের অনুমতি দিতে পারে।
- ❖ ফ্লাইটে কোন যাত্রীর কুকুরের বিষয়ে এলার্জি থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কেবিনে কুকুর বহনের অনুমতি নাও মিলতে পারে।

- ❖ কেবিনে বহনের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও এয়ারলাইন্স পোষা প্রাণীটির আচরণের উপর লক্ষ রাখবে। প্রাণীটি যথেষ্ট প্রশিক্ষিত নয় এবং যাত্রাপথে অন্য যাত্রীদের বিরক্তি সঞ্চার বা অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে বলে মনে হলে তা কেবিনে পরিবহন বারিত করা হতে পারে।

১.৮.৬ যাত্রী তার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য অলঙ্কার বহন করতে পারবেন কি?

বাংলাদেশ থেকে বহির্গমনকালে কোন প্রাপ্তবয়স্ক নারী যাত্রী পরিধান করে অথবা হ্যান্ড লাগেজের অংশ হিসাবে তার ব্যক্তিগত অলঙ্কার নিয়ে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে অলঙ্কারের ক্রয় রশিদ সাথে রাখা যেতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য অলঙ্কারের পরিমাণ অনেক বেশি হলে যাত্রী কমিশনার, কাস্টমস বরাবরে আবেদন করে অনুমতি গ্রহণ করবেন।

১.৮.৭ ড্রোন পরিবহনের ক্ষেত্রে কী নিয়ম অনুসরণ করতে হবে?

- ❖ ড্রোন পরিবহনের ক্ষেত্রে যাত্রী তার গন্তব্য দেশের আইনের আওতায় আসবেন। কী প্রকারের ড্রোন, কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে, কী ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি, কী উদ্দেশ্যে, কী শর্তে ওড়াতে পারবেন তা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হবে। কোন কোন দেশে বিদেশি নাগরিক কর্তৃক ড্রোন উড্ডয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হতে পারে। যাত্রীর কর্তব্য গন্তব্য দেশের আইন ভালোভাবে জেনে ড্রোন পরিবহন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- ❖ ড্রোন হ্যান্ড লাগেজে বহন করা সমীচীন। কোন কারণে তা বুকিং লাগেজে বহনের প্রয়োজন হলে এর ব্যাটারি খুলে হ্যান্ড লাগেজে নিতে হবে।
- ❖ বাংলাদেশে ড্রোন আনয়নের জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ হতে উড্ডয়নের আগাম অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। ড্রোনের স্পেসিফিকেশন ও ড্রোন চালকের তথ্যসহ কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

১.৮.৮ আগ্নেয়াস্ত্র পরিবহনের নিয়ম কী?

যাত্রী আগ্নেয়াস্ত্র বহন করলে বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনে প্রবেশের আগেই নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এজেন্সিকে অবহিত করতে হবে। তারা নির্ধারিত ফরমে আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র মালিকানার বৈধতার কাগজপত্র যাচাই করবেন। যাত্রী বিমানবন্দরে প্রবেশের পর থেকে শুরু করে গন্তব্য বিমানবন্দর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নেওয়ার সুযোগ পাবেন না।

১.৯ প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়:

১.৯.১ নতুন যাত্রীরা বিমানবন্দরে কোন সহায়তা পাবেন কি?

- ❖ বিদেশ যাওয়ার সময় বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ যাত্রী অথবা বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তি অথবা ছোট শিশু সাথে নিয়ে আসা নারী যাত্রীদের অর্থের বিনিময়ে সহায়তা করার জন্য বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ০৬ (ছয়)টি মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে টেলিফোনে অথবা অনলাইনে যোগাযোগ করে অগ্রিম বুকিং দেওয়ার সুযোগ আছে। বুকিং দেওয়া যাত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের কর্মী প্ল্যাকার্ডে যাত্রীর নাম লিখে বহির্গমন এলাকার ড্রাইভওয়েতে অপেক্ষা করবেন। এরপর তারা যাত্রীকে সাথে নিয়ে বহির্গমন কনকোর্স হলে প্রবেশ করবেন এবং লাগেজ বুকিংসহ চেক-ইন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবেন। কাজ শেষে তারা মানি রিসিটের মাধ্যমে যাত্রী প্রতি নির্ধারিত ফি গ্রহণ করবেন।

মিট এন্ড গ্রিট প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন নাম্বার ও ওয়েবসাইট
এমজিএ	+880 1974 44 45 55 +880 1822 99 11 11 www.mgabd.com
এয়ারপোর্ট হেল্প সার্ভিস লি:	+880 1915 61 98 02 +880 1942 22 00 83 www.airporthelpservice.com
ট্রাভেল শপ লি:	+880 1847 42 18 47 +880 1841 33 03 03 www.bimanholidays.com
গ্লোবাল এয়ারপোর্ট এ্যাসিস্টিং সার্ভিসেস লি:	+880 1976 33 34 44 +88 02 890 1251 +88 02 890 1250 www.globalair.com.bd
হেল্প লাইন লি:	+880 19 13 19 91 99 +880 19 13 66 55 44 +88 02 890 1248 +88 02 890 1249
শুভেচ্ছা	+880 1988 22 44 33 +880 1988 22 44 55 +88 02 890 1236 +88 02 890 1237 www.shubhechha.com.bd

❖ বিদেশ থেকে বাংলাদেশে ফেরত আসার সময়েও মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের সুযোগ আছে। যাত্রী বিদেশ থেকেই এরকম প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে অগ্রিম বুকিং দিবেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মী প্ল্যাকার্ডে যাত্রীর নাম লিখে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আগমনী ইমিগ্রেশন এলাকার শেষ প্রান্তে অপেক্ষা করবেন। অতপর ঐ কর্মী যাত্রীসহ মানি এক্সচেঞ্জে অথবা ব্যাংকে যাবেন, বেল্ট থেকে যাত্রীর লাগেজ সংগ্রহ করবেন এবং কাস্টমস এলাকার আনুষ্ঠানিকতা শেষে যাত্রীকে কার পার্কিং এলাকায় নিয়ে গাড়িতে তুলে দেওয়ার পূর্বে মানি রিসিটের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি গ্রহণ করবেন।

আলোকচিত্র: অগ্রিম বুকিং দেওয়া বিদেশ ফেরত যাত্রীকে অর্ভ্যথনা জানানোর জন্য মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিসের কর্মীরা আগমনী ইমিগ্রেশন এলকার শেষ প্রান্তে অপেক্ষা করবেন।

❖ বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত অনভিজ্ঞ যাত্রীদের বিনামূল্যে তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করার জন্য বিমানবন্দরে বহির্গমন এবং আগমনী এলাকায় হেল্প ডেস্ক আছে। হেল্প ডেস্কের কর্মীরা যাত্রী ইমিগ্রেশনে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিবেন। প্রয়োজনে বহির্গমন কার্ড পূরণেও সহায়তা করবেন।

আলোকচিত্র: বিমানবন্দরের বহির্গমন এলাকার হেল্প ডেস্ক।

১.৯.২ বিদেশ গমনের জন্য ইংরেজি জ্ঞান কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

যাত্রীকে টিকেটে বর্ণিত ফ্লাইট নাম্বার, তারিখ ও সময়, ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শিত ফ্লাইট নাম্বার, যাত্রা সময়, নির্ধারিত রো ও বোর্ডিং ব্রীজ নাম্বার এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার সময় চিহ্নিত করতে সমর্থ হতে হবে। তার যাত্রাপথে ট্রানজিট থাকলে ইংরেজি সাইনেজ পড়ে ট্রানজিট এলাকা, সেখানে যাওয়ার উপায়, ডিসপ্লে বোর্ড থেকে তার জন্য নির্ধারিত ফ্লাইটের গেইট নাম্বার ও সেখানে উপস্থিত হওয়ার স্থানীয় সময় চিহ্নিত করার সামর্থ্য থাকতে হবে। বিমানবন্দরের কর্মী ও উড়োজাহাজের কেবিন ক্রুদের কথা বুঝতে পারার সামর্থ্য থাকতে হবে। গন্তব্য দেশে পৌঁছে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের প্রশ্ন বুঝে জবাব দেওয়ার সামর্থ্য থাকতে হবে। আবশ্যক কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ইংরেজি না জানলে যাত্রী বিদেশ গমনের প্রতিটি ধাপে বিভ্রান্ত হবেন এবং বাংলা জানেন এমন ব্যক্তি সহায়তা কামনা করবেন। এভাবে তার বিদেশ গমন বাধাগ্রস্ত হওয়ারও আশঙ্কা থাকবে।

১.৯.৩ বিদেশগামী যাত্রীর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক কেন?

বিদেশগামী যাত্রীর জন্য স্মার্টফোন ব্যবহার করতে জানা অত্যাবশ্যক। অনেক দেশে পৌঁছার পর ইমিগ্রেশন শেষে যাত্রীকে ওয়াইফাই চালু করে ও স্মার্টফোন ব্যবহার করে একটি অনলাইন ফরম পূরণ করার দরকার হতে পারে। ফরম পূরণের সময় QR Code ব্যবহারসহ মোবাইল ক্যামেরায় পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদির ছবি তুলে আপলোড করতে হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে স্মার্টফোনে ঐ দেশের সরকারের চাহিত কোন এ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে সেখানে নিবন্ধন করার দরকার হতে পারে। এছাড়া ট্রানজিট ও গন্তব্য বিমানবন্দরে পৌঁছে স্থানীয় সময় নির্ধারণ এবং ওয়াইফাই ব্যবহার করে দেশে পরিবারের সাথে যোগাযোগের জন্যও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

২.০ বিমানবন্দরে যা করণীয়

২.১ আগমন:

২.১.১ বিমানবন্দরে কখন আসবো?

- আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের চেক-ইন কাউন্টার যাত্রা সময়ের এক ঘন্টা আগে বন্ধ করে দিতে হয়। সব দেশে একই নিয়ম অনুসৃত হয়। যাত্রা সময়ের অন্তত এক ঘন্টা সময় বাকি থাকতে যাত্রীকে তার ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত চেক-ইন কাউন্টারে ডিউটিরত কর্মীর কাছে উপস্থিত হতেই হবে। অন্যথায় চেক-ইন কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং যাত্রীকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করা সম্ভব হবে না।

- সাধারণত আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের চেক-ইন কার্যক্রম যাত্রা সময়ের তিন ঘন্টা আগে শুরু হয়। যাত্রীর উচিত চেক-ইন কাউন্টার বন্ধ হওয়ার আগ মুহূর্তে কাউন্টারে উপস্থিত হওয়ার প্রবণতা পরিহার করা।

- বিমানবন্দরে পৌঁছার পর নির্ধারিত চেক-ইন কাউন্টার পর্যন্ত পৌঁছাতে যাত্রীকে ধৈর্য্য সহকারে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হতে পারে। এ বিবেচনায় চেক-ইন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর পর অর্থাৎ যাত্রা সময়ের অন্তত: তিন ঘন্টা সময় বাকি থাকতে যাত্রীকে বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনাল এলাকায় উপস্থিত হওয়া উচিত।

- বিমানবন্দরের পথে রওনা হওয়ার সময় নির্ধারণের সময় সম্ভাব্য যানজট, বৈরী আবহাওয়া, যাত্রাপথে হঠাৎ সৃষ্ট সাময়িক প্রতিবন্ধকতার বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

- যেসব যাত্রী দূরবর্তী জেলা থেকে ঢাকায় এসে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে উঠতে ইচ্ছুক তাদের উচিত একদিন আগেই ঢাকায় চলে আসা। প্রবাসী কর্মীদের বিমানবন্দরের সন্নিকটে স্বল্প খরচে সাময়িকভাবে থাকার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড 'ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার' চালু করেছে।

যোগাযোগ নম্বর: ০১৩১০-৩৫০৫৫৫
এবং ০১৭৫৪-৭১৫৭২০

২.১.২ যথাসময়ে বিমানবন্দরে না পৌঁছালে কী ক্ষতি হবে?

- কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কাউন্টারে উপস্থিত হওয়া যাত্রীকে চেক-ইন করানোর কোন সুযোগ নেই। কাউন্টার বন্ধ করার পরও কাজ গুছিয়ে কাউন্টার ত্যাগ করার জন্য ডিউটিরত কর্মী কিছুটা সময় নিতে পারেন।
- বাজেট এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের টিকেট নন-রিফান্ডেবল হয়। যাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চেক-ইন কাউন্টারে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে টিকেটের জন্য পরিশোধিত মূল্য এয়ারলাইন্সের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। ফলে যাত্রী বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।
- শেষ মুহূর্তে চেক-ইন করতে আসা যাত্রী ওভার বুকিং এর ঝুঁকিতে থাকেন। ফলে যাত্রী ঐ ফ্লাইটে সিট নাও পেতে পারেন।
- লেগাসি ক্যারিয়ারের যাত্রীগণ নির্ধারিত সময়ে চেক-ইন কাউন্টারে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে No Show বলে বিবেচিত হন। অন্য দিনে যাত্রা সময় পুন:নির্ধারণ করার সুযোগ থাকলেও তাকে No Show চার্জ পরিশোধ করতে হবে।

২.১.৩ সাথে আসা আত্মীয় স্বজন কখন, কোথায় বিদায় নিবেন?

- বিদেশগামী এক বা দুইজন যাত্রীকে বিদায় জানাতে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির বিমানবন্দরে আগমন ও দীর্ঘ সময় অবস্থান করার প্রবণতা পরিহার করা উচিত। যাত্রীর সাথে আগত দর্শনার্থীরা যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিমানবন্দর ত্যাগ না করে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন। এর ফলে পরবর্তীকালে আগত বহির্গামী যাত্রীদের বিমানবন্দরে প্রবেশে বিলম্ব ঘটে।
- যে কোন যাত্রীর উচিত বাড়ি থেকেই বিদায় নিয়ে বিমানবন্দরে আসা। তাকে বিমানবন্দরে নামিয়ে দিতে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি আসতে পারেন। তাদের কর্তব্য বহির্গমন এলাকার প্রবেশপথে যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে অনতিবিলম্বে বিমানবন্দর ত্যাগ করা।

২.২ চেক-ইন:

২.২.১ চেক-ইন কাউন্টার পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছাব?

বিমানবন্দরে আগমনের পর থেকে চেক-ইন কাউন্টারে পৌঁছানো পর্যন্ত যাত্রী নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করবেন:

ধাপ ১:

বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনালের দোতলায় বহির্গমন ড্রাইভওয়েতে এসে যাত্রী একটি মনিটর দেখতে পাবেন। মনিটরে ঐ দিনের পরবর্তী কয়েক ঘন্টার বর্হিগামী আন্তর্জাতিক ফ্লাইটসমূহের ফ্লাইট নাম্বার, গন্তব্য এবং ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাব্য সময় দেখতে পাবেন।

ধাপ ২:

যাত্রী তার প্রয়োজন অনুসারে ট্রলি সংগ্রহ করবেন এবং তার সাথে থাকা মালামাল ট্রলিতে তুলবেন। অত:পর তিনি বহির্গমন কনকোর্স হলে প্রবেশের জন্য লাইনে দাঁড়াবেন এবং পাসপোর্ট ও টিকেট হাতে রাখবেন। প্রবেশপথে ডিউটিরত আনসার সদস্য পাসপোর্ট ও ঐ দিনের টিকেট দেখে নিশ্চিত হয়ে যাত্রীকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিবেন।

ধাপ ৩:

কনকোর্স হলে প্রবেশ করে যাত্রী তার সাথে থাকা মালামাল স্ক্যানারে দিবেন।

ধাপ ৪:

মালামাল স্ক্যানারে দিয়ে যাত্রী নিজে আর্চওয়ে দিয়ে অগ্রসর হবেন। ডিউটিরত আনসার সদস্য যাত্রীর দেহ তল্লাশি করবেন। নারী যাত্রীদের দেহ তল্লাশির জন্য নারী আনসার সদস্য ও পর্দাঘেরা আলাদা স্থান রয়েছে। তল্লাশি শেষে যাত্রী তার সকল কাগজপত্র ও মানিব্যাগ বুঝে পেয়েছেন কিনা নিশ্চিত হবেন। ভারি মালামাল তিনি পুনরায় ট্রলিতে উঠিয়ে নিবেন।

ধাপ ৫:

বহির্গমন কনকোর্স হলে যাত্রী পুনরায় মনিটরে চোখ রাখবেন। সেখানে প্রত্যেক ফ্লাইট নাম্বার ও গন্তব্যের পাশে চেক-ইন রো (অর্থাৎ A, B, C, D অথবা E) লেখা আছে।

ধাপ ৬:

যাত্রী তার ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত চেক-ইন রোতে যাবেন। সেখানে তিনি একাধিক এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট অথবা একই এয়ারলাইন্সের বিভিন্ন ফ্লাইটের চেক-ইন কার্যক্রম দেখতে পাবেন।

ধাপ ৭:

চেক-ইন রোতে অবস্থিত প্রতিটি কাউন্টারের উপরে মনিটরে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের লোগো, ফ্লাইট নাম্বার, গন্তব্য এবং কোন্ ক্লাসের যাত্রীরা সেখানে চেক-ইন করবেন তা লেখা থাকবে। এয়ারলাইন্সের কর্মীরা যাত্রীকে সঠিক লাইনে দাঁড়াতে সহায়তা করবেন।

২.২.২ চেক-ইন কাউন্টারে কী কী করা হবে?

ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্তত: ৬০ মিনিট বা এক ঘন্টা আগে যাত্রীকে সংশ্লিষ্ট চেক-ইন কাউন্টারে ডিউটিরত কর্মীর মুখোমুখি হতে হবে। অত:পর যাত্রী নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করবেন:

ধাপ ১:

যাত্রী তার গন্তব্যে পৌঁছার জন্য বৈধ টিকেটের মালিক কিনা তা পরীক্ষা করা হবে।

ধাপ ২:

যাত্রী তার গন্তব্য দেশ এবং যাত্রাপথে ট্রানজিট দেশ/দেশসমূহের চাহিদা অনুযায়ী সকল ট্রাভেল ডকুমেন্টস অর্থাৎ পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসা, পড়াশোনা/কাজ/বসবাসের অনুমতির প্রমাণপত্র, হোটেল বুকিং, বৈদেশিক মুদ্রা এনডোর্সমেন্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন কিনা তা ঐ দেশ/দেশসমূহের নির্দেশনা মোতাবেক যাচাই করা হবে। যাত্রীকে তার গন্তব্যে নিয়ে গেলে ঐ দেশের ইমিগ্রেশন কর্তৃক যাত্রীর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা নেই এই মর্মে এয়ারলাইন্স সন্তুষ্ট হলে তিনি বোর্ডিং পাস পাওয়ার উপযুক্ত মর্মে বিবেচিত হবেন।

ধাপ ৩:

যাত্রী সরাসরি ফ্লাইটে তার গন্তব্যে পৌঁছাবেন নাকি এক বা একাধিক ট্রানজিট নিয়ে পৌঁছাবেন তার উপর ভিত্তি করে তাকে এক বা একাধিক বোর্ডিং পাস প্রিন্ট করে দেওয়া হবে।

ধাপ ৪:

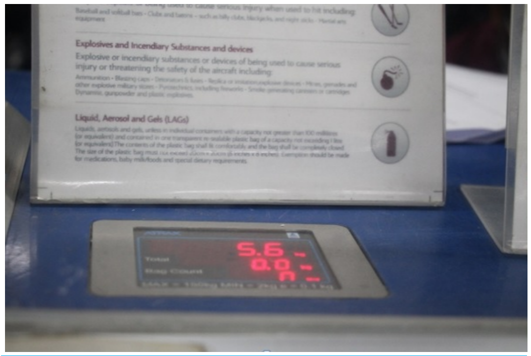

যাত্রী কোন লাগেজ বুকিংয়ে দিতে ইচ্ছুক হলে তা চেক-ইন কাউন্টারে ওজন করা হবে। যাত্রী এয়ারলাইন্সের Free Baggage Allowance সীমার অতিরিক্ত ওজনের বা সংখ্যার লাগেজ এনেছেন বলে দেখা গেলে তাকে এয়ারলাইন্স-নির্ধারিত হারে Extra Baggage Tax (EBT) প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মুদ্রায় EBT গ্রহণ করে এয়ারলাইন্স যাত্রীকে ইনভয়েস বুঝিয়ে দিবে।

Sharjah Aviation Services

Tax Invoice

TRN No. 100001121100003

Excess/Oversize Baggage

Till 10

Trans # 143168 19/02/2019 1:11:05 AM

User Id :- 40566

Descript	Qty	PRICE	Amount
EBT SERVICE CHGS	1	30.00	30.00
G90517-DHAKA	1	[illegible]	50.00

PNR # 97749232

SEQ # 165

Total	AED 80.00
	AED 0.00
VAT 5%	AED 0.00
NET TOTAL :	AED 80.00

Cash AED 100.00

Credit Card Amount 0.00

Paid AED 100.00 Change AED 20.00

Regret No Refund Policy

Tel : - +971 6 514 1154

Address: Sharjah Int'l Airport

চিত্র: স্থানীয় মুদ্রায় Extra Baggage Tax (EBT) গ্রহণ করার পর এয়ারলাইন্স প্রদত্ত ইনভয়েস এর নমুনা।

ধাপ ৫:

ওজন করার পাশাপাশি এয়ারলাইন্স কর্মী যাত্রীর বুকিং দেওয়া লাগেজের বাহ্যিক অবস্থা পরীক্ষা করবেন। লাগেজ যথাযথভাবে প্যাকিং না করায় খুলে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে, লাগেজে পঁচনশীল দ্রব্য থাকলে, হ্যান্ড লাগেজ কেবিনে নেওয়ার উপযুক্ত না হলে লাগেজে লিমিটেড রিলিজ ট্যাগ লাগিয়ে তাতে যাত্রীর স্বাক্ষর নেওয়া হতে পারে।

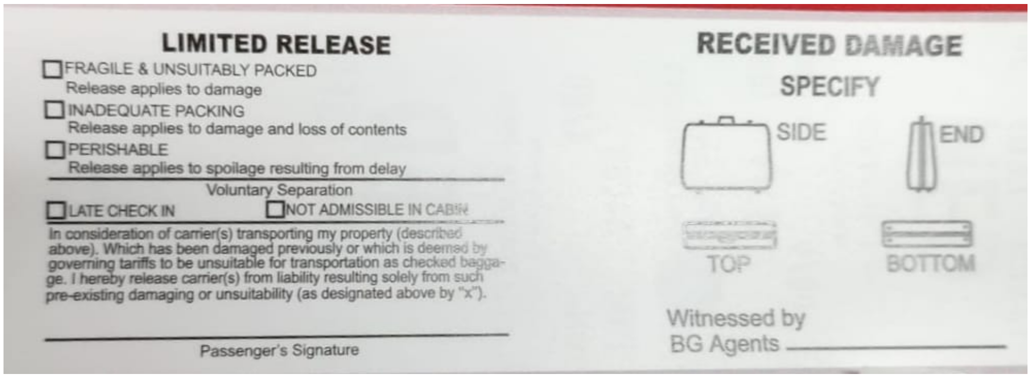

চিত্র: লিমিটেড রিলিজ ট্যাগ এর নমুনা।

ধাপ ৬:

বুকিং দেওয়া লাগেজের তথ্যসহ লাগেজ ট্যাগ যাত্রীর বোর্ডিং পাসে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে। শেষ গন্তব্য বিমানবন্দরে পৌঁছে লাগেজ যথাযথভাবে বুঝে নেওয়ার আগ পর্যন্ত এ লাগেজ ট্যাগ সংরক্ষণ করতে হবে।

চিত্র: যাত্রীর বোর্ডিং পাসে সংযুক্ত করে দেওয়া লাগেজ ট্যাগ এর নমুনা।

যাত্রীর বুকিং দেওয়া লাগেজের গায়েও একটি ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হবে যেখানে যাত্রীর নাম, ফ্লাইট নাম্বার, তারিখ, গন্তব্য, যাত্রা বিরতির স্থান (যদি থাকে), বুকিং দেওয়া লাগেজের সংখ্যা ও ওজন বর্ণিত থাকে।

চিত্র: বুকিং দেওয়া লাগেজের গায়ে সংযুক্ত করে দেওয়া ট্যাগ এর নমুনা।

২.৩ চেক ইন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়:

২.৩.১ লাগেজ র‍্যাপিং করতে হবে কি?

❖ যাত্রী চেক-ইনের সময় যে লাগেজ বুকিংয়ে দিচ্ছেন তা উৎস, ট্রানজিট এবং গন্তব্য বিমানবন্দরে অনেকটা পথ পরিভ্রমণ করবে। এ পথ পরিভ্রমণের সময় লাগেজ খুলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলে মনে করলে যাত্রী লাগেজ র‍্যাপিং করিয়ে নিতে পারেন। বিমানবন্দরের বহির্গমন টার্মিনালে কয়েকটি অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত চার্জের বিনিময়ে বিদেশগামী যাত্রীদের লাগেজ র‍্যাপিং করে থাকে।

- লাগেজ র‍্যাপিং করা সত্ত্বেও উড়োজাহাজে তোলার আগে তা নিরাপত্তা স্ক্যানিং করা হবে। স্ক্যানিংয়ে লাগেজে সন্দেহজনক কিছু আছে বলে মনে হলে র‍্যাপিং খুলে তা পরীক্ষা করা হতে পারে।

২.৩.২ বুকিং দেওয়া লাগেজ কি খুলে দেখা হয়? কী প্রক্রিয়ায় তা করা হয়?

- যাত্রী চেক-ইন কাউন্টারে লাগেজ বুকিং দেওয়ার পর তাতে ট্যাগ লাগিয়ে বেল্টে ছেড়ে দেওয়া হয়। লাগেজ উড়োজাহাজে উঠানোর আগে যাত্রীর অনুপস্থিতিতে যে স্ক্যানিং করা হয় তা হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং নামে পরিচিত। উড়োজাহাজ ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন কিছু লাগেজে আছে বলে সন্দেহ হলে লাগেজ খোলার প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে লাগেজের ট্যাগে পরিচয় দেখে যাত্রীকে খুঁজে ডেকে আনা হয় এবং তার উপস্থিতিতে লাগেজ খুলে দেখা হয়। লাগেজ খোলা এবং লাগেজে থাকা কোন আইটেম অপসারণ করার প্রয়োজন হলে তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে যাত্রীর স্বাক্ষর নেওয়া হয়।
- লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে যাত্রীকে ডেকে এনে তার উপস্থিতিতে লাগেজ খোলার রেওয়াজ থাকলেও পৃথিবীর বড় বড় বিমানবন্দরগুলিতে যাত্রীর অনুপস্থিতিতেই লাগেজ খোলা হয় এবং প্রয়োজনে কোন আইটেম অপসারণ করা হয়।

২.৩.৩ অনলাইন চেক-ইন কীভাবে করা হয়?

- কোন কোন এয়ারলাইন্স চেক-ইন কাউন্টারের ভিড় এড়িয়ে যাত্রীকে অনলাইন চেক-ইন করার সুযোগ দিতে পারে। এক্ষেত্রে যাত্রী বিমানবন্দরে তার ফ্লাইটের চেক-ইন শুরু হওয়ার পূর্বেই অনলাইনে তার পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রেরণ করবেন এবং তিনি যে লাগেজ বুকিং দিতে ইচ্ছুক তা এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে জমা দিয়ে ট্যাগিং করাবেন। যাত্রী তার বোর্ডিং পাস অনলাইনে গ্রহণ করবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরাসরি ইমিগ্রেশন কাউন্টারে উপস্থিত হবেন।

- তবে যে ক্ষেত্রে গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী চেক-ইনের সময় যাত্রী ও তার বিভিন্ন ডকুমেন্ট সরাসরি যাচাই করার প্রয়োজন হয় সেসব ক্ষেত্রে অনলাইন চেক-ইনের সুযোগ প্রদান করা হয় না।
- বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটের চেক-ইন কার্যক্রম শুরু হয়ে যাওয়ার পর অনলাইন চেক-ইন করার সুযোগ পাওয়া যাবে না।
- কোন কোন এয়ারলাইন্স অনলাইন চেক-ইনের জন্য ফি ধার্য করতে পারে।

২.৩.৪ কোড শেয়ার ফ্লাইট কী? কোড শেয়ার ফ্লাইটের যাত্রীরা কী করবেন?

প্রতিটি এয়ারলাইন্সকে দুটি ক্যারেক্টার দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে BG, এমিরেটস এয়ারলাইন্সকে EK, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সকে SQ ইত্যাদি। এটি Airline Designator Code বা Airline Code নামে পরিচিত। কোড শেয়ারিং বলতে দুটি এয়ারলাইন্সের মধ্যে বিদ্যমান এমন একটি সমঝোতামূলক ব্যবস্থা নির্দেশ করে যেখানে একটি এয়ারলাইন্স তার নিজস্ব Airline Code এর অধীনে তার যাত্রীদের কাছে অন্য এয়ারলাইন্সটির ফ্লাইটের টিকেট বিক্রি করতে পারে।

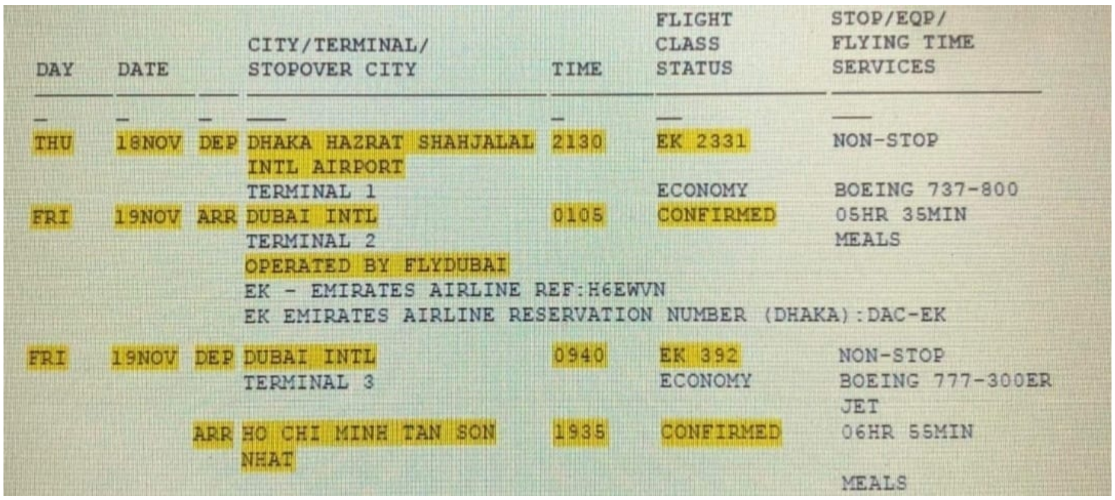

DAY	DATE		CITY/TERMINAL/ STOPOVER CITY	TIME	FLIGHT CLASS STATUS	STOP/EQP/ FLYING TIME SERVICES
THU	18NOV	DEP	DHAKA HAZRAT SHAHJALAL INTL AIRPORT TERMINAL 1	2130	EK 2331 ECONOMY	NON-STOP BOEING 737-800
FRI	19NOV	ARR	DUBAI INTL TERMINAL 2 OPERATED BY FLYDUBAI EK - EMIRATES AIRLINE REF:H6EWVN EK EMIRATES AIRLINE RESERVATION NUMBER (DHAKA):DAC-EK	0105	CONFIRMED	05HR 35MIN MEALS
FRI	19NOV	DEP	DUBAI INTL TERMINAL 3	0940	EK 392 ECONOMY	NON-STOP BOEING 777-300ER JET
		ARR	HO CHI MINH TAN SON NHAT	1935	CONFIRMED	06HR 55MIN MEALS

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ফ্লাই দুবাই এবং এমিরেটস এয়ারলাইন্সের মধ্যে কোড শেয়ারিং চুক্তি আছে। এমিরেটস তাদের কোড শেয়ার পার্টনার ফ্লাই দুবাই এর ফ্লাইটে EK কোডের অধীনে টিকেট বিক্রির সুযোগ পায়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এমিরেটস, ফ্লাই দুবাইয়ের সাথে এয়ারলাইন কোড শেয়ার করেছে এবং ফ্লাই দুবাইয়ের ঢাকা-দুবাই গামী একটি ফ্লাইটকে EK 2331 নামে চিহ্নিত করে তাতে টিকেট বিক্রি করেছে। ফলে এমিরেটস এর যাত্রী ফ্লাই দুবাই কর্তৃক পরিচালিত ফ্লাইটে ঢাকা থেকে দুবাই পর্যন্ত পৌঁছাবেন এবং দুবাই থেকে এমিরেটস এর নিজস্ব ফ্লাইট EK 392 যোগে হোচিমিন সিটি যাবেন।

কোড শেয়ার ফ্লাইটের যাত্রীরা তাদের যাত্রাপথে এক বা একাধিক ট্রানজিট নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবেন। তাদের যাত্রাপথের সব অংশে একই এয়ারলাইন্সের কোড উল্লেখ করা থাকলেও কোন কোন অংশে Operated by হিসাবে অন্য এয়ারলাইন্সের নাম উল্লেখ থাকবে। সেক্ষেত্রে যাত্রীকে বিমানবন্দরে পৌঁছে অন্য এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে এসে চেক-ইন করতে হবে। অথবা ট্রানজিটে এসে অন্য এয়ারলাইন্স (Operated by হিসাবে যার নাম উল্লেখ করা আছে) এর ফ্লাইটে উঠবেন। এখানে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত টিকেটে এমিরেটস এর যাত্রী ঢাকায় বিমানবন্দরে পৌঁছে ফ্লাই দুবাইয়ের কাউন্টারে গিয়ে চেক-ইন করবেন।

২.৩.৫ বোর্ডিং পাসে কী তথ্য থাকে?

- ❖ বোর্ডিং পাসে যাত্রীর নাম, ফ্লাইট নাম্বার, কোথা থেকে কোথায় যাবেন, কোন্ শ্রেণির টিকেটের যাত্রী, কোন্ সিটে বসবেন এবং কত ওজনের কতটি লাগেজ বুকিং দিয়েছেন তা উল্লেখ থাকবে।
- ❖ যেসব যাত্রী এক বা একাধিক ট্রানজিট নিয়ে ভ্রমণ করছেন তাদেরকে একসাথে একাধিক বোর্ডিং পাস ইস্যু করা হতে পারে।

- ❖ যাত্রীকে স্থানীয় সময় কত ঘটিকায় উড়োজাহাজে প্রবেশের জন্য বোর্ডিং গেইটে পৌঁছাতে হবে তা বোর্ডিং পাসে উল্লেখ থাকে।

- ❖ বড় আকারের উড়োজাহাজে সব যাত্রীকে এক সাথে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। যাত্রীর আসনের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন জোনে বিভক্ত করা হয়। বোর্ডিং পাসে জোন উল্লেখ করা থাকে। পর্যায়ক্রমে সকল জোনের যাত্রীকে উড়োজাহাজে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করা হয়।

- ❖ যাত্রা সময়ের ঠিক কত মিনিট আগে উড়োজাহাজে প্রবেশের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে তা বোর্ডিং পাসে উল্লেখ করা থাকে।

<u>চিত্র:</u> ঢাকা-দোহা-লন্ডন-বেলফাস্ট রুটে যাত্রা শুরু করা যাত্রীকে একসাথে প্রদত্ত তিনটি বোর্ডিং পাসের নমুনা।

২.৩.৬ এয়ারলাইন্স যাত্রীকে বোর্ডিং পাস প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করতে পারে কি?

ICAO Annex 9 (Fifteenth Edition, October 2017) এর Standard 3.34 অনুযায়ী যাত্রী তার ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী সকল ডকুমেন্টস এনেছেন কিনা তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এয়ারলাইন্সের উপরে ন্যস্ত। যাত্রীকে তার গন্তব্যে পরিবহন করে নিয়ে গেলে যাত্রাপথে ট্রানজিট দেশে অথবা চূড়ান্ত গন্তব্যে বিমানবন্দর/ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাত্রীর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা আছে বলে মনে হলে এয়ারলাইন্স তাকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করতে অপারগতা প্রকাশ করতে পারে।

২.৩.৭ কী কী কারণে বোর্ডিং পাস প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা হয়?

নিম্নবর্ণিত কারণে এয়ারলাইন্স একজন যাত্রীকে বোর্ডিং পাস প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করতে পারে:

- ✓ যাত্রা সময়ের অন্তত: এক ঘন্টা আগে চেক-ইন কাউন্টারে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হওয়া;
- ✓ গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী পাসপোর্টের মেয়াদ অন্তত: ছয় মাস না থাকা;
- ✓ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চেক-ইন কাউন্টার বন্ধ হওয়ার পূর্বেই যাত্রীর তথ্য গন্তব্য দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণপূর্বক এয়ারলাইন্সের কাছে Ok to Board না পৌঁছা;
- ✓ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রানজিট ভিসা না থাকা;
- ✓ ভ্রমণ ভিসায় রিটার্ন টিকেট, হোটেল বুকিং, প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার এনডোর্সমেন্ট না থাকা;
- ✓ উৎস থেকে ট্রানজিট হয়ে চূড়ান্ত গন্তব্য পর্যন্ত যাত্রাপথের সকল অংশের টিকেট কনফার্ম না থাকা;
- ✓ যাত্রীর পাসপোর্ট, ভিসাসহ অন্যান্য কাগজপত্র ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী না হওয়া।

২.৩.৮ ফ্লাইট ছাড়তে বিলম্ব হলে অথবা বাতিল হলে যাত্রীর প্রাপ্য অধিকার কী হবে?

- ❖ যেসব সমস্যার কারণে নির্ধারিত সময়ে ফ্লাইট ছাড়তে বিলম্ব হয় অথবা ফ্লাইট বাতিল করতে হয়, সেসব সমস্যার সমাধান এয়ারলাইন্সের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে, আবার তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূতও হতে পারে।

- ❖ রক্ষণাবেক্ষণ বা চেকিংয়ের সময় উড়োজাহাজে টেকনিক্যাল সমস্যা সনাক্ত হওয়া অথবা কর্মী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার কারণে ফ্লাইট ছাড়তে বিলম্ব বা বাতিল হলে তার সমাধান এয়ারলাইন্সের নিয়ন্ত্রণাধীন মর্মে বিবেচনা করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে এয়ারলাইন্সের কর্তব্য:

- ✓ যাত্রীদের ফ্লাইট বিলম্ব বা বাতিলের কারণ সম্পর্কে অবহিত করা।
- ✓ ফ্লাইট ছাড়ার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও যদি দীর্ঘ সময় যাত্রীদের অপেক্ষমাণ রাখতে হয় এবং তখন লাঞ্চ বা ডিনারের সময় হয়, তবে যাত্রীদের বিনামূল্যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা।
- ✓ বিলম্বকাল যদি এমন হয় যে যাত্রীদের সারারাত অপেক্ষমাণ রাখতে হয় তাহলে বিনামূল্যে তাদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা।
- ✓ কানেক্টিং ফ্লাইট রয়েছে অথবা যথাসময়ে গন্তব্যে না পৌঁছালে জরুরি কাজ ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন যাত্রীদের বিকল্প ফ্লাইটের ব্যবস্থা করে দেওয়া।
- ✓ যাত্রী চাইলে তাকে টিকেটের অর্থ রিফান্ড প্রদান করা।

- ❖ প্রতিকূল আবহাওয়া, নিরাপত্তার অভাব অথবা সরকার বা বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার কারণে ফ্লাইট বিলম্বিত বা বাতিল করতে হলে তা এয়ারলাইন্সের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত মর্মে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে

- ✓ এয়ারলাইন্স যাত্রীদের ফ্লাইট বিলম্ব বা বাতিলের কারণ সম্পর্কে অবহিত করবে।
- ✓ যাত্রীরা এয়ারলাইন্সের নিকট হতে খাদ্য, পানীয়, হোটেলে অবস্থানের সুযোগ বা রিফান্ড প্রাপ্য হবেন না। তবে এয়ারলাইন্স যাত্রীদের বিকল্প যাত্রার ব্যবস্থা করে দিবে।

২.৩.৯ ওভারবুকিং কী? এক্ষেত্রে যাত্রীদের অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা হবে?

- ❖ অনেক সময় দেখা যায় যে যাত্রীরা বিভিন্ন কারণে তাদের যাত্রার জন্য নির্ধারিত দিনে যেতে পারেন না। প্রায় প্রতি ফ্লাইটেই এরকম কিছু যাত্রী যেতে ব্যর্থ হন। নন রিফান্ডেবল বা প্রমোশনাল অফারের টিকেট না হলে ঐ যাত্রীরা পরবর্তীকালে নতুন করে টিকেট না কিনে শুধু No Show চার্জ দিয়ে তাদের সুবিধাজনক সময়ে যেতে পারেন। কিন্তু যেদিন তারা যেতে পারলেন না সেদিন তাদের সিট অন্য কোন আগ্রহী যাত্রীকে বিক্রি করার সুযোগ থাকে না। এয়ারলাইন্সগুলি তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে সিট সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশি টিকেট বিক্রি করতে পারে। সারা বিশ্বেই এয়ারলাইন্সগুলিকে এভাবে অতিরিক্ত টিকেট বিক্রির আইনগত বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সচরাচর সমস্যা না হলেও কখনও কখনও সিট সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক যাত্রী চেক-ইন করতে আসেন। ফলে শেষ পর্যায়ে চেক-ইন করতে কাউন্টারে আগত যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করা সম্ভব হয় না। এ সমস্যাকে ওভারবুকিং বলা হয়।
- ❖ ওভারবুকিংয়ের কারণে এয়ারলাইন্স যে যাত্রীকে বোর্ডিং পাস দিতে পারে না তাকে বিকল্প ব্যবস্থায় যাওয়ার সুযোগ করে দিতে বাধ্য থাকে। বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে ব্যর্থ হলে যাত্রীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান রয়েছে।
- ❖ ওভারবুকিং সমস্যা এড়াতে যাত্রীর উচিত শেষ সময়ে চেক-ইন করতে আসার প্রবণতা পরিহার করা।

২.৪ বহির্গমন কার্ড:

২.৪.১ বহির্গমন কার্ড কী?

বোর্ডিং পাস হাতে পাওয়ার পর এবং ইমিগ্রেশনে যাওয়ার পূর্বে যাত্রীকে তার নাম, জন্মতারিখ, পাসপোর্ট নাম্বার, ফ্লাইট নাম্বার, ভিসা নাম্বার ও ভিসার ধরন ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর ও তারিখ দিয়ে যে কার্ডটি পূরণ করতে হয় তা বহির্গমন কার্ড (Departure Card) নামে পরিচিত। যাত্রী এটি পূরণ করে ইমিগ্রেশন ডেস্কে জমা প্রদান করেন।

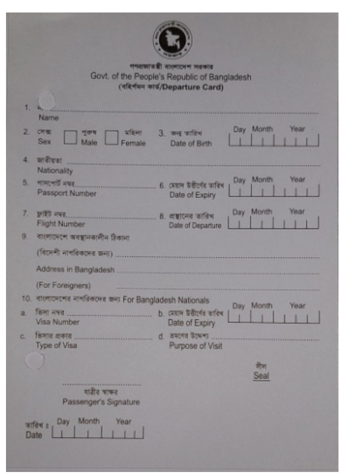
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
(বহির্গমন কার্ড/Departure Card)

1. নাম .... Name
2. লিঙ্গ Sex ☐ পুরুষ Male ☐ মহিলা Female
3. জন্ম তারিখ Date of Birth — Day Month Year
4. জাতীয়তা .... Nationality
5. পাসপোর্ট নম্বর .... Passport Number
6. মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ Date of Expiry — Day Month Year
7. ফ্লাইট নম্বর .... Flight Number
8. প্রস্থানের তারিখ Date of Departure — Day Month Year
9. বাংলাদেশে অবস্থানকালীন ঠিকানা (বিদেশী নাগরিকদের জন্য) .... Address in Bangladesh (For Foreigners) ....
10. বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য For Bangladesh Nationals
a. ভিসা নম্বর .... Visa Number
b. মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ Date of Expiry — Day Month Year
c. ভিসার প্রকার .... Type of Visa
d. ভ্রমণের উদ্দেশ্য .... Purpose of Visit

সীল Seal

.... যাত্রীর স্বাক্ষর Passenger's Signature

তারিখ : Date — Day Month Year

চিত্র: বহির্গমন কার্ডের নমুনা।

২.৪.২ বহির্গমন কার্ড পূরণে স্বল্পশিক্ষিত যাত্রী কোন সহায়তা পাবেন কি?

যাত্রী তার পাসপোর্ট, টিকেট ও ভিসা দেখে বহির্গমন কার্ডে চাহিত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করতে পারবেন। স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর যাত্রীরা এ কার্ডটি পূরণের জন্য বহির্গমন কনকোর্স হলে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক অথবা হেল্প ডেস্কের কর্মীদের সহায়তা নিতে পারেন। তারা বিনা পয়সায় কার্ডটি পূরণ করে দিবেন। এছাড়া যারা বৈধভাবে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সি কার্ডটি পূরণ করে যাত্রীর সাথে দিয়ে দিতে পারে।

২.৫ ইমিগ্রেশন:

২.৫.১ ইমিগ্রেশনে কখন যাবো?

বোর্ডিং পাস হাতে নিয়ে যাত্রী যাত্রা সময়ের অন্তত: চল্লিশ মিনিট সময় বাকি থাকতে ইমিগ্রেশন ডেস্কে দাঁড়াবেন। বোর্ডিং পাস পাওয়ার পর পুনরায় আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলা, খাবার খাওয়া বা অন্য কোন কাজ

করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সরাসরি ইমিগ্রেশন এলাকায় প্রবেশ করতে হবে। পিক আওয়ারে ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইন থাকতে পারে। ফলে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স পেতে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে। ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স শেষে নিরাপত্তা চেকিং পয়েন্টে আসার পরও হাতে অন্তত: ত্রিশ মিনিট সময় অবশিষ্ট থাকতে হবে।

২.৫.২ ইমিগ্রেশনে কী কী দেখা হয়?

❖ ইমিগ্রেশন ডেস্কে যাত্রীর পাসপোর্ট, ভিসা, কাজ/বসবাস/পড়াশোনার অনুমতিপত্র পরীক্ষা করে দেখা হবে।

❖ পরীক্ষান্তে যাত্রীর কাগজপত্র যথাযথ আছে বলে মনে হলে তার তথ্য এন্ট্রি করা হয়, ক্যামেরায় তার ছবি তোলা হয় এবং পাসপোর্টে বহির্গমন সিল প্রদান করা হয়।

❖ যারা কাজের জন্য বিদেশ যাচ্ছেন তারা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ অনুসরণ করে যাচ্ছেন কিনা তা যাচাই করা হতে পারে।

❖ পর্যটক বা শিক্ষার্থী হিসাবে আগত কোন যাত্রীর কাগজপত্র যাচাই করে এবং তার সাথে কথা বলে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যদি নিশ্চিত হয় যে পর্যটক হিসাবে নির্ধারিত ভ্রমণসূচি শেষে তিনি দেশে ফিরে আসবেন না অথবা স্টুডেন্ট ভিসা থাকলেও তিনি নিয়মিত পড়াশোনার সাথে সম্পৃক্ত নন তবে তাকে অফলোড করা হতে পারে।

❖ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যাত্রীর ভিসা বা কাজ/বসবাসের অনুমতিপত্র যাচাইয়ের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রযুক্তিগত সহায়তা নিতে পারে।

❖ কোন ব্যক্তির বিদেশ গমনের বিষয়ে এখতিয়ার সম্পন্ন বিজ্ঞ আদালত অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা আছে মর্মে তথ্য থাকলে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

❖ ইমিগ্রেশন পুলিশ যদি সংশ্লিষ্ট থানা বা আদালতের মাধ্যমে অবহিত হয় যে কোন যাত্রী ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত এবং তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে তাহলে তাকে তারা আটক করতে পারবেন।

❖ ইমিগ্রেশন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত যাত্রীদের লাগেজ ইতোমধ্যে উড়োজাহাজে লোড করা হতে পারে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তখন এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগক্রমে যাত্রীর লাগেজ উড়োজাহাজ থেকে নামিয়ে তা ফেরত প্রদানের উদ্যোগ নেয়।

২.৫.৩ ইমিগ্রেশনের পর কী কী করা যাবে?

ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তির পর এবং বোর্ডিং গেইটে উপস্থিত হওয়ার আগে হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকলে যাত্রী নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করতে পারেন:

- ✓ ইমিগ্রেশন এলাকায় অবস্থিত খাবারের দোকান বা রেস্তোরা থেকে তিনি খাবার কিনে খেতে পারেন। বাজেট এয়ারলাইন্সের যাত্রীরা টিকেটের মূল্যের সাথে খাবারের মূল্য পরিশোধ করে না থাকলে ফ্লাইটে খাবার পাবেন না। তারা উড়োজাহাজে প্রবেশের আগে খেয়ে নিতে পারেন।
- ✓ যাত্রী তার পাসপোর্ট দেখিয়ে ডিউটি ফ্রি শপে কেনাকাটা করতে পারেন। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন ক্রয়কৃত পণ্যসহ তার হ্যান্ড লাগেজের ওজন ০৭ (সাত) কেজির অধিক না হয়। তাছাড়া যাত্রী তার গন্তব্যে পৌঁছার পর এ পণ্য সে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় আসবে।
- ✓ যাত্রী লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত হলে বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত লাউঞ্জে অবস্থান করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে যাত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তিনি যথাসময়ে বোর্ডিং গেইটে চলে আসেন।
- ✓ যাত্রী ইমিগ্রেশন এলাকায় অবস্থিত নামাজের স্থান বা বেবি কেয়ার সেন্টারের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

- ✓ উড়োজাহাজের টয়লেটে পানি ব্যবহারের সুযোগ নেই। সে বিবেচনায় যাত্রী বোর্ডিং গেইটে উপস্থিত হওয়ার আগে টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন। নামাজ পড়ার প্রয়োজনে ওযু করে নিতে পারেন।

- ✓ উড়োজাহাজের ভিতরে ধূমপান করা নিষিদ্ধ। ফ্লাইটের পুরো সময়ে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকা কঠিন হবে বলে মনে করলে যাত্রী বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার পূর্বে স্মোকিং জোন ব্যবহার করতে পারেন।

২.৬ বোর্ডিং গেইটে উপস্থিতি ও নিরাপত্তা চেকিং:

২.৬.১ বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার জন্য যাত্রীকে ডাকা হবে কি?

অনেক সময় যাত্রীরা রেস্তোরা বা লাউঞ্জ বা ডিউটি ফ্রি শপে অবস্থানকালে সময়ের দিকে লক্ষ রাখেন না। কেউ কেউ ইমিগ্রেশন এলাকার চেয়ারে অপেক্ষমাণ থাকা অবস্থায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সঙ্গত কারণেই তারা ফ্লাইট মিস করেন। সাধারণত এয়ারলাইন্সের কর্মীগণ বোর্ডিং গেইটের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে এয়ারলাইন্সের নাম ও গন্তব্য উল্লেখ করে ইমিগ্রেশন এলাকায় অপেক্ষমাণ যাত্রীদের ডাকাডাকি করেন যা Paging নামে পরিচিত। তবে পৃথিবীর অনেক বিমানবন্দরেই করা হয় না। কোন এয়ারলাইন্স Paging করে যাত্রীদের বোর্ডিং গেইটে হাজির করাতে আইনত বাধ্য নয়। বরং যাত্রীর নিজেরই দায়িত্ব হচ্ছে যথাসময়ে বোর্ডিং গেইটে উপস্থিত হওয়া।

২.৬.২ বোর্ডিং গেইট থেকে কীভাবে উড়োজাহাজে প্রবেশ করতে হবে?

বোর্ডিং গেইটে উপস্থিত হওয়ার পর থেকে উড়োজাহাজে প্রবেশ করা পর্যন্ত যাত্রী নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করবেন:

ধাপ ১: বোর্ডিং গেইট চিহ্নিতকরণ:

যাত্রী ইমিগ্রেশন এলাকার মনিটরে চোখ রাখবেন। সেখানে প্রতি ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত বোর্ডিং গেইট নাম্বার উল্লেখ করা আছে।

ধাপ ২: বোর্ডিং গেইটে উপস্থিতি:

বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার পথে যাত্রী দিক নির্দেশনা অনুসরণ করবেন। নির্ধারিত বোর্ডিং গেইটে এসে তিনি মনিটরে এয়ারলাইন্সের লোগো, ফ্লাইট নাম্বার, যাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় ও গন্তব্য দেখতে পাবেন।

ধাপ ৩: ডকুমেন্ট পরীক্ষা:

এয়ারলাইন্সের কর্মী যাত্রীর পাসপোর্ট, ভিসা ও বোর্ডিং পাস পুন:পরীক্ষা করে তাকে সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য লাইনে দাঁড়ানোর অনুমতি প্রদান করবেন।

ধাপ ৪: হ্যান্ড লাগেজ ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র হস্তান্তর:

যাত্রী তার হ্যান্ড লাগেজটি স্ক্যানারে দিবেন। এর পাশাপাশি তিনি তার মোবাইল, ল্যাপটপ, চার্জার, ঘড়িসহ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি এবং কোট, ব্লেজার, জ্যাকেট, বেল্ট, জুতা, মানিব্যাগ ও ঘড়ি খুলে ট্রে তে রাখবেন স্ক্যান করানোর জন্য। সিকিউরিটি চেকিংয়ে জুতা খুলতে হয় বলে এমন জুতা পড়ে বিমানবন্দরে আসা উচিত যা সহজে খোলা ও পরা যায়।

ধাপ ৫: দেহ তল্লাশিতে সহযোগিতা:

যাত্রী তার কোট, বেল্ট, জুতা, মোবাইল, চাবি ইত্যাদি ছাড়া আর্চওয়ে দিয়ে প্রবেশ করবেন। এ সময় ডিউটিরত আনসার সদস্য যাত্রীর দেহ তল্লাশি করবেন। তল্লাশি শেষে যাত্রী তার পাসপোর্ট, টিকেট, বোর্ডিং পাসসহ জরুরি কাগজপত্র বুঝে পেয়েছেন কিনা নিশ্চিত হবেন। নারী যাত্রীদের দেহ তল্লাশি করার জন্য পর্দা দিয়ে ঘেরা স্থানে নারী আনসার সদস্য থাকবেন।

ধাপ ৬: লাগেজ তল্লাশিতে সহযোগিতা:

যাত্রীর হ্যান্ড লাগেজে ছুরি, কাঁচি, সুঁই, ম্যাচ, লাইটার, ১০০ মিলিলিটারের অধিক পরিমাণ লিকুইড, যাত্রী ও ক্রুদের বিরক্তি সঞ্চার হয় বা তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোন জিনিস আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য লাগেজ খুলে তল্লাশি করা হয় এবং মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। নিরাপত্তা চেকিংয়ের পুরো প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা যাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। প্রাইভেসির দোহাই দিয়ে হ্যান্ড লাগেজ চেকিংয়ে অস্বীকৃতি জানানোর কোন সুযোগ নেই। চেকিংয়ের কোন পর্যায়ে অসহযোগিতা করলে যাত্রী ফ্লাইটে প্রবেশ করতে পারবেন না।

ধাপ ৭: হোল্ডিং লাউঞ্জে অপেক্ষা ও উড়োজাহাজে প্রবেশ:

দেহ তল্লাশি ও লাগেজ তল্লাশি শেষে যাত্রী তার হ্যান্ড লাগেজ ও ডকুমেন্টস বুঝে নিয়ে হোল্ডিং লাউঞ্জে প্রবেশ করবেন এবং সেখানে কিছু সময় অবস্থান করবেন। যাত্রী যে উড়োজাহাজে আরোহন করবেন তা Wide body অথবা Narrow body হতে পারে। Wide body উড়োজাহাজের দরজা বোর্ডিং ব্রীজের মাধ্যমে হোল্ডিং লাউঞ্জের সাথে সংযুক্ত করা হয়। যাত্রী লাউঞ্জ থেকে হেঁটে বোর্ডিং ব্রীজ হয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশ করেন। সব যাত্রী একসাথে উড়োজাহাজে প্রবেশের সুযোগ নাও পেতে পারেন। উড়োজাহাজের ভিতরে যাত্রীর সিটের অবস্থান বিবেচনায় একে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়। পর্যায়ক্রমে সকল জোনের যাত্রীদের উড়োজাহাজে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করা হয়। এ সময় সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশ করা সমীচীন। পক্ষান্তরে, Narrow body উড়োজাহাজসমূহ সাধারণত দূরে পার্কিং করা হয় এবং যাত্রীদেরকে হোল্ডিং লাউঞ্জ

থেকে Ramp bus এ উঠিয়ে উড়োজাহাজের সিড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। হুইলচেয়ারের যাত্রীরা উড়োজাহাজের দরজা পর্যন্ত হুইলচেয়ার সুবিধা পেয়ে থাকেন।

২.৬.৩ বোর্ডিং গেইটের নিরাপত্তা তল্লাশি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে কী ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন?

- ❖ বোর্ডিং গেইটে যাত্রীর হ্যান্ড লাগেজের সংখ্যা, আকার ও ওজন পরীক্ষা করে দেখা হবে। অতিরিক্ত ওজন বা আকারের লাগেজ বুকিংয়ে দিয়ে দিতে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।
- ❖ হ্যান্ড লাগেজে যেসব জিনিস বহন করা নিষিদ্ধ তা লাগেজে অথবা যাত্রীর কাছে পাওয়া গেলে অপসারণ করা হবে।
- ❖ বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিদ্যমান বিধি নিষেধ যাত্রী অনুসরণ করেছেন কিনা তা বোর্ডিং গেইটে পরীক্ষা করে দেখা হতে পারে।

বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে হ্যান্ড লাগেজ প্রস্তুত করে যাত্রীর বিমানবন্দরে আসা উচিত।

৩.০ উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে এবং ট্রানজিট সময়ে করণীয় ও বর্জনীয়

৩.১ উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে:

৩.১.১ উড়োজাহাজের ভিতরে কীভাবে আসন গ্রহণ করবো?

- ❖ উড়োজাহাজের প্রবেশপথে কেবিন ক্রু যাত্রীকে স্বাগত জানাবেন। যাত্রী তার বোর্ডিং পাস দেখিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবেন।
- ❖ বোর্ডিং পাসে সিট নাম্বার মুদ্রিত থাকে। কেবিন ক্রুদের সহায়তায় যাত্রী তার নির্ধারিত সিট চিহ্নিত করবেন।

- ❖ সিটে বসার পর যাত্রী তার সামনে সিট বেল্ট বেধে রাখার নির্দেশনা চিহ্ন দেখতে পাবেন। সিট বেল্ট বাধা ও খোলার নিয়ম জেনে নিয়ে যাত্রী বেল্ট বেধে নিবেন। উড়োজাহাজ আকাশে থাকাকালে যখনই লাল রঙে সিট বেল্ট বেধে রাখার নির্দেশনা চিহ্ন দেখা যাবে তখনই বেল্ট বেধে রাখতে হবে।

- ❖ উড়োজাহাজ উড্ডয়ন (take off) এর সময় আবশ্যিকভাবে সিট বেল্ট বেধে রাখতে হবে। এ সময় টয়লেটে যাওয়া যাবে না। মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেকট্রিক ডিভাইস চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে। যাত্রী তার সিটটি হেলানো অবস্থায় না রেখে সোজা অবস্থায় রাখবেন। জানালার পাশে বসলে যাত্রী Window Shade উপরে উঠিয়ে রাখবেন।

❖ যাত্রী তার সামনের সিটের পকেটে জরুরি অবস্থায় করণীয় বিষয়ে সেফটি কার্ডে দিক নির্দেশনা পাবেন।

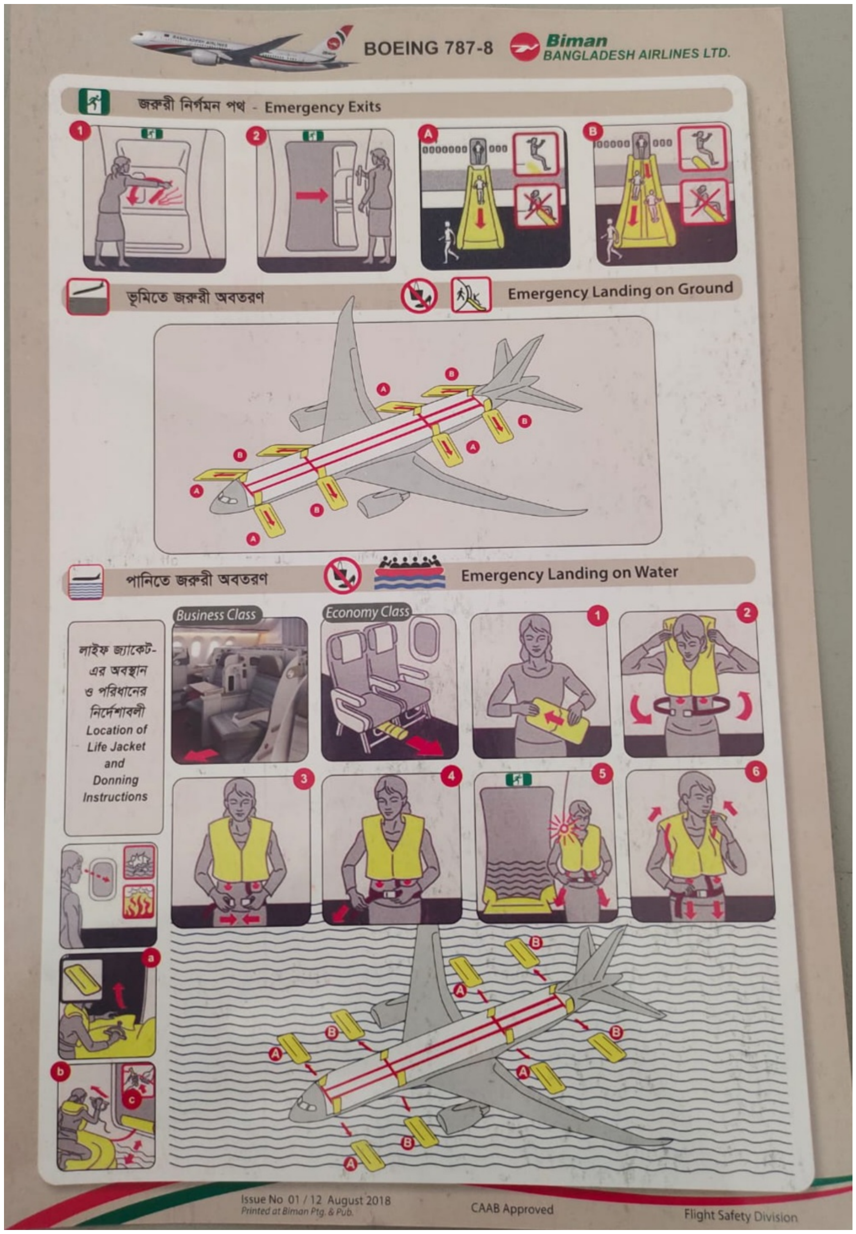

৩.১.২ হ্যান্ড লাগেজ কীভাবে রাখতে হবে?

❖ সিটে বসার আগে যাত্রী তার হ্যান্ড লাগেজ ওভারহেড কম্পার্টমেন্টে রাখবেন। তবে ফ্লাইট যাত্রীতে পরিপূর্ণ হলে এবং যাত্রীর হ্যান্ডলাগেজের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হলে কেবিন ক্রু লাগেজটি সামনের সিটের নীচে রাখার নির্দেশনা দিতে পারেন।

❖ ওভারহেড কম্পার্টমেন্টে অথবা সামনের সিটের নীচে ছাড়া অন্য কোথাও মুক্ত অবস্থায় হ্যান্ড লাগেজ রাখা যাবে না।

৩.১.৩ খাবার গ্রহণের সময় কী নিয়ম মানতে হবে?

❖ কতক্ষণ আকাশে থাকতে হবে তার উপর নির্ভর করে ফ্লাইটে এক বা একাধিকবার খাবার পরিবেশন করা হয়। তবে বাজেট এয়ারলাইন্সের যাত্রীগণ টিকেটের মূল্যের সাথে আলাদা চার্জ না দিলে খাবার পাবেন না।

❖ খাবার পরিবেশন করার জন্য যাত্রীর সামনের সিটের পিছনে ভাজ করে রাখা একটি টেবিল ব্যবহৃত হবে।

❖ কোন কোন ফ্লাইটে যাত্রীর চাহিদার ভিত্তিতে এলকোহল পরিবেশন করা হয়। তবে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় এলকোহল সেবনের অভ্যাস না থাকলে ফ্লাইটে এলকোহল পান ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এলকোহল পানের পর যে কোন অসঙ্গত আচরণের দায় যাত্রীকেই নিতে হবে এবং এর জন্য শাস্তিও পেতে হতে পারে।

- ❖ খাওয়া শেষে খাবারের প্যাকেট, টিস্যু, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট খাবার উড়োজাহাজের মেঝেতে ফেলা যাবে না। কিছুক্ষণ পর কেবিন ক্রু এসে তা সংগ্রহ করবেন।

৩.১.৪ যাত্রীদের কাছে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশিত?

- ❖ ফ্লাইটে এসি কাজ করছে না, খাবারের মান ভাল না, কেবিন ক্রু সহযোগিতা করছেন না ইত্যাদি অজুহাতে অনেক যাত্রী ফ্লাইটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে শাস্তির মুখোমুখি হন। এয়ারলাইন্সের সেবার মান সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য তাদের ওয়েবসাইটে স্থান নির্ধারিত আছে। ফ্লাইটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ না করে সেখানে অভিযোগ দাখিল করা সমীচীন।
- ❖ কিছু যাত্রী ফ্লাইটে নারী কেবিন ক্রু অথবা নারী যাত্রীদের সাথে অশোভন আচরণ করেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এড়ানোর জন্য এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত।
- ❖ ফ্লাইটের অভ্যন্তরে ধূমপান নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উড়োজাহাজের টয়লেটে Smoke detector থাকায় সেখানে ধূমপান করলেও ধরা পড়ে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। ফ্লাইটের সম্পূর্ণ সময়ে ধূমপান করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩.১.৫ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করলে কী হবে?

- ❖ বাংলাদেশের যে কোন বিমানবন্দর অভিমুখী উড়োজাহাজে অবস্থানকালে যাত্রীদের জন্য বিমান নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭ প্রযোজ্য হয়। অন্যান্য দেশেও এ আইনের অনুরূপ আইন আছে। এ আইন মোতাবেক উড়োজাহাজের ক্যাপ্টেন এবং কেবিন ক্রুগণ আকাশে থাকা অবস্থায় নিরাপত্তা বিরোধী আচরণে লিপ্ত যাত্রীকে নিবৃত করা এবং অবতরণের পর তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার এখতিয়ারপ্রাপ্ত। ফ্লাইটে যাত্রী যে কোন প্রকারের গুরুতর অসঙ্গাত আচরণ করলে তা রিপোর্ট করা এবং উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে যাত্রীর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে।
- ❖ যাত্রী কেবিন ক্রুদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে, তাদের আক্রমণ করলে, অন্য যাত্রীর সাথে অসঙ্গাত আচরণ করলে, কেবিন ক্রুদের নির্দেশনা না মানলে এয়ারলাইন্স তাকে কালো তালিকাভুক্ত করতে পারে। অর্থাৎ ঐ যাত্রী ভবিষ্যতে আর ঐ এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করতে পারবেন না।
- ❖ যাত্রী কেবিন ক্রুদের নির্দেশনা না মেনে অসঙ্গাত আচরণ করা অব্যাহত রাখলে কেবিন ক্রুগণ প্রয়োজনে অন্য যাত্রীদের সহায়তায় বল প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ যাত্রীকে নিবৃত করার এখতিয়ার রাখেন।
- ❖ ফ্লাইট অবতরণের পর এয়ারলাইন্স অসঙ্গাত আচরণে লিপ্ত যাত্রীকে বিমানবন্দরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এজেন্সির কাছে তুলে দিতে পারে।

৩.১.৬ টার্বুলেন্স কী? এক্ষেত্রে যাত্রীদের করণীয় কী?

- ❖ আকাশে থাকা অবস্থায় উড়োজাহাজ সব সময় স্থির নাও থাকতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঝড়ের মধ্যে, এমনকি ভাল আবহাওয়াতেও উড়ন্ত উড়োজাহাজ সামান্য বা অধিক পরিমাণে কাপতে পারে, আন্দোলিত হতে পারে, হঠাৎ কিছু দূর পর্যন্ত নীচে পড়ে গিয়ে আবার স্থির হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। এ ঘটনা টার্বুলেন্স (Turbulance) নামে পরিচিত।
- ❖ টার্বুলেন্স এর মাঝে পড়ে অনভিজ্ঞ যাত্রী ভীষণ ভীত হয়ে পড়তে পারেন। তবে টার্বুলেন্স একটি স্বাভাবিক বিষয়। এর কারণে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম। উড়োজাহাজের পাইলটগণ

টার্বুলেন্স মোকাবিলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অনেক ক্ষেত্রে তারা টার্বুলেন্স এড়ানোর ক্ষমতা রাখেন। প্রত্যেক যাত্রীর এ বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন।

- ❖ টার্বুলেন্সের আশঙ্কা থাকলে যাত্রীদের সিট বেল্ট বেধে বসে থাকতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যাত্রীরা যাতে আহত না হন এজন্য তাদের হ্যান্ড লাগেজগুলি ওভারহেড কম্পার্টমেন্ট ও সামনের সিটের নীচে রাখা জরুরি। এছাড়া টার্বুলেন্স চলাকালে টয়লেটে যেতে নিষেধ করা হয়।

৩.১.৭ উড়োজাহাজের টয়লেট ব্যবহার করবো কীভাবে?

- ❖ উড়োজাহাজে যাত্রী সংখ্যার তুলনায় টয়লেট সংখ্যা সীমিত রাখা হয়। কোন কোন মডেলের উড়োজাহজাজে প্রতি ৫০ (পঞ্চাশ) জন যাত্রীকে একটি টয়লেট শেয়ার করতে হতে পারে। তবে সাধারণভাবে প্রতি ২৫ (পঁচিশ) জন যাত্রীর জন্য একটি টয়লেট থাকে। নারী ও পুরুষের জন্য টয়লেট আলাদা করা থাকে না। দীর্ঘ যাত্রাপথে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে অনেক যাত্রী টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হতে পারে।

- ❖ টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে যাত্রী নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পারেন:

✓ যাত্রীর সিটের সামনে অবস্থিত টয়লেটে কেউ আছেন কিনা তা তার সিটে বসে থেকেই বুঝতে পারবেন। টয়লেটের ভিতরে লোক থাকলে দেয়ালে লাল রঙের সংকেত এবং টয়লেট খালি থাকলে সবুজ রঙের সংকেত দেখা যাবে।

- ✓ একইভাবে টয়লেটের দরজাতেও লাল ও সবুজ রঙের সংকেত দেখা যাবে। টয়লেটের ভিতরে লোক থাকলে লাল রঙের সংকেত এবং টয়লেট খালি থাকলে সবুজ রঙের সংকেত দেখা যাবে।

- ✓ টয়লেট খালি থাকলে টয়লেটের দরজার মাঝ বরাবর হাত চিহ্নিত স্থানে সামান্য চাপ দিলেই দরজা খুলে যাবে।

- ✓ টয়লেটের ভিতর প্রবেশ করে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দেওয়ার পরই টয়লেটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলো জ্বলে উঠবে।

- ✓ উড়োজাহাজের টয়লেটের ভিতর স্বল্প জায়গায় একটি কমোড, একটি ছোট বেসিন এবং ব্যবহৃত টিস্যু ফেলার জন্য বিন থাকে। বেসিনে কল থেকে আসা সামান্য পানি ব্যতীত অন্য কোনভাবে পানি ব্যবহারের সুযোগ নেই।

- ✓ টয়লেটে ড্রাই এবং ওয়েট টিস্যু ব্যবহারের জন্য ডিস্পেন্সার আছে।

- ✓ ব্যবহৃত টিস্যু ও স্যানিটারি ন্যাপকিন কমোডে ফেলা নিষিদ্ধ। এগুলি বিনে ফেলতে হবে।

- ✓ কমোডের পিছনে ফ্লাশ বাটন আছে। টয়লেট ব্যবহার শেষে বাটনটিতে সামান্য চাপ দিলেই টয়লেট ফ্লাশ হয়ে যাবে।

❖ উড়োজাহাজের টয়লেটে কমোডের পিছনে একটি টেবিল ভাজ করা অবস্থায় থাকে। এ টেবিলটি খুলে ছোট শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

৩.১.৮ ফ্লাইটের অভ্যন্তরে যাত্রীদের বিনোদনের জন্য কী ব্যবস্থা থাকে?

- ❖ সিটে বসে থাকা অবস্থায় আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের যাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের ইন-ফ্লাইট সার্ভিস উপভোগ করতে পারেন। তবে সব মডেলের উড়োজাহাজে এবং সব ফ্লাইটে এ সুবিধা অভিন্ন হবে না।

- ❖ যাত্রীদের সামনের সিট পকেটে তাদের পড়ার জন্য ইন-ফ্লাইট ম্যাগাজিন থাকতে পারে। বিজনেস ক্লাসের যাত্রীদের জন্য দৈনিক পত্রপত্রিকা থাকতে পারে।

- ❖ উন্নত মডেলের উড়োজাহাজে প্রত্যেক যাত্রীর সামনের সিটের পিছন দিকে Personal TV থাকে। এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত চলচ্চিত্র, নাটক, ডকুমেন্টারি ও মিউজিক ভিডিওর কালেকশন থেকে যাত্রীরা বেছে নিয়ে উপভোগ করতে পারেন।
- ❖ সিটে বসে থাকা অবস্থায় যাত্রীরা তাদের সামনে মনিটরে Moving map দেখতে পারেন। সেখানে উড়োজাহাজটির তাৎক্ষণিক অবস্থান, উচ্চতা, গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য অবশিষ্ট দূরত্ব ও প্রয়োজনীয় সময়, উড়োজাহাজের গতি, মোট দূরত্ব, অবতরণের আনুমানিক সময়, বাইরের তাপমাত্রা, স্থানীয় সময় ইত্যাদি জানা যায়।
- ❖ কিছু উন্নত মডেলের উড়োজাহাজে যাত্রীরা Roaming Charge পরিশোধ করে ৫০০০ মিটার উচ্চতায় ওঠার পর মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে যাত্রীরা Wifi সুবিধাও পেতে পারেন।

৩.১.৯ উড়োজাহাজ অবতরণকালে যাত্রীদের কী করণীয়?

উড়োজাহাজ অবতরণের সময় হলে যাত্রীরা সিট বেল্ট বেঁধে বসে থাকার নির্দেশনা পাবেন। এ সময় টয়লেটে যাওয়া নিষিদ্ধ। সকল প্রকার ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ফ্লাইট অবতরণের পর কেবিন ক্রুরা সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত যাত্রীদের সিটে বসে থাকতে হবে। উড়োজাহাজ সম্পূর্ণরূপে থামার পর যাত্রীরা ওভারহেড কম্পার্টমেন্ট থেকে লাগেজ নামিয়ে ফ্লাইট থেকে বের হয়ে আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

৩.২ ট্রানজিট বিমানবন্দরে:

৩.২.১ ট্রানজিট বিমানবন্দর থেকে পরবর্তী ফ্লাইটে কীভাবে ওঠা যাবে?

- ❖ গন্তব্যে পৌঁছাতে কোন কোন যাত্রীকে এক বা একাধিক বিমানবন্দরে ট্রানজিট করতে হতে পারে। ট্রানজিট বিমানবন্দরে পৌঁছে সাধারণত তাদের ইমিগ্রেশন করতে হয় না। তাদের বিমানবন্দরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। তাদের বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ করতেও হবে না। তারা ট্রানজিট এরিয়াতে অবস্থান করবেন এবং যথাসময়ে তাদের জন্য নির্ধারিত পরবর্তী ফ্লাইটে বোর্ডিং করবেন।
- ❖ ট্রানজিট বিমানবন্দরে পৌঁছে পরবর্তী ফ্লাইটে ওঠার জন্য যাত্রীকে নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হতে পারে:

ধাপ ১:

ট্রানজিট বিমানবন্দরে নেমে যাত্রী Transfer লেখা সাইনেজ অনুসরণ করবেন। তবে যাত্রীর পরবর্তী গন্তব্য যদি একই দেশের অন্য বিমানবন্দর হয় তবে তাকে Arrival বা Immigration সাইনেজ অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হবে।

আলোকচিত্র: মালয়শিয়ার কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে ট্রান্সফার ও এরাইভাল এরিয়ায় যাওয়ার নির্দেশনা সম্বলিত সাইনেজ।

ধাপ ২:

যাত্রী স্থানীয় সময় কখন অবতরণ করবেন এবং কত সময় পর কখন তার পরবর্তী ফ্লাইট কোন্ টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যাবে সে তথ্য টিকেটেই উল্লেখ করা থাকে। যাত্রীর পরবর্তী ফ্লাইট যদি ভিন্ন কোন টার্মিনাল থেকে হয় তবে সেখানে কীভাবে যাওয়া যাবে সে নির্দেশনা ডিসপ্লেতে দেখা যাবে। পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য ভিন্ন কোন টার্মিনালে যেতে ট্রেনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। কাছাকাছি দূরত্বে হলে হেঁটে যাওয়ারও সুযোগ থাকতে পারে।

ধাপ ৩:

যাত্রী কোথায় আছেন এবং স্থানীয় সময় কত, সে তথ্য তিনি ডিসপ্লেতে দেখতে পাবেন। বড় বিমানবন্দরের একটি টার্মিনালে অনেকগুলি বোর্ডিং গেইট থাকে। কোন্ গেইটে কীভাবে যেতে হবে সে তথ্য এয়ারপোর্ট ম্যাপে প্রদর্শিত থাকবে। গেইট দূরবর্তী হলে সেখানে যাওয়ার জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

আলোকচিত্র: লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত স্থানীয় সময় এবং টার্মিনালের ম্যাপ।

আলোকচিত্র: লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে বিভিন্ন বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা।

<u>ধাপ ৪:</u>

যাত্রার জন্য নির্ধারিত টার্মিনালে পৌঁছার পর যাত্রীর কর্তব্য বড় ডিসপ্লেতে চোখ রাখা। সেখানে তার জন্য নির্ধারিত পরবর্তী ফ্লাইটের নাম্বার, গন্তব্য, যাত্রা সময় ও বোর্ডিং গেইট নাম্বার দেওয়া থাকবে। তবে ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার কিছু সময় আগে গেইট নাম্বার দেখানো হয়। তবে ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার অনেকটা সময় বাকি থাকলে গেইট নাম্বার না দেখিয়ে যাত্রীকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হতে পারে। তবে লক্ষণীয় যে গেইট নাম্বার পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে গেইটের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে যাত্রীকে ডিসপ্লেতে গেইট নাম্বার রি-চেক করতে হবে।

Flight information - Departures
Information
B Gates & C Gates have limited retail facilities.
Please make sure you buy what you need in this terminal.

Terminal 3
Departures
Terminal 3
Departures
Terminal 3
Departures
Terminal 3
Departures
CAROLINA HERRERA
paco rabanne
BVLGARI

Terminal 3
Departures
Time
To
Flight
Gate
Remarks
1425 Jakarta ID 7156 A21 Gate Closed
1510 Dubai SQ 494 A2 Gate Closing
1550 Dhaka BG 585 A18
1555 Colombo UL 303 A9 Gate Open
1600 Dhaka BS 308 A12
1650 New Delhi SQ 406 A5
1700 Kuala Lumpur OD 802 A20
1730 Kuala Lumpur SQ 8582 C20 Go to Terminal 1
1735 Jakarta ID 7150 A21
1835 Ahmedabad SQ 504 A12
22 Oct 2022 14:49
No boarding call will be made

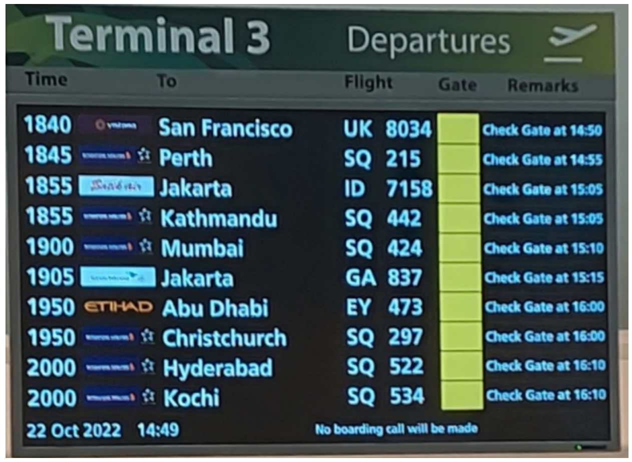

<u>আলোকচিত্র:</u> লন্ডনের হিথ্রো এবং সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দরে ডিসপ্লেতে বিদেশগামী বিভিন্ন ফ্লাইটের জন্য বরাদ্দকৃত গেইট নাম্বারের তথ্য। যেসব ফ্লাইট ছেড়ে যেতে যথেষ্ট সময় বাকি রয়েছে সেসব ফ্লাইটের গেইট নাম্বার একটি নির্দিষ্ট সময় পর দেখতে বলা হয়েছে।

ধাপ ৫:

বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার আগে যাত্রী খাবার খাওয়া, ওয়াশরুম ব্যবহার, ওয়াইফাই ব্যবহার এবং বসে বিশ্রাম নেওয়ার স্থান দেখতে পাবেন। যাত্রীর সাথে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড থাকলে তা ব্যবহার করে খাবারের মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। অন্যথায় তাকে আশপাশের মানি এক্সচেঞ্জ থেকে ডলার ভাঙিয়ে স্থানীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে হতে পারে।

ধাপ ৬:

নির্ধারিত বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার জন্য যাত্রী সাইনেজ অনুসরণ করবেন।

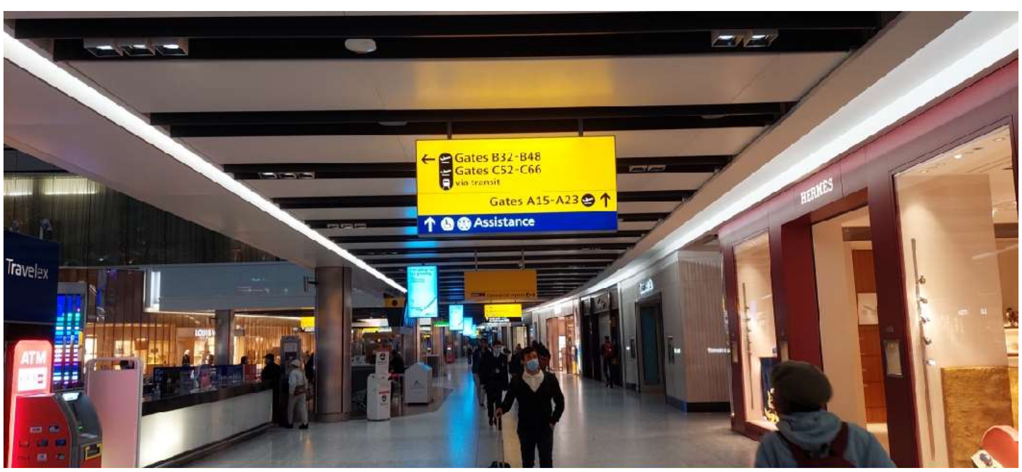

<u>আলোকচিত্র:</u> লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে বিভিন্ন বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার উপায় সম্বলিত তথ্যসহ সাইনেজ।

ধাপ ৭:

নির্ধারিত বোর্ডিং গেইটে পৌঁছার আগে যাত্রী সিকিউরিটি চেকিংয়ের মুখোমুখি হবেন। এ সময় তাকে জুতা, বেল্ট, সকল ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং হ্যান্ড লাগেজ স্ক্যানিংয়ের জন্য দিতে হবে। প্রয়োজনে যাত্রীর বডি স্ক্যানিং করা হতে পারে।

ধাপ ৮:

গন্তব্য দেশের চাহিদা থাকলে বোর্ডিং গেইটে যাত্রীর ডকুমেন্ট পুনরায় পরীক্ষা করা হতে পারে। তবে সাধারণত যাত্রী বোর্ডিং পাস দেখিয়ে অথবা তা যন্ত্রে প্রবেশ করিয়ে ফ্লাইটে প্রবেশ করতে পারেন।

- ❖ কোন যাত্রীর ট্রানজিট পরবর্তী গন্তব্য যদি ঐ দেশেরই অন্য কোন বিমানবন্দরে হয় তবে তাকে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তির পর যাত্রীকে অভ্যন্তরীণ রুটের একটি ফ্লাইটে ভ্রমণ করতে হবে। যদিও তাকে বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ করতে হবে না।
- ❖ যাত্রী তার উৎস বিমানবন্দর হতে যখন যাত্রা করেন তখন সর্বশেষ গন্তব্য পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দরকারী বোর্ডিং পাসসমূহ তাকে একসাথে প্রিন্ট করে দেওয়া হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে একাধিক এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট নির্ধারিত থাকলে ট্রানজিট বিমানবন্দরে এয়ারলাইন্স পরিবর্তনের সময় যাত্রীকে পরবর্তী গন্তব্যের জন্য এয়ারলাইন্স কাউন্টার হতে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করতে হতে পারে। উৎস বিমানবন্দরে যাত্রী যদি দেখেন যে তাকে সর্বশেষ গন্তব্য পর্যন্ত বোর্ডিং পাস দেওয়া হয়নি তাহলে তিনি অবশিষ্ট পথের জন্য বোর্ডিং পাস কীভাবে পাবেন তা চেক-ইন কাউন্টার থেকে জেনে নিবেন।

৪.০ বিদেশ ফেরত যাত্রীদের করণীয়

৪.১ ইমিগ্রেশন:

৪.১.১ ইমিগ্রেশনে কী কী করা হবে?

❖ বিদেশ ফেরত যাত্রীরা আগমনী ইমিগ্রেশন এলাকায় পৌঁছে কাউন্টারে লাইনে দাঁড়াবেন। প্রবাসী বাংলাদেশি, বিদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ইমিগ্রেশন কাউন্টার আছে।

<u>আলোকচিত্র:</u> আগমনী ইমিগ্রেশন এলাকায় প্রবাসী বাংলাদেশি, বিদেশি পাসপোর্টধারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা ইমিগ্রেশন কাউন্টার।

- ইমিগ্রেশন কাউন্টারে ডিউটিরত কর্মকর্তা যাত্রীর পাসপোর্ট ও বোর্ডিং পাস দেখে তার তথ্য রেকর্ডভুক্ত করবেন, তার ছবি তুলবেন এবং তার পাসপোর্টে ঐ দিনের তারিখসহ এরাইভাল সিল প্রদান করবেন। কাউন্টার ত্যাগ করার আগে যাত্রী নিশ্চিত হবেন তার পাসপোর্টে এরাইভাল সিল প্রদান করা হয়েছে কিনা।

- যাত্রী কোন এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের ইস্যুকৃত পরোয়ানাভুক্ত আসামী না হলে এবং তার পরিচয় যাচাইয়ের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশনা না থাকলে তাকে ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজ বেল্টে যেতে দেওয়া হবে।

❖ বিদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রীরা যদি অন এরাইভাল ভিসা প্রাপ্য হন তাহলে তারা ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাওয়ার পূর্বে অন এরাইভাল ভিসা কাউন্টারে যাবেন। এ সংক্রান্ত ফি পরিশোধ করার জন্য অন এরাইভাল ভিসা কাউন্টারের পাশেই ব্যাংকের বুথ রয়েছে।

৪.২ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়:

৪.২.১ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের জন্য কী নিয়ম অনুসরণ করতে হবে?

❖ ইমিগ্রেশন শেষ করার পর যাত্রী তার সাথে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় করার জন্য কয়েকটি অনুমোদিত ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জের কাউন্টার দেখতে পাবেন। প্রতিটি কাউন্টারে ডিসপ্লেতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সাথে টাকার ঐ সময়ের বিনিময় হার প্রদর্শন করা আছে। যাত্রী তার সাথে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি করে টাকা ও বিক্রয় রশিদ বুঝে নিবেন।

❖ যাত্রীর সাথে ১০,০০০ ইউএস ডলার বা তার চেয়েও অধিক মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা থাকলে FMJ ফরমে ঘোষণা প্রদান করতে হবে। যাত্রীকে বাংলাদেশগামী ফ্লাইটে বসে এ ফরমটি পূরণ করার সুযোগ দেওয়া হবে। পূরণকৃত ফরমটি যাত্রী কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবেন।

এফ-এমজে ফরম
FMJ FORM

বৈদেশিক মুদ্রার ঘোষণা ফরম
(FOREIGN EXCHANGE DECLARATION FORM)

(১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত)
(Prescribed by Bangladesh Bank Under Section 8(1) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947)

এই ফরমটি বাংলাদেশে আগমনকারী ব্যক্তি কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে।
This form is to be filled in by a person entering Bangladesh.

পূর্ণ নাম
(Full Name)

জাতীয়তা
(Nationality)

পাসপোর্ট নং
(Passport No)

ইস্যুর তারিখ
(Date of Issue)

ইস্যুর স্থান
(Place of Issue)

আগমনের তারিখ ও সময়
(Date & time of arrival)

ফ্লাইট নম্বর
(Flight No.)

বাংলাদেশে ঠিকানা
(Address in Bangladesh)

বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ
(Duration of stay in abroad)

পেশা
(Profession)

যোগাযোগ নম্বর
(Contact No)

ঘোষণা
DECLARATION

সঙ্গে আনীত নগদ বৈদেশিক মুদ্রা এবং হস্তান্তরযোগ্য বাহকের দলিল (ড্রাফট, পে অর্ডার, ট্রাভেলার্স চেক ইত্যাদি)/Cash and negotiable bearer instruments in foreign currency (drafts, pay orders, traveler's cheques etc) brought in:

বৈদেশিক মুদ্রার বর্ণনা (Description of foreign Currency)	পরিমাণ (Amount)	কথায় (In words)

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, একমর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সঠিক। (I, the undersigned, hereby solemnly declare that the information given above is correct.)

শুল্ক কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ
Signature of Customs Official :
তারিখ ঃ
Date:

ঘোষণাকারীর স্বাক্ষর ঃ
Signature of Declarant :
তারিখ ঃ
Date:

Page-2

Information for Declarant
(ঘোষণাকারীর জন্য জ্ঞাতব্য)

1. An incoming/outgoing passenger may bring in/take out upto Taka 10,000(Ten thousand) in Bangladesh currency at the time of arrival into/departure from Bangladesh.

১। বাংলাদেশে আগমন/বাংলাদেশ হইতে বহির্গমনকালে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশী মুদ্রা অনধিক ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা আনিতে/লইয়া যাইতে পারিবেন।

2. Any amount of foreign currency may be brought in by an incoming passenger with declaration to the customs authorities in Form FMJ. No declaration, however, is necessary for amounts brought in upto US$ 10,000 (ten thousand) or equivalent. For a foreigner, the entire amount brought in with declaration or upto US$ 10,000 (ten thousand) brought in without declaration may be taken out freely at the time of departure. Upto US$ 10,000 (ten thousand) brought in without declaration by a Bangladeshi may also be retained and taken out freely while proceeding abroad. Amount in excess of US$ 10,000 (ten thousand) brought in by the resident Bangladeshis, should, however, be encashed or deposited in appropriate foreign currency account within 30(thirty) days of arrival. Such amounts brought in by non-resident Bangladeshis can be encashed or deposited in foreign currency account any time after return to Bangladesh.

২। শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট এফএমজে ফরমে ঘোষণা প্রদান করিয়া যে কোন পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে আগমনকালে সঙ্গে আনা যাইতে পারে। তবে আনীত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ অনধিক মাঃডঃ ১০,০০০ (দশ হাজার) বা সমতুল্য হইলে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা প্রদান আবশ্যক হইবে না। বিদেশীগণের ক্ষেত্রে ঘোষণা প্রদান করিয়া আনীত সমুদয় বৈদেশিক মুদ্রা এবং ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে আনীত অনধিক মাঃডঃ ১০,০০০ (দশ হাজার) বাংলাদেশ ত্যাগকালে অবাধে প্রত্যাবাসনযোগ্য হইবে। ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে আনীত অনধিক মাঃডঃ ১০,০০০ (দশ হাজার) বাংলাদেশী নাগরিকগণের ক্ষেত্রেও সঙ্গে রক্ষণযোগ্য এবং বাংলাদেশ হইতে বর্হিগমনকালে সঙ্গে বহনযোগ্য হইবে; এতদ্‌তিরিক্ত যে কোন অংক নিবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আগমনের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে টাকায় ভাঙ্গাইতে/প্রযোজ্য ধরণের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করিতে হইবে। অনিবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক আনীত এইরূপ অংক বাংলাদেশে ফেরত আসিবার পর যে কোন সময় টাকায় ভাঙ্গাইতে পারিবেন অথবা বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করিতে পারিবেন।

3. Encashment of foreign exchange brought in should be done with licenced Money Changers/ Authorised Dealer bank branches.

৩। সঙ্গে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় নগদায়ন লাইসেন্স প্রাপ্ত মানিচেঞ্জার/অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে।

4. An incoming/outgoing adult female passenger may bring in/take out any quantity of personal jewellery worn on her person or as part of her accompanying personal baggage.

৪। বাংলাদেশে আগমন/বাংলাদেশ হইতে বহির্গমনকালে কোন প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা যাত্রী স্বীয় পরিধানে অথবা ব্যক্তিগত ব্যাগেজের অংশরূপে যে কোন পরিমাণ ব্যক্তিগত অলংকারাদি সঙ্গে আনিতে/লইয়া যাইতে পারিবেন।

চিত্র: FMJ ফরমের নমুনা।

(FE Circular No. 08, Date February11, 2020. Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank)

৪.৩ লাগেজ:

৪.৩.১ লাগেজ কীভাবে সংগ্রহ করবো?

যাত্রা শুরু করার পূর্বে যাত্রী যে লাগেজগুলি চেক-ইন কাউন্টারে তার নিজ নামে বুকিং দিয়েছিলেন সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য তিনি নিম্নরূপ ধাপসমূহ অনুসরণ করবেন:

ধাপ ১:

ইমিগ্রেশন শেষ করে বের হয়ে আসার পর যাত্রী একটি মনিটরে বিভিন্ন ফ্লাইটের লাগেজের জন্য বেল্ট বরাদ্দ তালিকা দেখতে পাবেন। যাত্রী তার ফ্লাইটের লাগেজ কত নম্বর বেল্টে প্রদান করা হয়েছে এবং বেল্টটি কোন্ দিকে অবস্থিত সে তথ্য মনিটরে দেখতে পাবেন। যাত্রী বেল্ট খুঁজে পেতে হেল্প ডেস্কের কর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন।

ধাপ ২:

বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ করার পূর্বে যাত্রী ট্রলি সংগ্রহ করবেন এবং ট্রলি ঠেলে তার ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত বেল্টে যাবেন।

ধাপ ৩:

প্রতিটি বেল্টে বেল্ট নাম্বারের সাথে মনিটরে এয়ারলাইন্সের লোগো, ফ্লাইট নাম্বার এবং ফ্লাইটটি কোথা থেকে এসেছে তা দেখা যাবে।

ধাপ ৪:

সংশ্লিষ্ট বেল্ট থেকে যাত্রী তার বুকিং দেওয়া লাগেজ সংগ্রহ করবেন। লাগেজ ট্রলিতে ওঠানোর আগে লাগেজের গায়ে যাত্রীর নাম ঠিকানা এবং লাগেজের সাথে যুক্ত ট্যাগ নাম্বারের সাথে যাত্রীর হাতে থাকা লাগেজ ট্যাগের নাম্বার মিলিয়ে নিবেন। যাত্রী তার নিজের নামে বুকিং দেননি এমন কোন লাগেজ কোন অবস্থাতেই নেওয়া যাবে না।

ধাপ ৫:

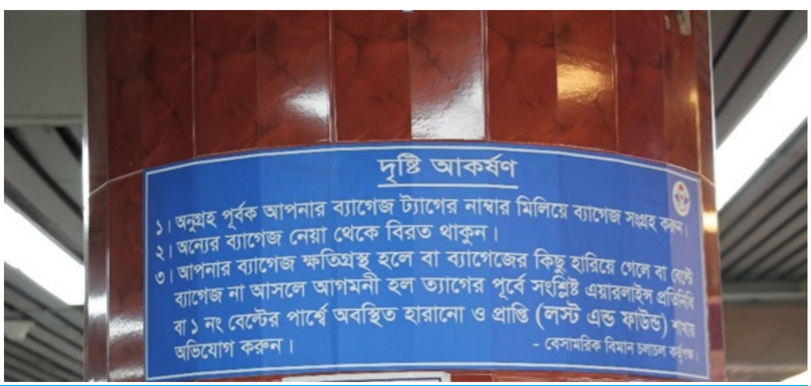

লাগেজ সংগ্রহের সময় যাত্রী বেল্টের কাছে ডিসপ্লেতে দিক নির্দেশনা দেখতে পাবেন। লাগেজ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় বেল্টে পাওয়া গেলে অথবা লাগেজ থেকে কোন জিনিস হারানো গেলে তা বিমানবন্দর ত্যাগের আগেই তা লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্কে জানিয়ে যেতে হবে।

ধাপ ৬:

যাত্রী বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ করে বের হয়ে যাওয়ার পথে এয়ারলাইন্স কর্মীরা লাগেজের ট্যাগ মিলিয়ে দেখবেন।

৪.৩.২ লাগেজ না আসার কারণ কী কী?

বিভিন্ন কারণে যাত্রীর লাগেজ সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটে না আসতে পারে। যেমন:

(১) প্রতিকূল আবহাওয়া বা অন্য কোন কারণে যাত্রাপথ দীর্ঘ হতে পারে এই বিবেচনায় পাইলট অধিক পরিমাণ জ্বালানী বহনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে উড়োজাহাজের ওজন নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য যাত্রীদের লাগেজের একাংশ বা সম্পূর্ণ অংশ রেখে আসা হতে পারে।

(২) এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ কোন কারণে নির্ধারিত উড়োজাহাজের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের উড়োজাহাজে যাত্রী পরিবহন করলে যাত্রীদের লাগেজের একাংশ রেখে আসতে পারে।

(৩) যাত্রী যে বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করেছেন সেখানে উদ্ভূত কোন ব্যবস্থাপনাগত সমস্যার কারণে যাত্রীদের লাগেজ যথাসময়ে লোড করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(৪) যাত্রাপথে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন এয়ারলাইন্স ব্যবহার করলে এবং ট্রানজিট বিমানবন্দরে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে যথাসময়ে লাগেজ ট্রান্সফার করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(৫) ট্যাক্স দিয়ে Free Baggage Allowance এর অতিরিক্ত ওজনের লাগেজ বুকিং দেওয়া হলে অতিরিক্ত লাগেজ যাত্রীকে বহনকারী ফ্লাইটে না এনে পরবর্তী কোন ফ্লাইটে আনা হতে পারে।

(৬) উৎস বা ট্রানজিট বিমানবন্দরে সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় লাগেজে সন্দেহজনক কিছু আছে বলে মনে হলে ক্ষেত্রবিশেষে তা উড়োজাহাজে উঠানো হয় না।

(৭) যাত্রী লাগেজ বুকিং দেওয়ার পর যে কোন পর্যায়ে লাগেজের সাথে থাকা ট্যাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে লাগেজটি পরিচয়বিহীন হয়ে গেলে তা নির্ধারিত উড়োজাহাজে তোলা সম্ভব হবে না।

(৮) যাত্রাপথে এক বা একাধিক ট্রানজিট থাকলে এবং যাত্রাপথের কোন একটি ফ্লাইট তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে যাত্রী তার গন্তব্যে পৌঁছে লাগেজ পাবেন না। কারণ ভিন্ন ফ্লাইট ব্যবহার করার কারণে তার বুকিং লাগেজ রিট্যাগ করার প্রয়োজন হবে, যা তাৎক্ষণিকভাবে করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(৯) যাত্রীর বুকিং দেওয়া অনিয়মিত আকারের লাগেজ যাত্রাপথে বেল্ট থেকে পড়ে গেলে অথবা বেল্টে কোথাও আটকে গেলে তা সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটে উঠানো যাবে না।

৪.৩.৩ লাগেজ না পাওয়া গেলে যাত্রী কী করবেন?

- ❖ লাগেজ বেল্টে পাওয়া না গেলে যাত্রী বেল্টের নিকটে ডিউটিরত এয়ারলাইন্স কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। অত:পর যাত্রী ঐ কর্মীসহ বিমানবন্দরের লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্কে যাবেন। সেখানে ডিউটিরত কর্মী যাত্রীর কাছ থেকে লাগেজ ট্যাগটি চেয়ে নিবেন, ট্যাগ দেখে বেল্টে না আসা লাগেজের জন্য Property Irregularity Report (PIR) তৈরি করবেন, যাত্রীর মোবাইল নাম্বার লিপিবদ্ধ করবেন, ব্যাগেজ সার্ভিস কর্মকর্তার মোবাইল নাম্বার যাত্রীকে অবহিত করবেন এবং PIR এর একটি কপি যাত্রীকে প্রদান করবেন।

আলোকচিত্র: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্ক।

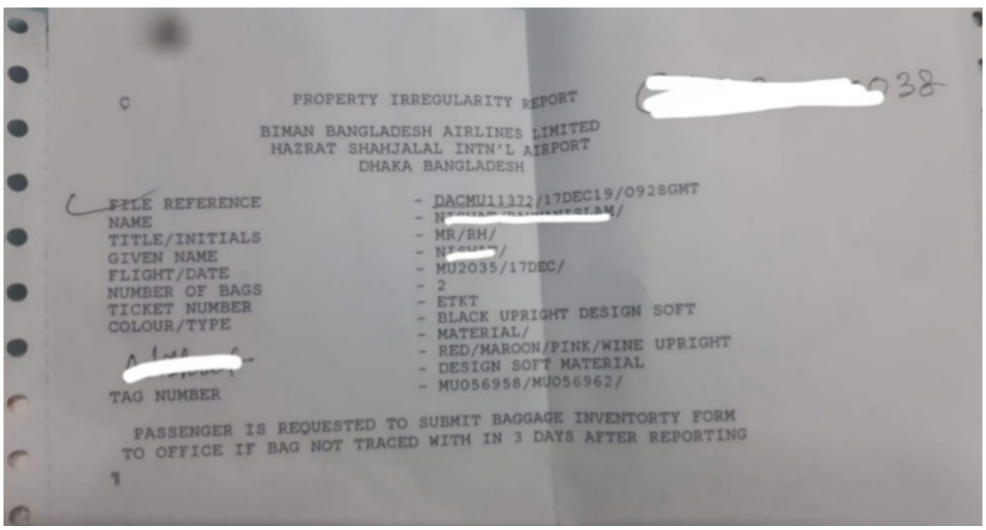

PROPERTY IRREGULARITY REPORT

BIMAN BANGLADESH AIRLINES LIMITED
HAZRAT SHAHJALAL INTN'L AIRPORT
DHAKA BANGLADESH

FILE REFERENCE	- DACMU11372/17DEC19/0928GMT
NAME	- [illegible]/
TITLE/INITIALS	- MR/RH/
GIVEN NAME	- [illegible]/
FLIGHT/DATE	- MU2035/17DEC/
NUMBER OF BAGS	- 2
TICKET NUMBER	- ETKT
COLOUR/TYPE	- BLACK UPRIGHT DESIGN SOFT
	- MATERIAL/
	- RED/MAROON/PINK/WINE UPRIGHT
	- DESIGN SOFT MATERIAL
TAG NUMBER	- MU056958/MU056962/

PASSENGER IS REQUESTED TO SUBMIT BAGGAGE INVENTORY FORM TO OFFICE IF BAG NOT TRACED WITH IN 3 DAYS AFTER REPORTING

আলোকচিত্র: যাত্রীকে প্রদান করা Property Irregularity Report (PIR) এর নমুনা।

❖ যাত্রীকে তার লাগেজ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এয়ারলাইন্স ২১ (একুশ) দিন সময় পাবে। এ সময়ের মধ্যে লাগেজ প্রদান করা সম্ভব না হলে এয়ারলাইন্স বিধি মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- ❖ একসাথে অনেক যাত্রীকে PIR ইস্যু করা সময় সাপেক্ষ হলে এয়ারলাইন্স কখনও কখনও তা না করে যাত্রীর লাগেজ ট্যাগে SSPD (Short Shipped) লিখে দেয় এবং যাত্রীর তথ্য লিপিবদ্ধ করে তাকে ব্যাগেজ সার্ভিস কর্মকর্তার মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেয়। তবে এরকম যাত্রীদের লাগেজ অতি শীঘ্র সরবরাহ করা সম্ভব না হলে তাদেরকে আবশ্যিকভাবে PIR ইস্যু করে দিতে হবে, যাতে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।

- ❖ এয়ারলাইন্স যদি যাত্রীকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে তার লাগেজ উৎস থেকে এনে লাগেজ বেল্টে সরবরাহ করা হয়েছে, অথচ যাত্রী বেল্টে লাগেজ পাননি, তখন যাত্রী PIR ফাইল করার পাশাপাশি বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) কে অবহিত করবেন। ঐ যাত্রীর লাগেজ অন্য কোন যাত্রী ভুলক্রমে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ে গিয়েছেন কিনা তা এপিবিএন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে নির্ণয় করবে এবং লাগেজ নিয়ে যাওয়া যাত্রীর পরিচয় জানার চেষ্টা করবে।

৪.৩.৪ লাগেজ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে কী করতে হবে?

- ❖ বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহের পর যাত্রী ভালভাবে দেখে নিবেন লাগেজটি বাহ্যিকভাবে এবং তার ভিতরে সব জিনিস ঠিকমত আছে কিনা। লাগেজটি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা এর ভিতর থেকে কোন আইটেম খোয়া গেছে দেখতে পেলে যাত্রী বিমানবন্দর ত্যাগ করার পূর্বেই লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্কে রিপোর্ট করবেন।

- ❖ তবে এক্ষেত্রে যাত্রীকে এটাও বিবেচনা করতে হবে যে নিরাপত্তাজনিত কারণে অনুমোদিত নয় এমন কিছু লাগেজের ভিতর থাকলে তা উড়োজাহাজে তোলার আগেই অপসারণ করা হতে পারে। লাগেজ খোলা হলে অথবা সেখান থেকে কোন জিনিস নিরাপত্তাজনিত কারণে অপসারণ করা হলে কোন কোন বিমানবন্দরে লাগেজের ভিতরে এ সংক্রান্ত তথ্যসহ একটি স্লিপ দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় না।

Transportation Security Administration

NOTICE OF BAGGAGE INSPECTION

To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security Administration (TSA) is required by law* to inspect all checked baggage. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Your bag was among those selected for physical inspection.

During the inspection, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag.

If the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your bag. TSA sincerely regrets having to do this, however TSA is not liable for damage to your locks resulting from this necessary security precaution.

For packing tips and suggestions on how to secure your baggage during your next trip, please visit:

www.tsa.gov

We appreciate your understanding and cooperation. If you have questions, comments, or concerns, please feel free to contact the TSA Contact Center:

Toll-free telephone: 1.866.289.9673
Direct telephone: 571.227.2900 (U.S.)
Email: TSA-ContactCenter@dhs.gov

*Section 110(b) of the Aviation and Transportation Security Act of 2001, 49 U.S.C. 44901(c)-(e)

TSA-OSO Form 1000 (Rev. 1-13-2010)

Smart Security Saves Time

<u>আলোকচিত্র:</u> যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিমানবন্দর হতে যাত্রা শুরু করা যাত্রীর লাগেজ খোলার পর এর ভিতরে Transportation Security Administration (TSA) প্রদত্ত স্লিপের নমুনা।

- বিমানবন্দরের যে স্থানে আগমনী ফ্লাইটসমূহের লাগেজ বেল্টে দেওয়া হয় সেখানে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার কাভারেজ এবং আশপাশে নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি আছে। লাগেজ কী অবস্থায় বেল্টে দেওয়া হয়েছে তা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাবে। বিমানবন্দরে কর্মরত কোন ব্যক্তি লাগেজ খোলা অথবা সেখান থেকে কিছু অপসারণ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত দেখা গেলে তাকে সনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪.৩.৫ লাগেজ হোম ডেলিভারি প্রদানের নিয়ম কী?

দেরিতে আসা লাগেজ কিছু শর্ত সাপেক্ষে যাত্রীর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে, যা হোম ডেলিভারি নামে পরিচিত। যখন এয়ারলাইন্স তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে যাত্রীর লাগেজ সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটে আনতে ব্যর্থ হয় এবং লাগেজ দেরিতে অন্য ফ্লাইটে আনার পর তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বিনা শুল্ক আরোপে ছেড়ে দেয় তখন সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স তাদের নিজস্ব ভেন্ডরের মাধ্যমে লাগেজ যাত্রীর বাড়িতে পৌঁছে দেয়। হোম ডেলিভারির মাধ্যমে সরবরাহকৃত লাগেজ যাত্রী ভালভাবে দেখে গ্রহণ করবেন। তবে লাগেজ যদি বিদেশের কোন বিমানবন্দরে নিরাপত্তাজনিত কারণে খোলা হয় অথবা বাংলাদেশে আনার পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষের স্ক্যানিংয়ে প্রতীয়মান হয় যে এতে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল রয়েছে তবে যাত্রীকে বিমানবন্দরে এসে লাগেজ নিয়ে যেতে অনুরোধ করা হবে।

৪.৩.৬ হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত লাগেজের জন্য কীভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়?

এয়ারলাইন্স ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে যাত্রীর লাগেজ ফেরত প্রদান করতে না পারলে ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করবে। লাগেজ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলে মনে হলে এয়ারলাইন্স যাত্রীর কাছ থেকে হারানো লাগেজে থাকা মালামালের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে হারানো লাগেজে স্বর্ণালঙ্কার, নগদ অর্থ বা ইলেকট্রিক ডিভাইস বা মূল্যবান জিনিসপত্র ছিল মর্মে এয়ারলাইন্সকে তথ্য দিলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এছাড়া কোন লাগেজ যদি নিরাপত্তাজনিত বা স্বাস্থ্যগত কারণে উৎস বা ট্রানজিট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাত্রীর গন্তব্যে প্রেরণ করা না হয় তাহলেও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

৪.৪ কাস্টমস:

৪.৪.১ বিদেশ থেকে জিনিসপত্র আনার সময়ে ব্যাগেজ রুলস বিষয়ে কী কী জানা জরুরি?

❖ বিদেশ থেকে দেশে আসার সময় প্রবাসীরা কেনাকাটা করে থাকেন। তবে কেনাকাটার পরিকল্পনা করার আগে তাদের উচিত ব্যাগেজ রুলস সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নেওয়া। অন্যথায় দেশে ফেরার পর তাদের আনীত পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আইন মোতাবেক আটক করতে পারে অথবা তার উপর শুল্ক ও জরিমানা আরোপ করতে পারে। ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী:

- ✓ ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয় এরূপ বিভিন্ন পণ্যের প্রাপ্যতা সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। যাত্রী ব্যাগেজ রুলসে বর্ণিত প্রাপ্যতা সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর পণ্য আনলে শুল্ক আরোপ করা হবে না।
- ✓ ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত আরও কিছু নির্দিষ্ট পণ্য একজন যাত্রী একটি করে আনলে এবং ঘোষণা প্রদান করলে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।
- ✓ ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয় না এমন যে কোন পণ্য আনা হলে আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী শুল্ক আরোপ করা হবে।
- ✓ ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত কোন পণ্য বাণিজ্যিক পরিমাণে আনা হলেও শুল্ক আরোপ করা হবে।
- ✓ ১২ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী যে কোন ব্যক্তিকে যাত্রী হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
- ✓ ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত যেসব পণ্য বিদেশ থেকে আনতে অনেকে আগ্রহী থাকেন, সেগুলির জন্য প্রযোজ্য নিয়ম নীতি নিম্নরূপ:

স্বর্ণের বার ও স্বর্ণালঙ্কার:

বিদেশ থেকে দেশে আসার সময় একজন যাত্রী সর্বাধিক ১১৭ গ্রাম বা ১০ তোলা ওজনের স্বর্ণের বার আনতে পারবেন। প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম বা ১ তোলার জন্য ৪,০০০ টাকা শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও একজন যাত্রী সর্বাধিক ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালঙ্কার বিনা শুল্কে আনতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে কোন আইটেম ১২ টির বেশি হতে পারবে না। এর অতিরিক্ত পরিমাণ স্বর্ণের বার বা স্বর্ণালঙ্কার আনা হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তা আটক করতে পারবে এবং প্রয়োজনে যাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে।

মোবাইল ফোন সেট:

বিদেশ থেকে আগত একজন যাত্রী ব্যবহৃত অথবা নতুন দুটি মোবাইল ফোন সেট শুল্কমুক্তভাবে আনতে পারবেন। এর অতিরিক্ত আরও ছয়টি সেট ঘোষণা প্রদান এবং শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে আনতে পারবেন। শুল্কমুক্ত ও শুল্কযুক্ত এ আটটি সেটের অতিরিক্ত কোন সেট আনা হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।

বিভিন্ন প্রকারের ইলেকট্রনিক পণ্য:

একজন যাত্রী ২৯// পর্যন্ত Plasma, LCD, TFT, LED বা অনুরূপ প্রযুক্তির একটি টেলিভিশন শুল্কমুক্তভাবে আনতে পারবেন। তবে ৩০// থেকে শুরু করে ৬৬// বা তারও বড় সাইজের টেলিভিশনের জন্য সাইজভেদে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা থেকে ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা পর্যন্ত শুল্ক আরোপিত হয়।

হোম থিয়েটার, রেফ্রিজারেটর/ডিপ ফ্রিজার, এয়ারকুলার/এয়ার কন্ডিশনার, প্রফেশনাল কাজে ব্যবহৃত ক্যামেরা, ডিশ ওয়াশার/ওয়াশিং মেশিন নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে একজন যাত্রী একটি পরিমাণে আনতে পারবেন।

ডেস্কটপ/ল্যাপটপ কম্পিউটার স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইলেকট্রনিক ওভেন/মাইক্রো ওভেন, রাইস কুকার/প্রেসার কুকার/গ্যাস ওভেন, টোস্টার/স্যান্ডউইচ মেকার/ব্লেন্ডার/ফুড প্রসেসর/জুসার/কফি মেকার, ১৯// পর্যন্ত LCD কম্পিউটার মনিটর শুল্ক পরিশোধ ছাড়াই একজন যাত্রী একটি পরিমাণে আনতে পারবেন।

এলকোহল ও সিগারেট:

একজন বিদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী সর্বাধিক এক লিটার মদ জাতীয় পানীয় শুল্কমুক্তভাবে আনতে পারবেন। এর অতিরিক্ত আনা হলে কাস্টমস তা আটক করবে। বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রী যে পরিমাণ মদই আনুন না কেন, তা আটক করা হবে। এছাড়া একজন যাত্রী ২০০ শলাকার এক কার্টন সিগারেট শুল্কমুক্তভাবে আনতে পারবেন। এর অতিরিক্ত আনা হলে কাস্টমস তা আটক করবে।

পরিধেয় কাপড়, খাদ্য দ্রব্য ও প্রসাধনী:

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে আনা হয়েছে মর্মে কাস্টমস কর্মকর্তা মনে করলে পরিধেয় কাপড়, খাদ্য সামগ্রী ও প্রসাধনীর উপর শুল্ক আরোপিত হবে না। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এসব জিনিস অতিরিক্ত পরিমাণে আনীত হয়েছে বলে মনে হলে শুল্ক আরোপ করা হবে।

ঔষধ:

বিদেশ ফেরত যাত্রী প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে ০৬ (ছয়) মাসের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ আনতে পারবেন। তবে বাণিজ্যিক পরিমাণে আনতে হলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ছাড়পত্র লাগবে।

৪.৪.২ বৈদেশিক মুদ্রা আনার ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ আছে কি?

- ❖ একজন যাত্রী সর্বাধিক কত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে দেশে আসতে পারবেন তা নির্ধারিত নয়। তবে ১০,০০০ ইউএস ডলার বা তার চেয়ে বেশি মূল্যের যে কোন বৈদেশিক মুদ্রা আনলে FMJ ফরমে ঘোষণা প্রদান করে কাস্টমসে জমা দিতে হবে। (FE Circular No. 06, Date February 03, 2020. Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank)
- ❖ বিদেশি নাগরিকগণ বাংলাদেশে আগমনের সময় FMJ ফরমে যে পরিমাণ মুদ্রা আনার ঘোষণা দিবেন, বাংলাদেশ ত্যাগের সময় তত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।
- ❖ বিদেশি নাগরিকগণ বাংলাদেশে আসার সময় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসার ঘোষণা না দিলে বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার সময় অনধিক ১০,০০০ ইউএস ডলার সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

৪.৪.৩ ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম কী? ফরম কীভাবে পূরণ করতে হবে? কোথায় দাখিল করতে হবে?

যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা ২০১৬ এর বিধি ৮ মোতাবেক বিদেশ ফেরত সকল যাত্রীকে (Tourists এবং Priveleged Persons ব্যতীত) ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম পূরণ করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হয়। এ ফরমে যাত্রীর পরিচয় ও ফ্লাইটের বিবরণের পাশাপাশি যাত্রী ব্যাগেজ রুলস এর আওতায় শুল্ক আরোপযোগ্য কোন পণ্য অথবা আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য এনেছেন কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। যাত্রী এ ফরমটি স্বাক্ষর করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিবেন।

বাংলাদেশগামী ফ্লাইট অবতরণের আগে কেবিন ক্রু যাত্রীকে ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম প্রদান করবেন। ফ্লাইট অবতরণের আগেই যাত্রী তা পূরণ করে রাখবেন। বিকল্প হিসাবে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সের পর লাগেজ সংগ্রহ করে কাস্টমস এরিয়ায় প্রবেশের পূর্বে যাত্রী ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম পূরণ করতে পারেন।

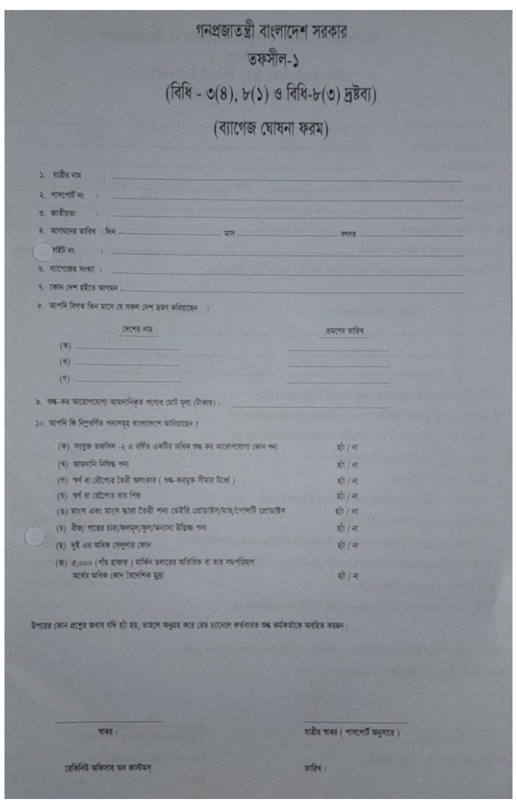

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তফসীল-১
(বিধি - ৩(৪), ৮(১) ও বিধি-৮(৩) দ্রষ্টব্য)
(ব্যাগেজ ঘোষনা ফরম)

১. যাত্রীর নাম :
২. পাসপোর্ট নং :
৩. জাতীয়তা :
৪. আগমনের তারিখ : দিন ______ মাস ______ বৎসর ______
ফ্লাইট নং :
৬. ব্যাগেজের সংখ্যা :
৭. কোন দেশ হইতে আগমন :
৮. আপনি বিগত তিন মাসে যে সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন :

দেশের নাম	ভ্রমণের তারিখ
(ক)	
(খ)	
(গ)	

৯. শুল্ক-কর আরোপযোগ্য আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য (টাকায়) :
১০. আপনি কি নিম্নবর্ণিত পন্যসমূহ বাংলাদেশে আনিয়াছেন ?

(ক) সংযুক্ত তফসিল -২ এ বর্ণিত একটির অধিক শুল্ক কর আরোপযোগ্য কোন পন্য হ্যাঁ / না
(খ) আমদানি নিষিদ্ধ পন্য হ্যাঁ / না
(গ) স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরী অলংকার (শুল্ক-করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে) হ্যাঁ / না
(ঘ) স্বর্ণ বা রৌপ্যের বার পিস হ্যাঁ / না
(ঙ) মাংস এবং মাংসে দ্বারা তৈরী পন্য ডেইরি প্রোডাক্টস/মাছ/পোলটি প্রোডাক্টস হ্যাঁ / না
(চ) বীজ/ গাছের চারা/ফলমূল/ফুল/অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পন্য হ্যাঁ / না
(ছ) দুই এর অধিক সেলুলার ফোন হ্যাঁ / না
(জ) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত বা তার সমপরিমাণ অর্থের অধিক কোন বৈদেশিক মুদ্রা হ্যাঁ / না

উপরের কোন প্রশ্নের জবাব যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে রেড চ্যানেলে কর্তব্যরত শুল্ক কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।

স্বাক্ষর : যাত্রীর স্বাক্ষর (পাসপোর্ট অনুসারে)
রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস্ তারিখ :

তফসিল-২

[বিধি ৩(৫), ৩(৭) ও ১০ দ্রষ্টব্য]

[শুল্ক-কর আরোপযোগ্য পণ্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা]

(ক) ব্যক্তিগত এবং গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত হয়না এমন কোনো পণ্য।

(খ) বিধি-৩ এ বর্ণিত প্রাপ্যতা সীমার অতিরিক্ত আনীত ব্যাগেজ।

(গ) ব্যাগেজে আমদানিকৃত বাণিজ্যিক পরিমাণে যে কোনো পণ্য।

(ঘ) নিম্নবর্ণিত গৃহস্থালি ও ব্যক্তিগত পণ্য ব্যাগেজ হিসাবে আমদানি হইলেও প্রতিটির পার্শ্বে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক ও কর পরিশোধ করিতে হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক-কর এর পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	Plasma, LCD, TFT, LED ও অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন	
	(ক) ৩০" - ৩৬" পর্যন্ত	১০,০০০/- টাকা
	(খ) ৩৭" - ৪২" পর্যন্ত	২০,০০০/- টাকা
	(গ) ৪৩" - ৪৬" পর্যন্ত	৩০,০০০/- টাকা
	(ঘ) ৪৭" - ৫২" পর্যন্ত	৫০,০০০/- টাকা
	(ঙ) ৫৩" - ৬৫" পর্যন্ত	৭০,০০০/- টাকা
	(চ) ৬৬" থেকে তদূর্ধ্ব	৯০,০০০/- টাকা
২।	৪ (চার) এর অধিক তবে সর্বোচ্চ ৮ টি স্পীকারসহ (মিউজিক সেন্টার)/স্পীকার নির্বিশেষে হোম থিয়েটার (সিডি/ ভিসিডি/ ডিভিডি/ এলডি/এমডি/ব্লু রেডিস্ক সেট)	৮,০০০/- টাকা
৩।	রেফ্রিজারেটর/ডিপ ফ্রিজার	৫,০০০/- টাকা
৪।	এয়ার কুলার/এয়ার কন্ডিশনার	
	(ক) উইনডো টাইপ (window type)	৭,০০০/- টাকা
	(খ) স্প্লিট টাইপ (split type upto 18000 BTU)	১৫,০০০/- টাকা
	(গ) স্প্লিট টাইপ (split type above 18000 BTU)	২০,০০০/- টাকা
৫।	ডিশ এন্টেনা	৭,০০০/- টাকা
৬।	স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড (সর্বোচ্চ ১১৭ গ্রাম বা ১০ তোলা)	প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম ৪০০০/- টাকা
৭।	রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড (সর্বোচ্চ ২৩৪ গ্রাম বা ২০ তোলা)	প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম ৬/- টাকা
৮।	HD Cam, DV Cam, BETA Cam এবং Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এইরূপ ক্যামেরা	১৫,০০০/- টাকা
৯।	এয়ারগান/এয়ার রাইফেল (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য)	৫,০০০/- টাকা
১০।	ঝাড়বাতি	৩০০/- টাকা (প্রতি পয়েন্ট)
১১।	ডিশ ওয়াশার/ওয়াশিং মেশিন/ক্লথ ড্রাইয়ার	৩,০০০/- টাকা

তফসিল-৩
[বিধি ৩(৫), ৩(৭) ও ১০ দ্রষ্টব্য]
[শুল্ক ও কর মুক্ত পণ্যের তালিকা]

ক্রমিক	পণ্যের নাম
১।	ক্যাসেট প্লেয়ার/টু-ইন-ওয়ান ;
২।	ডিস্কম্যান/ওয়াকম্যান (অডিও) ;
৩।	বহনযোগ্য অডিও সিডি প্লেয়ার ;
৪।	ডেস্কটপ/ল্যাপটপ কম্পিউটার (একটি ইউপিএসসহ) ;
৫।	কম্পিউটার স্ক্যানার ;
৬।	কম্পিউটার প্রিন্টার ;
৭।	ফ্যাক্স মেশিন;
৮।	ভিডিও ক্যামেরা (HD Cam, DV Cam, BETA Cam এবং Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এইরূপ ক্যামেরা ব্যতীত) ;
৯।	স্টীল ক্যামেরা /ডিজিটাল ক্যামেরা ;
১০।	সাধারণ/পুশবাটন/কর্ডলেস টেলিফোন সেট ;
১১।	সাধারণ/ইলেকট্রিক ওভেন/ মাইক্রোওয়েভ ওভেন ;
১২।	রাইস কুকার/প্রেসার কুকার/গ্যাস ওভেন (বার্নারসহ)
১৩।	টোস্টার/স্যান্ডউইচ মেকার/ব্লেন্ডার/ফুড প্রসেসর/জুসার/ কফি মেকার;
১৪।	সাধারণ ও বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার ;
১৫।	গৃহস্থালি সেলাই মেশিন (ম্যানুয়াল/ বৈদ্যুতিক) ;
১৬।	টেবিল/ প্যাডেস্টাল ফ্যান/গৃহস্থালি সিলিং ফ্যান ;
১৭।	স্পোর্টস সরঞ্জাম (ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য);
১৮।	১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার ও ২০০ গ্রাম ওজনের রৌপ্য অলংকার (এক প্রকার অলংকার ১২টির অধিক হইবে না);
১৯।	১ কার্টন (২০০ শলাকা) সিগারেট ;
২০।	২৯" পর্যন্ত Plasma, LCD, TFT, LED অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন এবং Cathod Ray Tube (CRT) সাদাকালো/রঙ্গিন টেলিভিশন;
২১।	ভিসিআর/ভিসিপি ;
২২।	সাধারণ সিডি ও দুইটি স্পীকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার) (সিডি/ ভিসিডি/ ডিভিডি/এলডি/ এমডি সেট);
২৩।	৪ (চার) টি স্পীকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার) সিডি/ভিসিডি/ডিভিডি/ এলডি/ এমডি/ব্লু রেডিস্ক প্লেয়ার ;
২৪।	এলসিডি কম্পিউটার মনিটর (টিভি সুবিধা থাকুক বা নাই থাকুক) ১৯" পর্যন্ত;
২৫।	দুইটি মোবাইল/ সেলুলার ফোন সেট;
২৬।	সর্বোচ্চ ১৫ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি কার্পেট।

আলোকচিত্র: ব্যাগেজ ঘোষণা ফরমের নমুনা।
(যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩
এস.আর. ও. নং ১৩২-আইন/২০২৩/১৭৬/কাস্টমস, তারিখ: ২১.০৫.২০২৩)

৪.৪.৪ যাত্রীর সাথে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল না থাকলে কী করতে হবে?

❖ যাত্রীর সাথে শুল্ক আরোপযোগ্য বা আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য না থাকলে তিনি ব্যাগেজ ঘোষণা ফরমের ১০ নং অনুচ্ছেদের সকল অংশে "না" চিহ্নিত করে স্বাক্ষর ও তারিখ দিবেন।

❖ যাত্রী লাগেজ বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহের পর কাস্টমস এলাকায় প্রবেশের সময় রেড চ্যানেল ও গ্রীন চ্যানেলে যাওয়ার নির্দেশনা দেখতে পাবেন। শুল্ক আরোপযোগ্য বা আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য সাথে না থাকলে যাত্রী গ্রীন চ্যানেল দিয়ে অগ্রসর হবেন। কাস্টমসের কোন প্রতিনিধি চাইলে তিনি পূরণকৃত ব্যাগেজ ঘোষণা ফরমটি জমা দিবেন।

❖ গ্রীন চ্যানেল দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যাত্রীর বুকিং লাগেজ, হ্যান্ড লাগেজসহ ব্যক্তিগত সকল মালামাল স্ক্যান ও পরীক্ষা করা হতে পারে।

৪.৪.৫ যাত্রীর সাথে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল থাকলে কী করতে হবে?

❖ যাত্রীর সাথে শুল্ক আরোপযোগ্য কোন মালামাল থাকলে তিনি ব্যাগেজ ঘোষণা ফরমের ১০ নং অনুচ্ছেদে প্রযোজ্য অংশে "হ্যাঁ" চিহ্নিত করে ফরম পূরণ করবেন এবং তাতে স্বাক্ষর ও তারিখ দিবেন।

❖ বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ করে যাত্রী কাস্টমসের রেড চ্যানেল দিয়ে অগ্রসর হবেন।

❖ রেড চ্যানেল দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পর যাত্রী কাস্টমস হলে পৌঁছে শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের ঘোষণাসহ পূরণকৃত ব্যাগেজ ঘোষণা ফরমটি জমা দিবেন।

❖ কাস্টমস কর্মকর্তা যাত্রীর মালামাল পরীক্ষা করে শুল্ক নির্ধারণ করবেন এবং পণ্যের বিবরণসহ প্রদেয় শুল্কের পরিমাণ চালানে নিয়ে যাত্রীর হাতে দিবেন।

❖ যাত্রী কাস্টমস এরিয়ার নিকটস্থ ব্যাংক বুথে চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিবেন। উল্লেখ্য যে, ব্যাংক বুথ ছাড়া অন্য কোথাও যাত্রীকে ক্যাশ টাকা প্রদান করতে হবে না।

❖ টাকা জমা দেওয়ার পর যাত্রী কাস্টমস হলে এসে চালানের কপি জমা দিয়ে লাগেজ বুঝে নিয়ে যাবেন।

৪.৪.৬ শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল থাকা সত্ত্বেও গ্রীন চ্যানেল ব্যবহার করলে কী ক্ষতি হবে?

❖ যাত্রীর কাছে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রীণ চ্যানেল দিয়ে অগ্রসর হলে তার হ্যান্ড লাগেজ ও বুকিং লাগেজসহ সকল ব্যক্তিগত মালামাল স্ক্যান করা হতে পারে। যুক্তিসঙ্গাত সন্দেহ বশত: অথবা স্ক্যানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা গেলে লাগেজ খুলে তল্লাশি করা হবে।

❖ তল্লাশিক্রমে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল সনাক্ত হলে নির্ধারিত শুল্কের সাথে জরিমানা ধার্য করে তা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধের নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

❖ যাত্রী শুল্ক ও জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল আটক করে আটক রশিদ (Detention Memo) প্রস্তুত করে যাত্রীকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। নির্ধারিত দিনে যাত্রীকে কাস্টমস হাউজে উপস্থিত হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহণ এবং জরিমানাসহ শুল্ক পরিশোধপূর্বক আটককৃত মালামাল ফেরত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

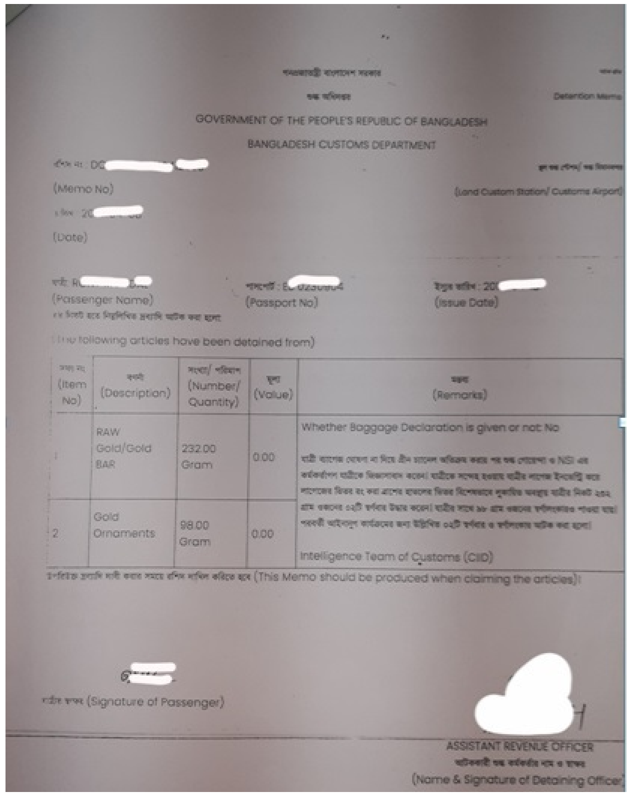

Detention Memo

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

BANGLADESH CUSTOMS DEPARTMENT

(Memo No): DC[redacted]

(Land Custom Station/ Customs Airport)

(Date): 20[redacted]

(Passenger Name): R[redacted] (Passport No): [redacted] (Issue Date): 20[redacted]

(The following articles have been detained from)

(Item No)	(Description)	(Number/ Quantity)	(Value)	(Remarks)
1	RAW Gold/Gold BAR	232.00 Gram	0.00	Whether Baggage Declaration is given or not: No
2	Gold Ornaments	98.00 Gram	0.00	Intelligence Team of Customs (CID)

(This Memo should be produced when claiming the articles)

[redacted]

(Signature of Passenger)

[redacted]

ASSISTANT REVENUE OFFICER

(Name & Signature of Detaining Officer)

<u>আলোকচিত্র:</u> ঘোষণা প্রদান না করে স্বর্ণের বার ও স্বর্ণালঙ্কারসহ গ্রীন চ্যানেল অতিক্রমে সচেষ্ট যাত্রীর মালামাল আটকপূর্বক প্রদত্ত ডিটেনশন মেমো।

৪.৪.৭ ডিউটি ফ্রি শপ থেকে ক্রয়কৃত মালামালের ক্ষেত্রে কী নিয়ম অনুসৃত হবে?

বিদেশ ফেরত যাত্রী ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সের পূর্বে ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কেনাকাটার সুযোগ পাবেন। এখানে কেনাকাটার জন্য পাসপোর্ট প্রদর্শন করতে হবে। সাধারণভাবে আমদানিকৃত বিদেশি মালামালের উপর আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী শুল্ক আরোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ডিউটি ফ্রি শপে আমদানিকৃত মালামাল শুল্ক আরোপ ছাড়াই শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের যাত্রীদের কাছে বিক্রয় করা হয়। যাত্রীকে মনে রাখতে হবে যে ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কেনাকাটার পর তিনি ব্যাগেজ রুলসের আওতায় আসবেন। ডিউটি ফ্রি শপ থেকে তিনি যা যা কিনেছেন তা বিদেশ থেকে আমদানি করেছেন বলে গণ্য হবে। ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী তা শুল্কমুক্ত অথবা শুল্ক আরোপযোগ্য অথবা আমদানি নিষিদ্ধ মর্মে গণ্য হতে পারে। যেমন: একজন বিদেশ ফেরত যাত্রী পাসপোর্ট দেখিয়ে ডিউটি ফ্রি শপ থেকে এলকোহল ক্রয়ের সুযোগ পাবেন। কিন্তু ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রীর জন্য এলকোহল আমদানি নিষিদ্ধ। সেক্ষেত্রে ডিউটি ফ্রি শপ থেকে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রীর ক্রয়কৃত এলকোহল কাস্টমস বাজেয়াপ্ত করবে। অন্যদিকে বিদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রীর ক্রয়কৃত এলকোহল পরিমাণে অনধিক এক লিটার হওয়ার শর্তে ছাড় পাবে।

৪.৪.৮ বিদেশ থেকে পোষা প্রাণী আনার জন্য কী করতে হবে?

বিদেশ থেকে পোষা প্রাণী আনার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পোর্টাল dls.gov.bd এর মানবসম্পদ শাখায় আবেদন করতে হয়। আবেদন নিষ্পত্তি হতে ০৭ (সাত) দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। যাত্রী যে দেশ থেকে বাংলাদেশে আসবেন সে দেশের ভেটেরিনারি সার্জন বা সমমানের ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পোষা প্রাণীর বরাবরে ইস্যুকৃত হেলথ সার্টিফিকেট, পোষা প্রাণীর ছবি ও ভ্যাক্সিন কার্ডসহ আবেদন করতে হয়। এছাড়া পোষা প্রাণী বহনে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের নিয়ম মানতে হবে। অনুচ্ছেদ ১.৮.৫ এ পোষা প্রাণী বহন বিষয়ে এয়ারলাইন্সের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৪.৯ গাছের চারা বা বীজ আনার জন্য কী করতে হবে?

দেশে আসার সময় কোন যাত্রী সাথে করে গাছের চারা বা বীজ আনতে চাইলে তাকে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে আমদানির অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dae.gov.bd এর IP/IC অংশে গিয়ে যাত্রী তার নাম রেজিস্ট্রেশন করে নির্দেশিত পদ্ধতিতে আমদানির অনুমতি (Import Permit) এর জন্য আবেদন করবেন। বাংলাদেশে আগমনের পর যাত্রী বিমানবন্দরে প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন ডেস্কে আমদানির অনুমতিপত্র দাখিল করবেন। কোয়ারেন্টিন ফি ও ভ্যাট পরিশোধের পর তিনি প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন ডেস্ক থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করবেন। এরপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্টমস ফি পরিশোধ করতে হবে।

৫.০ বিবিধ বিষয়

৫.১ বিদেশ ফেরত যাত্রী আত্মীয় স্বজনের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবেন?

- ❖ বিদেশ ফেরত যাত্রী ইমিগ্রেশন এলাকায় উপস্থিত হওয়ার পর মোবাইলে ফ্রি ওয়াই ফাই চালু করার সুযোগ পাবেন।

- ❖ লাগেজ বেল্টের কাছে শুধুমাত্র বিদেশ ফেরত যাত্রীদের ব্যবহার্য ফ্রি ল্যান্ডফোন আছে।
- ❖ কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর কাস্টমস হল থেকে বের হলেই যাত্রী মোবাইল সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাউন্টার দেখতে পাবেন। সেখানে পাসপোর্ট দেখিয়ে যাত্রী সিম ক্রয় করে তাৎক্ষণিকভাবে তা চালু করে নিতে পারবেন।

৫.২ ডমেস্টিক ফ্লাইটে বাড়ি যেতে হলে কী করতে হবে?

- ❖ অনেক যাত্রী বিদেশ থেকে ঢাকায় আসার পর বাড়ি যাওয়ার জন্য ঢাকা থেকে কোন একটি ডমেস্টিক ফ্লাইটের টিকেট কিনে রাখেন। এক্ষেত্রে কোন কোন যাত্রী বাস্তব সম্মতভাবে ডমেস্টিক ফ্লাইটের সময় নির্ধারণে ব্যর্থ হন। ঢাকায় অবতরণের পর ইমিগ্রেশন কার্যক্রম, মানি এক্সচেঞ্জ, বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্কের সহায়তা গ্রহণ ও কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা শেষে যাত্রী

তার মালামালসহ ট্রলি ঠেলে ডমেস্টিক টার্মিনালের বহির্গমন অংশে যাবেন। যাত্রীর জন্য নির্ধারিত ডমেস্টিক ফ্লাইটটি ছেড়ে যাওয়ার অন্তত: ৩০ (ত্রিশ) মিনিট সময় বাকি থাকতে তাকে তাদের চেক-ইন কাউন্টারে উপস্থিত হতে হবে। এসব বিবেচনায় আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের অবতরণ সময় এবং ডমেস্টিক ফ্লাইটের ছেড়ে যাওয়ার সময়ের মধ্যে অন্তত: ০৩ (তিন) ঘন্টা সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে। অন্যথায় যাত্রী আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অবতরণের পর সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পূর্বেই ডমেস্টিক ফ্লাইট তার নির্ধারিত সময়ে চলে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক এবং ডমেস্টিক উভয় ফ্লাইটের জন্য যাত্রী একই PNR এর অধীনে বুকিং না করে থাকলে ডমেস্টিক ফ্লাইট ধরতে না পারার জন্য এয়ারলাইন্সকে দায়ী করার সুযোগ থাকবে না। এক্ষেত্রে যাত্রী কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবেন না।

- আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে যাত্রী যে পরিমাণ লাগেজ বহনের সুবিধা পান ডমেস্টিক ফ্লাইটে তিনি একই সুবিধা নাও পেতে পারেন। ডমেস্টিক ফ্লাইট পরিচালনার জন্য সাধারণত ছোট আকারের উড়োজাহাজ ব্যবহৃত হয়, যার লাগেজ বহন সক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। ডমেস্টিক ফ্লাইট পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করে আগেই জেনে নিতে হবে যাত্রী বিদেশ থেকে যে লাগেজ এনেছেন, তা পরিবহনে তারা সক্ষম ও ইচ্ছুক কিনা।

৫.৩ ভারী ও মূল্যবান মালামালসহ বাড়ি যেতে যাত্রী কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন?

অনেক সময় প্রবাসীরা দামী জিনিসপত্র, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ অর্থ অথবা স্বর্ণালঙ্কারসহ দেশে আসেন। এ অবস্থায় বাড়ি যাওয়ার জন্য তাদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। খরচ কমানোর জন্য তাদের অনেকে গণপরিবহন ব্যবহার করতে সচেষ্ট হন। ফলে ভারী মালামাল নিয়ে গণপরিবহনে উঠতে গিয়ে এবং একাধিকবার বাহন বদল করতে গিয়ে তারা ভোগান্তির শিকার হন। এ অবস্থা এড়াতে তারা নিম্নবর্ণিত অপশনসমূহ বিবেচনা করতে পারেন:

অপশন ১:

প্রবাসীর আত্মীয় স্বজন মালামাল বহনের উপযোগী গাড়ি ভাড়া করেই বিমানবন্দরে আসবেন। গাড়িটি পার্কিং চার্জ দিয়ে বহুতল কার পার্কিংয়ে অবস্থান করবে। যাত্রী কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ক্যানপি-২ হয়ে ট্রলি ঠেলে বহুতল কার পার্কিংয়ে চলে যাবেন এবং সেখান থেকে গাড়ীতে উঠবেন।

অপশন-২:

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা গাড়ী ভাড়া দেয়। এখান থেকে ভাড়া নিয়ে বাংলাদেশের যে কোন জেলায় যাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে ভাড়া বেশি হলেও গাড়ী নাম্বার ও যাত্রীর পরিচয় রেকর্ডভুক্ত থাকায় যাত্রী অধিকতর নিরাপত্তা পাবেন।

অপশন-৩:

যাত্রী ঢাকা মহানগরীর ভিতরে কোথাও যেতে চাইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিসের গাড়ী ভাড়া করে ক্যানপি থেকে উঠতে পারবেন। বিমানবন্দর থেকে রাইড শেয়ারিং এর যানবাহন পাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ।

অপশন-৪:

গভীর রাতে পৌঁছার পর অনেক যাত্রী ভাড়া করা গাড়ীতে উঠতে নিরাপদ বোধ করেন না। তারা কাস্টমস এলাকা পার হয়ে বিমানবন্দর এপিবিএন অফিসের পাশে চেয়ারে অপেক্ষা করতে পারেন। এ এলাকাটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আশপাশে ওয়াশরুম এবং খাবারের স্টল আছে। সূর্যোদয়ের পর তারা বাড়ির পথে রওনা হতে পারেন।

অপশন-৫:

সাথে ভারী মালামাল, মূল্যবান জিনিস বা নগদ অর্থ থাকা সত্ত্বেও অনেকে অটো রিক্সায় উঠে বাস টার্মিনাল, রেলওয়ে স্টেশন বা লঞ্চ ঘাটে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এতে তারা খুব সহজেই অপরাধীদের নজরে পড়ে যান। দীর্ঘ যাত্রাপথে তারা নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকেন। মূল্যবান মালামালের নিরাপত্তার স্বার্থেই তাদের উচিত এভাবে গণপরিবহন ব্যবহার করে বাড়ি যাওয়া পরিহার করা।

৫.৪ বিদেশে মৃত্যুবরণকারী প্রবাসীর মৃতদেহ গ্রহণ করার জন্য কী করতে হবে?

যারা বিএমইটি কার্ড সংগ্রহ করে বৈধভাবে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গিয়েছেন তাদের কেউ বিদেশে মৃত্যুবরণ করলে মৃতদেহ দেশে আনয়নে বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক সহায়তা করে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড অথবা মৃত ব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন সে প্রতিষ্ঠানের মালিক মৃতদেহ পরিবহনের খরচ বহন করেন। মৃতদেহ দেশে আসার দিন ও সময় সম্পর্কে মৃতের আত্মীয়দের আগেই অবহিত করা হয়। মৃতের দাফন বা সৎকারের জন্য ৩৫০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক গ্রহণের সুবিধার্থে যার নামে চেক ইস্যু করা হবে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও ছবি এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সনদসহ বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো কমপ্লেক্সের নীচতলায় অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে আসতে বলা হয়। মৃতদেহের সাথে এয়ারওয়ে বিল, অনাপত্তি পত্র, মৃত্যু সনদ, ঐ দেশের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, মৃতের পাসপোর্ট বা আউটপাস এবং ব্যক্তিগত মালামাল আসে। প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মীরা মৃতদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরে সহায়তা করেন এবং মৃতের দাফন বা সৎকারের জন্য ৩৫০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তর করেন।

৬.০ যাত্রীদের সমস্যা ও জিজ্ঞাসা

৬.১ যাত্রী বিমানবন্দরে এসে দেখলেন ঐ দিনের শিডিউলে তার ফ্লাইট নেই। তখন তিনি কী করবেন?

স্বল্প শিক্ষিত যাত্রীরা টিকেট ক্রয়ের সময় তাদের চাকরিদাতা বা ট্রাভেল এজেন্সির উপর নির্ভর করেন। তাদের টিকেট ক্রয়ের সময় ই-মেইল এড্রেস দেওয়া হয় না। অনেক সময় চাকরি দাতার মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করে টিকেট ক্রয় করা হয়। প্রবাস থেকে কয়েক মাসের ছুটিতে বাংলাদেশে আসার সময় অনেক প্রবাসী কর্মী রিটার্ন টিকেট করে আসেন। ঐ টিকেটে প্রবাসের কোন ফোন নাম্বার প্রদান করা হয়। ফ্লাইটের সময় পরিবর্তিত হয়ে গেলে বাংলাদেশে অবস্থানরত যাত্রী কোন ম্যাসেজ পান না। সকল প্রস্তুতি নিয়ে বিমানবন্দরে এসে তারা দেখেন যে ডিসপ্লেতে ঐ দিনের ফ্লাইট শিডিউলে তাদের ফ্লাইট সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই। এ সমস্যা সমাধানের জন্য যাত্রীকে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের রিজারভেশন অফিসে যোগাযোগ করতে হতে পারে। এই ই-বুকে বাংলাদেশ থেকে ফ্লাইট পরিচালনাকারী সকল এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগের নাম্বার দেওয়া আছে।

৬.২ এয়ারলাইন্স যখন কোন যাত্রীকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তিনি কী করবেন?

এয়ারলাইন্সের চেক-ইন কাউন্টারে ডিউটিরত কর্মীরা বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে বিদেশগামী যাত্রীকে বোর্ডিং পাস প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন। এ বিষয়ে অনুচ্ছেদ ২.৩.৬ এবং ২.৩.৭ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোন যাত্রী যদি মনে করেন যে কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই এয়ারলাইন্স তাকে বোর্ডিং পাস প্রদান করেনি তাহলে তিনি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

৬.৩ এয়ারলাইন্স যদি বিদেশগামী যাত্রীর লাগেজ বুকিং নিতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা হ্যান্ড লাগেজ থেকে কোন জিনিস ফেলে দিতে বলে তখন যাত্রী কী করবেন?

- বিদেশগামী যাত্রী চেক-ইনের সময় যে লাগেজ বুকিং দিতে চাইবেন তার সংখ্যা, ওজন ও আকার একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে হয়। অতিরিক্ত সংখ্যা, ওজন ও আকারের লাগেজ বুকিং দিতে হলে এয়ারলাইন্স নির্ধারিত হারে Extra Baggage Tax (EBT) দিতে হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে EBT দিয়ে অতিরিক্ত লাগেজ বুকিং দেওয়ার সুযোগ নাও থাকতে পারে। এসব কারণে এয়ারলাইন্স লাগেজ বুকিং নিতে অস্বীকৃতি জানালে তা আইনসম্মত বলেই বিবেচিত হবে।

- যাত্রীর হ্যান্ড লাগেজের সংখ্যা, আকার ও ওজনের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত সংখ্যা, ওজন ও আকারের হ্যান্ড লাগেজে নিয়ে যাত্রীকে উড়োজাহাজে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এছাড়া হ্যান্ড লাগেজে কী কী জিনিস নেওয়া যাবে না, কী পরিমাণের অতিরিক্ত নেওয়া যাবে না, সে বিষয়ে নিয়মকানুন নির্ধারিত আছে। যাত্রী এ নিয়ম ভঙ্গ করলে হ্যান্ড লাগেজ থেকে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য অপসারণ করা হবে।

- হ্যান্ড লাগেজ ও বুকিং লাগেজে মালামাল বহনের বিষয়ে অনুচ্ছেদ ১.৬.২, ১.৬.৩, ১.৬.৪, ১.৬.৫, ১.৭.২ এবং ১.৭.৩ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যাত্রী নিয়ম মেনে বুকিং লাগেজ প্রস্তুত করা সত্ত্বেও এয়ারলাইন্স তা বুকিং নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে অথবা অতিরিক্ত ওজনের লাগেজের জন্য পলিসির অতিরিক্ত অর্থ দাবী করলে অথবা মানি রিসিট ছাড়া অর্থ আদায় করলে অথবা নিষিদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও হ্যান্ড লাগেজের কোন জিনিস অপসারণ করলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

৬.৪ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যাত্রীকে অফলোড করলে তিনি কী করবেন?

- কোন যাত্রী কর্মের উদ্দেশ্য গোপন করে পর্যটক বা স্টুডেন্ট ভিসায় বিদেশ গমনের চেষ্টা করলে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে আইন সম্মতভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এ বিষয়ে অনুচ্ছেদ ১.১.১ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

- যাত্রী ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার সময়ের অন্তত: ৪০ (চল্লিশ) মিনিট বাকি থাকতে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলেও তাকে প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে।

- যাত্রী যদি মনে করেন যে তাকে বেআইনিভাবে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে অথবা অফলোড করা হয়েছে তাহলে তিনি ইমিগ্রেশন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করতে পারবেন। এছাড়া ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসার জন্য যাত্রী ইমিগ্রেশন হটলাইনে ফোন করতে পারেন।

৬.৫ বোর্ডিং পাস ও ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স থাকা সত্ত্বেও এয়ারলাইন্স যাত্রীকে বোর্ডিং গেইট থেকে অফলোড করলে তিনি কী করবেন?

- বোর্ডিং পাস ও ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স থাকা সত্ত্বেও যাত্রী ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার অন্তত: ৩০ (ত্রিশ) মিনিট বাকি থাকতে নিজ দায়িত্বে বোর্ডিং গেইটে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে তাকে অফলোড করা হতে পারে।

- যাত্রী বোর্ডিং গেইটে নিরাপত্তা তল্লাশীতে সহায়তা না করলে অথবা ফ্লাইটের অন্যান্য যাত্রীদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় এরূপ আচরণ করলেও তাকে অফলোড করা হতে পারে।

- বোর্ডিং গেইটে এয়ারলাইন্স কর্মী যাত্রীর পাসপোর্ট, ভিসা ও বোর্ডিং পাস পুন:পরীক্ষা করবেন। এ সময়েও যদি এয়ারলাইন্স মনে করে যে যাত্রীর ডকুমেন্টস ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী হয়নি তাহলে তারা তাকে অফলোড করতে পারে।

- যাত্রী যদি মনে করেন যে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ আইনানুগ কারণ ব্যতীত তাকে উড়োজাহাজে প্রবেশ করতে দেয়নি বিধায় তিনি অফলোড হয়েছেন তাহলে তিনি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করবেন।

৬.৬ ট্রাভেল এজেন্সি যাত্রীর সাথে প্রতারণা করলে বা তাকে হয়রানি করলে তিনি কী করবেন?

- ট্রাভেল এজেন্সি শুধুমাত্র টিকেট বিক্রি করেই তার দায় এড়াতে পারে না। যাত্রীর গন্তব্যে যাওয়ার জন্য এভেইলেবল বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে যাত্রীকে জানানো প্রয়োজন। কোন্ রুটে কী ধরনের শর্ত প্রযোজ্য হবে তাও জানানো প্রয়োজন। অর্থ গ্রহণের সময় কী বাবদ অর্থ নেওয়া হল তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যাত্রীকে মানি রিসিট দেওয়া প্রয়োজন। এর ব্যত্যয় হলে যাত্রী ট্রাভেল এজেন্সির লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকারী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করতে পারেন।

- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী ট্রাভেল এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও বাতিল করতে পারে।

- ❖ কখনও কখনও ট্রাভেল এজেন্সি এই বলে যাত্রীর সাথে প্রতারণা করে যে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছাতে টিকেট ক্রয় ছাড়াও এয়ারপোর্ট কন্ট্রাক্টের জন্য অর্থ দিতে হবে। এভাবে টিকেটের মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী অপরাধ হিসাবে গণ্য।

- ❖ যাত্রীর বিদেশ ভ্রমণে জালিয়াতি ও অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা, তাকে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা, তার সাথে প্রতারণা বা কোন ধরনের হয়রানি করা ট্রাভেল এজেন্সির জন্য প্রতিপালনীয় আচরণবিধি পরিপন্থী কাজ ও নিবন্ধন সনদের শর্ত লংঘন হিসাবে গণ্য করা হয়। এ ধরনের কাজের জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করতে পারে।

- ❖ ট্রাভেল এজেন্সির দ্বারা প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হলে যাত্রী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mocat.gov.bd এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা অংশে গিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

৬.৭ চাকরির জন্য বিদেশ গমনে ইচ্ছুক যাত্রী রিক্রুটিং এজেন্সির দ্বারা প্রতারণার শিকার হলে কী করবেন?

- ❖ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ মোতাবেক মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো রিক্রুটিং এজেন্টদের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করেন।

- ❖ রিক্রুটিং এজেন্সি আইন, বিধি, সরকারি আদেশ নির্দেশ ও লাইসেন্সের শর্ত লংঘন করলে অথবা কোন ব্যক্তির সাথে প্রতারণা, তার কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ ও চুক্তি লংঘন করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

৬.৮ যাত্রী হজ ও ওমরাহ এজেন্সির দ্বারা প্রতারিত হলে কী করবেন?

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১১ মোতাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ রয়েছে। কোন হজ ও ওমরাহ এজেন্সি হজ ও ওমরাহ যাত্রীর সাথে প্রতারণা করলে, তাকে হয়রানি করলে, ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ অভিযোগ তদন্তক্রমে এজেন্সিকে জরিমানা, তিরস্কার বা সতর্ক করতে পারে অথবা এজেন্সির জামানত বাজেয়াপ্ত করতে পারে। ভুক্তভোগী যাত্রী সংশ্লিষ্ট হজ ও ওমরাহ এজেন্সির বিরুদ্ধে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

৬.৯ বিদেশফেরত যাত্রী লাগেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার জন্য কী করবেন?

- ❖ বিদেশফেরত যাত্রী বেল্টে লাগেজ না পেলে বেল্টের নিকটে ডিউটিরত এয়ারলাইন্স কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং তার সহায়তায় লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্কে Property Irregularity Report (PIR) ফাইল করবেন। PIR ফাইল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

- ❖ এয়ারলাইন্স যদি যাত্রীকে এই মর্মে নিশ্চিত করে যে তার লাগেজ বেল্টে দেওয়া হয়েছে অথচ তিনি বেল্টে লাগেজ পাননি, তখন যাত্রী PIR ফাইল করার পাশাপাশি বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) কে অবহিত করবেন। অন্য কোন যাত্রী ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে তার লাগেজ নিয়ে গেছেন কিনা তা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনাক্রমে এপিবিএন নিশ্চিত হবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- ❖ যাত্রী তার লাগেজ খোলা অবস্থায় পেলে আগে নিশ্চিত হবেন যে সেখানে এমন কিছু রাখা হয়নি যা চেক-ইনের পর উৎস বিমানবন্দরে অথবা ট্রানজিট বিমানবন্দরে লাগেজ খুলে অপসারণ করা হতে পারে। বুকিং লাগেজে কী কী রাখা নিষিদ্ধ সে বিষয়ে অনুচ্ছেদ ১.৭.৩ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যাত্রী আরও নিশ্চিত হবেন যে সিকিউরিটি চেকিংয়ে সহায়তা করার জন্য লাগেজে কম্বিনেশন লক ব্যবহার করা হয়েছে, যা মাস্টার কি দ্বারা খোলা সম্ভব। যাত্রী এসব বিষয় নিশ্চিত করার পরও যদি দেখতে পান যে লাগেজ থেকে আইনানুগভাবে অপসারণযোগ্য নয় এমন কোন আইটেম অপসারণ করা হয়েছে তাহলে তিনি PIR ফাইল করার পাশাপাশি বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নকে অবহিত করবেন। লাগেজ বেল্টে লাগেজ ডেলিভারি দেওয়ার সময় ডিউটিরত কর্মীদের কেউ লাগেজ খুলে কিছু অপসারণ করেছে কিনা তা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ দেখে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা হবে।

- ❖ বুকিং লাগেজে নগদ অর্থ, মূল্যবান ধাতু/অলঙ্কার, ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিস রাখা নিষিদ্ধ। এরকম কোন জিনিস লাগেজে রাখতে হলে চেক-ইনের সময় এয়ারলাইন্সকে অবহিত করতে হয়। লাগেজে মূল্যবান জিনিসের উপস্থিতি সম্পর্কে এয়ারলাইন্স যদি অবহিত না হয় এবং গন্তব্যে এসে যাত্রী যদি তা খোয়া গিয়েছে দেখতে পান তাহলে তিনি কোন ক্ষতিপূরণ পাবেন না। তবে লাগেজটি কী অবস্থায় বেল্টে ডেলিভারি প্রদান করা হয়েছে তা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা সম্ভব হবে।

- ❖ দেরিতে আসা লাগেজ হোম ডেলিভারি প্রদানযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এয়ারলাইন্স হোম ডেলিভারি না দিয়ে যাত্রীকে সশরীরে বিমানবন্দরে এসে লাগেজ নিয়ে যেতে বললে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করবেন।

- ❖ লাগেজ না আসার পরে ২১ (একুশ) দিন অতিবাহিত হলেও এয়ারলাইন্স ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করবেন।

৬.১০ কাস্টমস এর বিষয়ে অভিযোগ থাকলে যাত্রী কী করবেন?

- ❖ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে যাত্রী নিশ্চিত হবেন যে তিনি

- ✓ ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয় না এমন কোন পণ্য লাগেজে আনেননি;
- ✓ ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত কোন পণ্য তিনি বাণিজ্যিক পরিমাণে আনেননি;
- ✓ ব্যাগেজ রুলসে ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর বিভিন্ন পণ্যের যে প্রাপ্যতা সীমা রয়েছে সে বিষয়ে অবহিত থেকে তিনি লাগেজ এনেছেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শুল্ক পরিশোধের প্রস্তুতি তার আছে;
- ✓ শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের শুল্ক পরিশোধের জন্য কাস্টমস ঘোষণা ফরম পূরণ করেছেন এবং সেখানে কোন তথ্য গোপন করেননি;
- ✓ কাস্টমসের স্ক্যানিং ও তল্লাশির জন্য তার যথাযথ প্রস্তুতি আছে।

- ❖ কাস্টমস কর্মকর্তা ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী শুল্কায়ন না করে থাকলে অথবা তিনি কোন পণ্য আটক করে আটক রশিদ প্রদান না করে থাকলে যাত্রী কাস্টমসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মোবাইলে অবহিত করতে পারবেন।

- ❖ যাত্রী ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ও প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কাস্টমস কর্মকর্তা তার সাথে অপ্রত্যাশিত আচরণ করলে তিনি কাস্টমসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মোবাইলে অবহিত করতে পারবেন।

৬.১১ বিমানবন্দরে পণ্য ও সেবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে যাত্রী কী করবেন?

- ❖ মানি এক্সচেঞ্জ, মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস, লাগেজ র‌্যাপিং, বা কার রেন্টাল সার্ভিসের কর্মীরা যদি অযাচিতভাবে তাদের সেবা গ্রহণের জন্য ডাকাডাকি করে তাহলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

- ❖ পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ট্রলিম্যান বা নিরাপত্তাকর্মী তাদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে অন্য কোন সেবা প্রদানের প্রস্তাব করলে বা বকশিস দাবি করলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিকার চাইতে পারেন।

- ❖ কার পার্কিং, পাবলিক টয়লেট বা কার রেন্টাল সার্ভিস তাদের সেবা মূল্যের তালিকা টাঙিয়ে রাখতে এবং মানি রিসিটের মাধ্যমে নির্ধারিত হারে সেবামূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য। এর ব্যতিক্রম হলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবেন।

- ❖ বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের ভিতরে, পার্কিং ও কার্গো এলাকায় অবস্থিত খাবার ও অন্যান্য পণ্যের দোকান এবং রেস্তোরায় সকল পণ্যের বিক্রয়মূল্য তালিকা টাঙিয়ে অথবা পণ্যের গায়ে প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা আছে। এর ব্যতিক্রম হলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। খাবারের মান নিয়ে অভিযোগ থাকলেও অনুরূপভাবে জানাবেন।

- ❖ বিএসটিআই অনুমোদিত পণ্য গায়ের মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয়ের প্রস্তাব করা অপরাধ। মেয়াদ উর্ত্তীণ পণ্য রাখা, বিক্রয়ের পর ক্রেতাকে মানি রিসিট না দেওয়া অপরাধ। এসব ক্ষেত্রেও যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে পারেন।

৬.১২ মালামাল হারালে কী করণীয়?

- ❖ বিদেশগামী বা বিদেশফেরত যাত্রীরা অনেক সময় ভুল করে বিমানবন্দরে তাদের দরকারি জিনিস ফেলে যান। টার্মিনাল ভবনের ভিতরে অবস্থান করার সময় যাত্রী বিষয়টি বুঝতে পারলে এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক)এর সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

- ❖ টার্মিনাল ভবন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর যাত্রী হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারলে তিনি ঐ দিনের টিকেট, বোর্ডিং পাস ও পাসপোর্টসহ ডিউটি সিকিউরিটি অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

- ❖ বিমানবন্দরের যে কোন স্থানে হারিয়ে যাওয়া জিনিস লস্ট এন্ড ফাউন্ড সেকশনে জমা হয়। যাত্রী উক্ত সেকশনের ইন চার্জের সাথে যোগাযোগ করবেন।

- ❖ যাত্রীর ফেলে যাওয়া জিনিস অন্য কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছেন কিনা তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ দেখার প্রয়োজন হলে যাত্রী বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অথবা এভিয়েশন সিকিউরিটির সাহায্য চাইবেন। ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনায় অপরাধী সনাক্ত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ

যাত্রীসেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে যোগাযোগ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	০১৩০৪ ০৫০৬০৩ ০২-৮৯০১১৩১ ফেসবুক পেইজ: https://www.facebook.com/AirportMagistrates/ ইমেইল: airport.magistrate.bd@gmail.com	
ডিউটি অফিসার এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)	০১৩২০ ১৯৪৯৯৯	
ডিউটি ম্যানেজার এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক)	০১৮৯৪ ৯০৮৮১১	
ডিউটি সিকিউরিটি অফিসার (ডিএসও)	০১৮৯৪ ৯০৮৮২৬	
এয়ারপোর্ট হেলথ হটলাইন	০১৭৯৯ ৪৩০০৩৩ ০২-৮৯০ ১৮৪৪	
প্রবাসী কল্যাণ সংক্রান্ত	প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক/ আন্তর্জাতিক টার্মিনাল, হশাআবি	০২-৮৯০১০৪০
	প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার	০১৭৮৪ ৩৩৩৩৩৩ ০১৭৯৪ ৩৩৩৩৩৩ ০৯৬১০ ১০২০৩০ ১৬১৩৫
	আমদানি কার্গো কমপ্লেক্স, হশাআবি (মৃতদেহ আনয়ন সংক্রান্ত বিষয়)	০২-৮৯০ ১৩৬৫ ০১৬১০ ১০৯৩৩৩
	বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ সেন্টার (বিমানবন্দরের সন্নিকটে প্রবাসীদের সাময়িক অবস্থানের জন্য নির্মিত)	০১৩১০ ৩৫০৫৫৫ ০১৭৫৪ ৭১৫৭২০
এয়ারপোর্ট কাস্টমস	সহকারী কমিশনার ০১৩১৭ ২৪৯২৭২ যুগ্ম কমিশনার ০১৩১৫ ০৫১৩২৭ কমিশনার ০১৩১৫ ০৫১৩১৬	
চোরাচালান/রাজস্ব ফাঁকি রোধে বাংলাদেশ কাস্টমস এর হটলাইন	০১৩১৩ ৩৬৯১১১	
এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন হেল্পলাইন	অফিসার ইন চার্জ (ইমিগ্রেশন) ০১৩২০ ০০৫৯০২ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন) ০১৩২০ ০০৫৩৭৬	
ইমিগ্রেশন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ	বিশেষ পুলিশ সুপার, হশাআবি ০১৩২০ ০০৫১১১ বিশেষ পুলিশ সুপার,ইমিগ্রেশন প্রশাসন ০১৩২০ ০০৫১০২	

	এডিশনাল ডিআইজি (ইমিগ্রেশন) ০১৩২০ ০০৫০৩৫ ডিআইজি (ইমিগ্রেশন) ০১৩২০ ০০৫০০৬
Lost and Found Desk	০২- ৮৯০ ১৩১৫ ০১৭৭৭ ৭১৫৫৩৫ (হটলাইন)
প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন	০২-৮৯০ ১৮৩৩
এনিম্যাল কোয়ারেন্টাইন	০১৩২৪ ২৮৮৮৪৮ ০২-৮৯০ ১০৩২
বিমানবন্দর থানা	অফিসার ইন চার্জ ০১৩২০ ০৪১৮৭৩
মাদক চোরাচালান রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর হটলাইন	০১৯০৮ ৮৮৮৮৮৮
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	হটলাইন: ১৩৬০০ কল সেন্টার: ০৯৬১৪-০১৩৬০০

যাত্রীবাহী ফ্লাইট পরিচালনাকারী দেশি ও বিদেশি এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে যোগাযোগ

ক্রমিক নং	এয়ারলাইন্স এর নাম ও কোড	টিকেট বুকিং/রিজারভেশন অফিস এর নাম্বার	হশাআবিতে এয়ারলাইন্স অফিসের নাম্বার	ব্যাগেজ সার্ভিস কর্মকর্তার নাম্বার
০১	এয়ার এরাবিয়া (G9)/এয়ার এরাবিয়া আবুধাবি (3L)	০১৭০৮ ১৫০৭৮২	০২- ৮৯০ ১৮০৬ ০১৭৩০ ০৯৪০৩১	০১৭৩০ ০৩৭৭৪৬
০২	এয়ার এশিয়া (AK)	০১৯৮৪ ৫৫৫৬৬৬ ০১৯৮৪ ৫৫৫৮৮৮ ০১৯৯০ ২২২০০০	০১৭১১ ৬০৯২৬৬ ০১৭১২ ১৬৫১২৩	০১৭১৪ ০৮২৭৩২ ০১৭৩৫ ৫৭২১৪১
০৩	এয়ার এস্ট্রা (2A)	১৩৬০৭ (হট লাইন) ০১৩২২ ৮৩৮৫৮০ ০৯৬১৩ ১১৩৬০৭	০১৭১৩ ২৫৫৯৯০ (ডমেস্টিক)	
০৪	এয়ার ইন্ডিয়া (AI)	০২- ২২২২ ২৮৬৯১ ০২- ২২২২ ২৮৪৩১ ০২- ২২২২ ২৮৫০২	০২- ৮৯০ ১৩৩৬	০১৭১৭ ৭১১০৮৯ ০১৯১২ ৯১৪৩৪৬
০৫	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স (BG)	০১৭৭৭ ৭১৫৬৩০ ০১৭৭৭ ৭১৫৬৩১ ০১৯৯০ ৯৯৭৯৯৭ (বিমান কল সেন্টার) ০২- ৮৯০ ১৬০০ এক্স: ২১৩৫, ২১৩৬	০১৭৭৭ ৭১৫৫৩১ ০২- ৮৯০ ১৫০০ এক্স: ৫৭০০	০১৭৭৭ ৭১৫৫৩৫ ০২- ৮৯০ ১৫০০ এক্স: ৫৪০২, ৫৪০০
০৬	ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারওয়েজ (CX)	০১৯৭৮ ৬৬৬১৩৮ ০২- ২২২২ ৮৫৮০২	০২- ৮৯০ ১৭৮৫	০১৭১৩ ০৪৩১৯২
০৭	চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স (MU)	০২- ৫৮৮১ ৭২৭৭ ০২- ৫৮৮১ ৭২৭৮ ০২- ৫৮৮১ ৭২৭৯ ০২- ৫৮৮১ ৭২৮০ ০২- ৫৮৮১ ৭২৮১	০২-৮৯০ ১১৬৭	০১৬১৮ ০০০০৩৮

ক্রমিক নং	এয়ারলাইন্স এর নাম ও কোড	টিকেট বুকিং/রিজারভেশন অফিস এর নাম্বার	হশাআবিতে এয়ারলাইন্স অফিসের নাম্বার	ব্যাগেজ সার্ভিস কর্মকর্তার নাম্বার
০৮	চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্স (CZ)	০২- ৯৮৯ ৪৩২৭ ০২- ৯৮৮ ২৭৪৫	০১৬৭৮ ২০৫০০১	০১৭১৫ ২৫৩৫২১
০৯	ড্রুক এয়ার (KB)	০২- ৯৬৩ ২৭১১ ০২- ৯৬৩ ২৭১২ ০২- ৯৬৩ ২৭৭০ ০২- ৯৬৩ ২৭৭৫ ০২- ৯৬৩ ২৭৭৬	০২- ৮৯০ ১৮২৩	০২- ৮৯০ ১৮১৯
১০	ইজিপ্ট এয়ার (MS)	০১৮১০ ১৮৮২০৬ ০১৮১০ ১৮৮২০৭	০৯৬০২ ৩২৩২৩৩	০১৮১০ ১৮৮২০২
১১	এমিরেটস এয়ারলাইন্স (EK)	০৯৬০৯ ০০১১৩৩	০২- ৮৯০ ১৫৩৫ ০১৭১১ ৫৪৩৪৩৪	০২- ৮৯০ ১৬৬৪ ০১৭১৩ ০৬৯৮৯৮
১২	ইতিহাদ এয়ারওয়েজ (EY)	০২- ৮৮৩১ ২৫৮ ০২- ৮৮৩১ ২৪৭ ০২- ৮৮১৯ ৫৪০ ০২- ৮৮১৯ ৫৪২	০২- ৪৮৯৫৩৪৯৬	০১৩১৩ ৭৬৫৮১২
১৩	ফ্লাই দুবাই (FZ)	০২-৫৮৮১ ৭৮১১-২০ এক্স: ১০৪, ১০৫	০২- ৮৯০ ১৩৫১ ০২- ৮৯০ ১৩৫২	০২- ৮৯০ ১৩৫৩ ০১৭৮৭ ৬৭০৯২৬
১৪	গালফ এয়ার (GF)	০১৭৭৭ ৭৯৯৭৯৩ ০২- ৯৮৫ ১৯৬৬ ০২- ৯৮৫ ১৯৬৭ ০২- ৯৮৫ ১৯৬৮ ০২- ৯৮৫ ১৯৬৯		০১৯৯৯ ২০২১৪৩
১৫	হিমালয় এয়ারলাইন্স (H9)	০১৯৭২ ০০০৬০৯		০১৯৫১ ১০৩৬২১
১৬	ইন্ডিগো এয়ার (6E)	০১৩১৩ ০৩৭৫১৯		০১৭৩০ ০৯৪১০০
১৭	জাজিরা এয়ারলাইন্স (J9)	০১৭১৩ ০৯৪৬৬৪	০২- ৮৯০ ১৫৮৬	০১৭২৯ ২৫৬০৪৩ ০১৪০০ ৩৩২২৪০
১৮	কুয়েত এয়ারওয়েজ (KU)	০২- ৮৮৮১ ১৭৪২-৯		০১৭৯৯ ৯৯৪৯৬২
১৯	মালয়শিয়ান এয়ারলাইন্স (MH)	০১৮৪৪ ৫০৯১৮৫ ০১৮৪৪ ৫০৯১৮৬ ০১৮৪৪ ৫০৯১৮৭ ০১৮৪৪ ৫০৯১৮৮ ০১৮৪৪ ৫০১৯৮৯	০২-৮৯০ ১৫৯৭	০১৬৭০ ৫২৫০৩২ ০১৭৭৫ ০১৯৭০৪
২০	মালদিভিয়ান এয়ারলাইন্স (Q2)	০১৭৯৯ ৯৯৪৯৬৩		০১৭০৮ ৮১০৭৯৫
২১	মালিন্দো এয়ার (OD)	০১৭৭৭ ৭৫০৩৯৩	০২- ৮৯০ ১৮৭৬	০১৭৭৭ ৭৫০৩৯০
২২	নভো এয়ার (VQ)	০১৭৫৫ ৬৫৬৬৬০ ০১৭৫৫ ৬৫৬৬৬১ ০১৭৫৫ ৬৫৬৬৬২ ০১৭৫৫ ৬৫৬৬৬৩	০২- ০৯৬৬৬ ৭২২২২৪ এক্স: ৫১৬৬, ৫২১৩	০১৭৫৫ ৬৫৬৬০১
২৩	ওমান এয়ার (WY)	০১৮৪৪ ০২৭৪৪২ ০২- ৯৮৯ ০০২৪ ০২- ৯৮৯ ০০২৫		০১৮৪৪ ০২৭৪৮৬
২৪	কাতার এয়ারওয়েজ (QR)	০২- ০৯৬১০ ৮০০৮০০	০২-৮৯০ ১১১৭	০১৭০৯ ৬৩৩৮৮০

ক্রমিক নং	এয়ারলাইন্স এর নাম ও কোড	টিকেট বুকিং/রিজারভেশন অফিস এর নাম্বার	হশাআবিতে এয়ারলাইন্স অফিসের নাম্বার	ব্যাগেজ সার্ভিস কর্মকর্তার নাম্বার
২৫	সালাম এয়ার (OV)	০২- ৫৮৮১ ১৬৮৩	০২- ০৯৬৭৭৫০০০০০	০১৮৪৭ ৪৬৭৭১০
২৬	সৌদিয়া এয়ারলাইন্স (SV)	০২- ৫৫০২৮০৬৯-৭১	০১৭২৯ ২৫৪৯৩৯	০১৭১৩ ০৩০৬৫০
২৭	সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স (SQ)	০১৩১১ ০০১৯০২	০২- ৮৯০ ১৮২৫	০১৭৩০ ৩৫৯৪৪৬
২৮	স্পাইস জেট (SG)	০১৮৪৪ ০২৭৪৮১	০২- ৮৯০ ১৫৯৩	০১৮৪৪ ০২৭৪৮৯
২৯	শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স (UL)	০১৭০৮ ৮৪২০৪৯ ০১৭০৮ ৪৮২০৫০	০২- ৮৯০ ১১৭৪ ০২- ৮৯০ ১১৭৫	০১৭০৮ ৪৮২০৪১
৩০	থাই এয়ারওয়েজ (TG)	০১৭১৪ ০৪২০৫৯	০১৭১৩ ০৯৩১২৬	০১৭২৯ ২৫৬০৪৩
৩১	তুর্কিশ এয়ারলাইন্স (TK)	০২- ৯৮৮ ৮৭৫৭ ০২- ৯৮৯ ২৩৯৩	০২- ৮৯০ ১১৭৩	০১৮৩৩ ৩৩২৮১২
৩২	ইউ এস বাংলা এয়ারলাইন্স (BS)	০১৭৭৭ ৭৭৭৮০৯		০১৭৭৭ ৭৭৭৮৬৭
৩৩	ভিসতারা এয়ারলাইন্স (UK)	০১৮৪৪ ২৪১৪৪৬		০১৮৪৪ ২৪১৪৪৩